ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 August 2021 ■ আগরতলা ১৭ আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ৩১ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জঙ্গী হত্যার প্রতিবাদে শিলংয়ে তান্ডব, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ, পুড়ল গাড়ি

কেন্দ্রের কাছে পাঁচ কোম্পানি আধা সেনা পাঠানোর আর্জি

শিলং, ১৬ আগস্ট (হি.স.)।। মেঘালয়ের পরিস্থিতি স্বাভিবিক করতে স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে অনন্ত পাঁচ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা। রাজধানী শিলঙের আইন-শৃঙ্খলার দ্রুত অবনতি হচ্ছে। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কারফিউয়ের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। পূর্ব খাসিপাহাড় জেলা সদর শিলং ও পার্শবর্তী এলাকায় গতকাল রাত আটটা থেকে জারি করা হয়েছিল কারফিউ। এরই মধ্যে গতকাল রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ শিলং-চেরাপুঞ্জি সড়কের তিনমাইল এলাকায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমার ব্যক্তিগত বাসভবনে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করেছে কতিপয় দুষ্কৃতী। এতে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত একটি গাড়ির ক্ষতি হয়েছে। তবে কোনও হতাহতের খবর নেই। তাছাড়া, মুখ্যমন্ত্রীও সে সময় তাঁরি নিজস্ব বাড়িতে ছিলেন না। এদিকে, প্রাক্তন জঙ্গী হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে মেঘালয় সরকার।

এ ঘটনার কিছুক্ষণ পর কারফিউ কবলিত রাজধানী শিলঙের মওলাই এলাকায় টহলদারি সিআরপিএফ-এর একটি গাড়িতে দুঃসাহসিক হামলা চালিয়েছে দুস্কৃতকারীর আরেক দল। কতিপয় হামলাবাজ সিআরপিএফ জওয়ানদের গাড়িকে লক্ষ্য করে অবিরত পাথর ছুঁড়তে থাকে। উন্মত্ত জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সিআরপিএফ জওয়ানরা গাড়ি থেকে নেমে লাঠি চার্জ করে।

পালিয়ে রক্ষা পায় দুর্বৃত্তের দল। এদিকে

গতরাতেই সেই মওলাই এলকার অন্য এক জায়গায় কতিপয় উন্মত্ত যুবক নাশকতার চেষ্টা করলে পুলিশ ও সিআরপিএফ প্রথমে লাঠিচার্জ এবং পরে শূন্যে গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে, জানা গেছে রাজ্য পুলিশের সদর দফতর সূত্রে।'হাইনেউত্রিপ ন্যাশনাল লিবারেশন কাউন্সিল' (এইচএনএলসি) নামে মেঘালয়ের এক জঙ্গি সংগঠনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক চেস্টারফিল্ড থাংখিউ পুলিশের এনকাউন্টারে নিহত হওয়ার পর পূর্ব খাসিপাহাড় জেলা সদর শিলং ও পার্শবর্তী এলাকা সহ সংলগ্ন তিনটি জেলায় বিক্ষিপ্ত নাশকতামূলক ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে। টহলদারি পুলিশের দুটি গাড়ি ও বন্দুক ছিনতাই করা ছাড়াও গাড়ি দুটিতে অগ্নিসংযোগ এবং নানা স্থানে পাথরের ঢিল ছোঁড়া, সাধারণ নাগরিকদের যানবাহনে হামলা করছে একাংশ উন্মত্ত যুবক। এরই পরিপ্রক্ষিতে গতকাল রাত ৮:০০ থেকে শিলং সহ পার্শবর্তী এলাকায় প্রথমে ১৭ আগস্ট ভোর পর্যন্ত কারফিউ জারি করেছিল রাজ্য প্রশাসন। তবে পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় কারফিউয়ের মেয়াদ আরও একদিন বাড়ানো হয়েছে।

ঘটনার পরিপ্রক্ষিতে মেঘালয়ের পুলিশ-প্রধান (ডিজিপি) আর চন্দ্রনাথন হিন্দুস্থান সমাচার-কে জানান, পুলিশের এনকাউন্টারে নিহত বছর ৫৪-এর চেস্টারফিল্ড থাংখিউ এইচএনএলসি জঙ্গি সংগঠনের আমৃত্যু একজন কট্টর অলিখিত সদস্য ছিলেন। পুলিশের কাছে তার বিরুদ্ধ যথেষ্ট প্রামাণিক তথ্য মজুত আছে। গত ১০ তারিখ লাইটুমখ্রা বাজারে আইডি বিস্ফোরণের সঙ্গে সে সরাসরি জড়িত ছিল। এর আগে পূর্ব জয়ন্তিয়াপাহাড় জেলা সদর পুলিশ রিজার্ভের স্পেশাল পুলিশ ব্যারাকে আইইডি বিস্ফোরণের সঙ্গেও চেস্টারফিল্ডের নাম জড়িত। ওই বিস্ফোরণে কয়েকজন পুলিশ কর্মী জখম হয়েছিলেন।

ডিজিপি জানান, ১৯৮৭ সালে ভূমিষ্ঠ জঙ্গি সংগঠন এইচএনএলসি-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিল চেস্টারফিল্ড থাংখিউ। পরবর্তীতে ২০১৮ সালের ১৮ অক্টোবর রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী প্রিস্টন টিনসঙের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনুশীলনে গিয়ে তরুণ ক্রিকেটারের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। অনুশীলন চলাকালীন এক তরুণ ক্রিকেটারের মৃত্যু হয়েছে ত্রিপুরায়। আগরতলায় যোগেন্দ্রনগর নজরুল কলোনীর বাসিন্দা কার্তিক সাহা আজ ক্রিকেটের অনুশীলন চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে এমনটাই ধারণা চিকিতকদের।

প্রয়াতের সতীর্থদের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রতিদিনের মতোই আজ সকলে অনুশীলন করছিলাম। শরীর চর্চা চলাকালীন দৌড়াতে গিয়ে হটাত কার্তিক মাটিতে লুটিয়ে পরেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মাঠেই সিপিআর দেওয়া হয়। কিন্ত, জ্ঞান ফিরে না আসায় তাঁকে জি বি হাসপাতালে নিয়ে গেছি আমরা। হাসপাতালে চিকিতকরা পরীক্ষা করে জানান, তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, ক্রিকেটাররা স্বউদ্যোগে অনুশীলন করছিলেন। প্রয়াত ক্রিকেটার রাজ্য দলের ক্রিকেটার নন। বন্ধুদের সাথে অনুশীলন করতেন বলে জানা গিয়েছে। মৃতের পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে, কার্তিক সাহা রাজ্য দলের হয়ে ক্রিকেট খেলেনি কখনই। কিন্ত, আগরতলায় বিভিন্ন ক্লাব লিগ টুর্নামেন্টে বহুবার অংশ নিয়েছেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে ক্রীড়া মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মুঙ্গিয়াকামীতে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার, বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা কিশোরীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ আগস্ট।। নিজ ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা পঁয়তাল্লিশ উর্ধ ব্যক্তির। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহাকুমার মুঙ্গিয়াকামী থানাধীন কারেই পাড়া এলাকায়। খবরে জানা যায়, মুঙ্গিয়াকামী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় কর্মরত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী তথা শঙ্খ রাম দেববর্মা সোমবার সকালে নিজ ঘরে গলায় ফাঁস লাগায়।

তবে কি কারণে গলায় ফাঁস লাগিয়েছে সে বিষয়ে স্পষ্ট নয় পরিবারের লোকজন। ঘটনার খবর পাঠানো হয় মুঙ্গিয়াকামী থানায়। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসে। ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে পুলিশ আত্মঘাতী ব্যক্তির মৃতদেহ তুলে দেয়। এদিকে পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মামলা নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে, সোমবার সকালে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে এক উপজাতি নাবালিকার। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমা অন্তর্ভুক্ত মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীন বাদ্রাই পাড়া এলাকায়। নাবালক ও নাবালিকাদের মধ্যেও ইদানিংকালে আত্মহত্যার চেষ্টার প্রবণতা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিষয়টি খুবই উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন অভিজ্ঞ মহল। পারিবারিক অভাব-অনটন সহ নানা কারণে এ ধরনের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, সোমবার সকালে আচমকা পরিবারের সদস্যদের নজরে আসে নাবালিকা মেয়েটি মাটিতে গড়াগড়ি করছে এবং তার মুখদিয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তড়িঘড়ি পরিবারের সদস্যরা নাবালিকা মেয়েটিকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলে ডুবে আরও এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। সোমবার সাত সকালে বিশালগড় থানার ফুলতলীর নোয়াগাঁও এলাকায় পুকুরের জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে তিন বছরের শিশুর। বিশালগড় থানাধীন ফুলতলী নোয়াপাড়া এলাকায় সোমবার সাতসকালে পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে এক শিশুর।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বিশালগড় ফুলতলীর নোয়াপাড়া বাসিন্দা কবির হোসেনের তিন বছরের ছেলে নবীর হোসেন প্রতিদিনের ন্যায় এদিনও সকাল ৭টার দিকে ঘুম থেকে উঠে খেলাধুলার করতে থাকে।খেলাধুলা করতে করতে আজ সকালে তার বাড়ির পাশে পুকুরের মধ্যে পড়ে যায়। সকালের কাজকর্ম শেষ করে তার মা তাকে খাওয়ার জন্য ডাকাডাকি করেন।

তার কোন আওয়াজ শুনতে না পেয়ে সবাই মিলে খুঁজতে থাকেন। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ১০টার সময় বাড়ির পাশে পুকুরের মধ্যে গিয়ে দেখেন পুকুরের জলে ভেসে রয়েছে তার দেহ। তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় হাপানিয়া হাসপাতালে। হাসপাতলে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শিশুর মৃত্যুতে পরিবারের লোকজন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তার মরদেহ ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাতেগুনা কয়েকজন কর্মকর্তাকে নিয়ে তৃণমূলের খেলা হবে দিবস পালিত রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। হাতেগুনা কয়েক জন কর্মকর্তাকে নিয়ে তৃণমূলের সাংসদরা আজ আগরতলায় খেলা হবে দিবস পালন করলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে ফুটবল খেলে ওই দিবসটি উদযাপনের সূচনা করেন তাঁরা। মাঠে স্থানীয় নেতা কর্মকর্তাদের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের সাংসদ ও নেতারা সংখ্যায় বেশি ছিলেন। এদিন তৃণমূল সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ত্রিপুরায় মানুষের বন্ধুত্ব চাইছি। খেলার মাধ্যমেই জয় হবে, বন্দুকের সাহায্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়াবাড়ি করবেন না, মমতা আসলে সামলাতে পারবেন না ঃ সায়নী ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। ভয় পেয়ে তৃণমূল ত্রিপুরা থেকে পালাবে এই ভুল ধারণা মনে পোষে রাখা উচিত হবে না। কারণ, বেশি বাড়াবাড়ি হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসবেন, তখন সামলাতে পারবেন না। দীপ্ত ন্ট্রে এই হুশিয়ারী দিলেন যুব তৃণমূলের সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় বিজেপির কাজকর্মে ক্ষোভ আরও বাড়ছে মানুষের মনে।

আজ ত্রিপুরায় এলেন যুব তৃণমূলের সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। রাজ্যে এসেই সুর চড়ালেন তিনি। সাথে তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় সংগঠন বিস্তার হবেই। মানুষের কাছে আবেদন আমাদের সমর্থন করুন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় গত কয়েকদিনে সাংসদ, মন্ত্রী ও নেতারা এসেছেন। স্বাভাবিকভাবে এখন যুবরা আসবেন। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় চুটিয়ে সংগঠন করতে এসেছি। তাই, সারা ত্রিপুরা চষে বেড়াব। কারণ, পারব না এমন কোন শব্দই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধানে নেই।

তৃণমূল সাংসদদের আক্রান্তের ঘটনায় সায়নীর সাফ কথা, হামলায় কিছু যায় আসে না। বাংলায় একই পন্থা নিয়েছিল বিজেপি। মানুষ জনাদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ভয় পেয়ে চলে যাব এমন ধারণা মনে পোষে রাখা উচিত হবে না। কারণ, বেশি বাড়াবাড়ি হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে সংক্রমণ কমল হার ও সক্রিয় রোগীর সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। রাজ্যেঅনেকটাই নিয়ন্ত্রণে করোনার সংক্রমণ। দুই শতাংশের নিচে নেমেছে সংক্রমণের হার। তবে, মৃত্যু মিছিল এখনো থামেনি। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৫২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। পাশাপাশি, ১৭২ জন সুস্থ হয়েছেন। সংক্রমণের হার হয়েছে ১.৬৭ শতাংশ। বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা দাড়িয়েছে ১৩৬৫ জন। কিন্ত, গত ২৪ ঘন্টায় একজনের করোনায় আক্রান্তে মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৪২৩ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ২৬৯১ জনকে নিয়ে মোট ৩১১৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ৪ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৪৮ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৫২ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। সংক্রমণের হার হয়েছে ১.৬৭ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা স্বস্তি দিয়ে চলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৭২ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১৩৬৫ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৮১৩১১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৭৯১০১ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.৮৭ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় গ্যাস বটলিং প্ল্যান্টে শ্রমিক ছাঁটাইয়ে প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। বিশালগড় গ্যাস বটেলিং প্লান্টের শ্রমিকরা কর্মসংস্থান ফিরে পাবার জন্য সোমবার অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

বিশালগড় বটলিং প্লান্টের ৬০ জন শ্রমিককে আচমকা ছাঁটাই করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। শ্রমিকরা প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় সোমবার বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ বিশালগড় গ্যাস বটেলিং প্লান্টের অফিসের সামনে শ্রমিকরা কর্মসংস্থান ফিরে পাবার জন্য বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হয়। জানা যায় দীর্ঘ চার বছর যাবৎ ৬০ জন শ্রমিক বিশালগড় গ্যাস বটলিং প্লান্টের অফিসে কাজ করে সংসার প্রতিপালন করে আসছে।

কিন্তু বিশালগড় গ্যাস বটলিং প্লান্ট অফিস বিশালগড় থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু গ্যাস অফিসের কর্তৃপক্ষ বিশালগড়ের ৬০জন শ্রমিককে হঠাৎ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় সংঘর্ষ মামলায় ধৃতদের জামিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। আমবাসার সংঘর্ষের ঘটনায় মামলায় ধৃত তৃণমূল কংগ্রেসের নয়জনকে আদালত থেকে জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি আমবাসায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল। এই প্রেক্ষিতে পুলিশ তাদের আটক করেছিল।

রাজ্যে আসতেই কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিককে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে তৃণমূলে গেলেন সুস্মিতা দেব

গুয়াহাটি, ১৬ আগস্ট (হি.স.)।। কংগ্রেসে ফের ধস। এবার সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস পদে ইস্তফা দিয়ে দলের প্রথমিক সদস্যপদ ছেড়েছেন সুস্মিতা দেব। গতকাল তিনি তাঁর পদত্যাগ পত্র সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এর পর রাত ১২টা নাগাদ তাঁর অফিশিয়াল টুইটার হ্যান্ডলের প্রোফাইলে পিকচার বদল করে তার বায়োতে সরাসরি ইস্তফা দিয়েছেন না বলে, ঘুরিয়ে লিখেছেন 'প্রাক্তন সাংসদ, লোকসভা, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সদস্য, প্রাক্তন সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী।' জানা গেছে, আজ সোমবারই কলকাতায় গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন সুস্মিতা দেব।

আজ ভোরে সুস্মিতার টুইটার বায়ো দেখে তাঁর অসংখ্য অনুগামী হতবাক হয়ে যান। এর পরই দলের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর কাছে প্রেরিত তাঁর ইস্তফাপত্র সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। সোনিয়া গান্ধীকে লেখা পদত্যাগপত্রে সুস্মিতা লিখেছেন, গত প্রায় তিন দশক কংগ্রেসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁকে এতদিন যে সব সুযোগ দেওয়া হয়েছে তার জন্য তিনি দলের নেতৃবর্গকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সোনিয়াকে লিখেছেন, 'ব্যক্তিগত ভাবে আপনার উপযুক্ত গাইডেন্সে আমি উপকৃত হয়েছি এবং নানা পদে দায়িত্ব দিয়ে কাজের সুযোগ করে দিয়েছেন আপনি। আমি এখন নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছি, এর জন্য আপনার আশর্বাদ সবসময় থাকবে বলে আশা করি আমি।'

এদিকে, সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সিনিয়র নেতা কপিল সিব্বাল টুইট করে বলেছেন, 'সুস্মিতা দেব আমাদের দলের সাধারণ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। যুব নেতাগণ দল ছেড়ে যখন চলে যাচ্ছেন, তখন আমাদের মতো 'সিনিয়র'দের দলকে মজবুত করার চেষ্টা হচ্ছে না বলে সমালোচিত হচ্ছি। দলকে বহুল দৃষ্টিতে এ সব বিষয়ে যাচাই করতে হবে।' অন্যদিকে কংগ্রেসের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ফিরেই আশীর্বাদ যাত্রায় রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। ত্রিপুরা থেকে প্রথম ভূমিকন্যা হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছেন প্রতিমা ভৌমিক। আজ ত্রিপুরায় এসেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে ত্রিপুরায় ফেরার পর বিমান বন্দর থেকেই জনউচ্ছ্বাসে ভাসলেন তিনি। বিজেপি যুব মোর্চার বিশাল বাইক মিছিল তাঁকে বিমান বন্দর পার্টি মুখ্য কার্যালয়ে নিয়ে গেছে। পথে হাজারো মানুষ ফুল দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। বিজেপি কর্মকর্তারা কোথাও ব্যান্ড পার্টি, কোথাও খোল-করতাল সাথে মহিলারা উলু ধ্বনি নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন। দলীয় কর্মকর্তা এবং ত্রিপুরাবাসীর উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়ে তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে পরেন। পার্টি মুখ্য কার্যালয়েও ছিল একই চিত্র। ভিড়ে ঠাসা মুখ্য কার্যালয়ে প্রতিমা ভৌমিকের সুরক্ষা ব্যবস্থায় নিরাপত্তা কর্মীদের হিমশিম খেতে হয়েছে। প্রত্যকেই প্রতিমা ভৌমিককে কাছে থেকে শুভেচ্ছা ও অভ্যর্থনা জানাতে চাইছিলেন। মূলত, জন আশীর্বাদ যাত্রায় মানুষের উচ্ছ্বাস দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পরেন তিনি। এদিন প্রদেশ কার্যালয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিমার বার্তা, ত্রিপুরাবাসীর সাথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সেতুবন্ধনের কাজ করব আমি।

আজ ত্রিপুরায় প্রতিমা ভৌমিকের ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে। বিমান বন্দরে নেমেই তিনি হাটু গেড়ে বসে সকলের উদ্দেশ্যে প্রনাম জানান। এরপর তিনি বিমান বন্দরে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। সেখান থেকে তিনি প্রদেশ কার্যালয়ে যান। প্রদেশ কার্যালয়ে দলের প্রদেশ সভাপতি সহ অন্য পদাধিকারী ও বিধায়কদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত শেষে তিনি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং উপ মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মার সাথে দেখা করেছেন। তাঁরা প্রতিমা ভৌমিককে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। মাঝে তিনিমেহের কালীবাড়িতে পূজা দিয়েছেন। এরপর তিনি হেলিকপ্টারে উত্তর ত্রিপুরা জেলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন। উত্তর ত্রিপুরা ও ঊনকোটি জেলায় তাঁর একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। ওই দুই জেলায় কর্মসূচি শেষে তিনি ধলাই জেলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন। রাতে ধলাই জেলা সদর আমবাসায় পূর্ত দফতরের ডাকবাংলোতে প্রবীণ কার্যকর্তাদের সাথে বৈঠক ও রাতের আহার সারবেন। চারদিনের জন আশীর্বাদ যাত্রায় তিনি ত্রিপুরায় সমস্ত জেলা পরিদর্শন করবেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৯৭ ▫ ১৭ আগস্ট ২০২১ ইং ▫ ৩১ শ্রাবণ▫ মঙ্গলবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

রক্ষা মিলিয়াছে

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ হইতে এই যাত্রায় রক্ষা মিলিবেএমনটাই ধারণা ছিল দেশবাসীর। যেহেতু বিগত দেড় বছর ধরিয়া সরকার যখন যা কিছু নির্দেশ দিয়াছে তা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিয়াছে দেশবাসী। তাহা ছাড়া সরকারও নিয়মনীতি রক্ষা করিবার ব্যাপারে কোনও শৈথিল্য দেখায়নি। নির্দিষ্ট সময়েই টিকার দু''টি ডোজ সরবরাহ পরিবার আন্তরিক প্রয়াস নিয়াছে দেশের সরকার। এই সব কিছু সত্ত্বেও করোনা-ভাইরাসের সংক্রমণ হইতে সম্পূর্ণভাবে রেহাই পাওয়া যায় নাই।

ভাইরাস সনাক্ত করা গিয়াছে , তাহার আচরণগত পরিবর্তন, বিভাজন প্রক্রিয়া, নিষ্ক্রিয় থেকে সক্রিয় হয়ে ওঠার টেকনিক অনেকটাই বোঝা গিয়াছে। সব থেকে বড় কথা- উন্নত দেশসমূহের নিবিড় অনুশীলন আর ঢালাও আর্থিক অনুদানে, বিনিয়োগে নিশ্চিত প্রতিষেধক হিসাবে ভ্যাকসিন তথা টিকাও আবিষ্কার হইয়া গিয়াছে। করোনা মহামারীর বয়স এক বছর হওয়ার আগেই টিকা আবিষ্কার করা সম্ভব হইয়াছে। অ্যান্টিভাইরাল হিসেবে রেমডেসিভির-এর ব্যাপক ব্যবহারও শুরু হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে স্টেরয়েড, অক্সিজেন ইত্যাদি। সুতরাং ধরা পরিবার দেড় বছরের মধ্যেই করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, বিশ্ববাসী তাহাই ধরিয়া নিয়াছিল। বস্তুত গোটা বিশ্বই বাড়ি ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ও প্রয়োজনে সার্বিক অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার প্রতীক্ষায় আশাবাদী হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমশ সেই দিকেই অগ্রসর হইয়াছে আমাদের দেশ। পৃথিবীর বহু দেশের ব্যবস্থা- ধীরে কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে। আর ঠিক তখনই আবার মুখ থুবড়ে পরিবার মতো অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে মহামারী কাটিয়ে উঠিবার ব্যাপারে। দেখা গেল, নিয়ন্ত্রণে আসিতে-আসিতেও অন্তত পৃথিবীর একশো বারোটা দেশে করোনা-সংক্রমণের ঊর্ধগতি ঠেকানো যাইতেছে না।

যে-হারে দ্বিতীয় ঢেউয়ের সংক্রমণ বাড়িয়াছিল, ঠিক ততখানি দ্রুত গতিতে না-হইলেও, তথাকথিত তৃতীয় ঢেউয়ের এতখানি শক্তিশালী হইয়া ওঠাও স্বাস্থ্যকর্তারা আশা করেননি। সম্ভবত এইবার নেতাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। লকডাউন এবং সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করা স্থায়ী সমাধান নয়। টিকা এবং প্রত্যাশিত হার্ড ইম্যুনিটির সঙ্গে যথাসম্ভব আত্ম-সুরক্ষার আয়োজনেই কোভিড থেকে বাঁচা সম্ভব হইবে অদূর ভবিষ্যতে।

চারটি গাড়ি, চপারে ভরে নগদ অর্থ নিয়ে গেছেন আশরফ গনি, দাবি রাশিয়ার

মস্ক, ১৬ আগস্ট (হি. স.): খালি হাতে নাকি দেশ ছাড়েননি আশরফ গনি। চারটি গাড়ি, চপারে ভরে নগদ অর্থ নিয়ে গেছেন সদ্য প্রাক্তন আফগান প্রেসিডেন্ট। এমনটাই দাবি করল রাশিয়া।রবিবার প্রায় বিনা প্রতিরোধে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিলেন আফগান প্রেসিডেন্ট আশরফ গনি। ছেড়েছিলেন প্রেসিডেন্টের পদ। তার পরেই কোর টিম নিয়ে বিমানে চেপে পালিয়েছিলেন কাবুল থেকে। সেখানে তখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তালিবানরা। রাশিয়ার দাবি কাবুল ছাড়ার আগে চারটি গাড়ি, চপারে ভরে নগদ অর্থও নিয়ে গেছেন সদ্য প্রাক্তন আফগান প্রেসিডেন্ট। কাবুলের রুশ দূতাবাসের মুখপাত্র নিকিতা ইশচেনকো বলেন, 'ওই চারটি গাড়িতে শুধু টাকাই ছিল। একটি হেলিকপ্টারেও টাকা ভরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। টারম্যাকে প্রচুর টাকা পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে।' রুশ সংবাদ মাধ্যমের দাবি, চপারে আর জায়গা ছিল না। তাই কিছু নগদ কাবুলে ফেলে যেতে বাধ্য হয়েছেন।খবর তাজিকিস্তানে আশ্রয় না পেয়ে এখন ওমানে রয়েছেন আশরফ গনি। এর পর আমেরিকায় যাবেন। তালিবানদের কাবুলে ঢুকতে এতটুকু বাধা দেয়নি গনির প্রশাসন। এই নিয়ে গনির বক্তব্য, রক্তপাত চাননি। তাই বিনা বাধায় তালিবানদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছেন।এদিকে রাশিয়া জানিয়ে দিয়েছে, কাবুলে তাদের দূতাবাস থাকবে। আফগানিস্তানে কূটনৈতিক উপস্থিতি থাকবে তাদের। তালিবানদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার চেষ্টা করবে তারা। তবে এখনই তালিবানকে সেদেশের শাসকের মান্যতা দেবে না। তাদের আচরণের ওপর লক্ষ্য রাখবে।

আগামিদিনে ভয়ঙ্কর খেলা হতে চলেছে, বার্তা অনুব্রতর

বীরভূম, ১৬ আগস্ট (হি. স.): সোমবার তৃণমূলের খেলা হবে দিবসে আবারও 'ভয়ঙ্কর খেলা'র বার্তা দিলেন বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। জানিয়ে দিলেন, একুশে যে খেলা খেলেছেন, চব্বিশেও সেই একই ফর্মুলায় খেলা হবে। এবার খেলবেন দিল্লিতে। সোমবার তৃণমূলের খেলা হবে দিবস পালিত হয়েছে রাজ্যজুড়ে। অনুব্রত মণ্ডলের গড় বীরভূমেও জায়গায় জায়গায় নানা কর্মসূচি হয়। মহম্মদবাজারে এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই বলেন, আগামিদিনে ভয়ঙ্কর খেলা হতে চলেছে। ১৬ আগস্ট খেলা হবে দিবসের উদ্বোধন করতে মহম্মদবাজারে পৌঁছন বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। সেখানে তিনি একটি ছোট্ট সভার মধ্য দিয়ে এই খেলা দিবসের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানটি হয় ডেউচা গৌরাঙ্গিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে। এদিন এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে গিয়ে অনুব্রত মণ্ডল বার্তা দেন, ত্রিপুরা থেকে উত্তর প্রদেশ সর্বত্র ভয়ঙ্কর খেলা হবে। তার কথা অনুযায়ী, একুশে কেমন খেলা হয়েছে চব্বিশেও তেমনি খেলা হবে। অনুব্রতর কথায়, "একুশে বলেছিলাম খেলা হবে। ভয়ঙ্কর খেলা হল। সেই খেলাতে বাংলায় জয়লাভ করলাম। আমরা আবার খেলতে যাব চব্বিশে। দিল্লিতে খেলতে যাব। ইতিমধ্যেই আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। এবার দিল্লিতে খেলব। আমরা চব্বিশে দখল করব দিল্লির ময়দান।" অনুব্রত কথায়, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামেগঞ্জে সর্বত্র খেলা ছড়িয়ে দিতে চাইছেন। সকলে যেন খেলা করেন।"

বদলাচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা, ইঙ্গিত সংসদের নয়া সভাপতির

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি. স.) : আগামী দিনে রাজ্য সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে বড়সড় বদলের বিষয় খতিয়ে দেখা হবে। সোমবার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে এ কথা জানান চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। ইতিমধ্যেই এই বদল এনেছে সিবিএসই ও আইসিএসসি। একটা মাত্র পরীক্ষা নিয়ে আর পড়ুয়াদের মূল্যায়ণ করা হবে না। বরঞ্চ পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষা নেওয়া হতে পারে। সম্প্রতি সিবিএসই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা একই শিক্ষাবর্ষের শেষে দু'ভাগে নেবে বোর্ড। দুটি পরীক্ষা হবে দু'রকম ভাবে। প্রথম দফার পরীক্ষা হবে ফ্লেক্সিবল শিডিউলে। দ্বিতীয় দফায় কোথায় পরীক্ষা হবে, মানে কোথায় কে পরীক্ষা দিতে যাবে, তা স্থির করে দেবে বোর্ড। এই সিদ্ধান্তের পরে পরেই চিরঞ্জীববাবুর উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা বদলের ইঙ্গিত বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।সংসদ সূত্রে জানা গিয়েছে সিবিএসই'র ধাঁচে উচ্চমাধ্যমিকের সব কিছু হবে না। সম্ভবত একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেনীর পড়ুয়াদের দুই বছরে মোট ৪টি কী ৬টি পরীক্ষা দিতে হবে। এই ৪টি বা ৬টি পরীক্ষাই নেবে সংসদ। সবকটি পরীক্ষার নিট রেজাল্ট মিলবে শেষ পরীক্ষায়। নম্বরও সেই ভাবেই দেওয়া হবে। এতে পড়ুয়াদের পড়ার চাপ অনেকটাই কমে যাবে। তবে সংসদ সূত্রে জানা গিয়েছে, চিরঞ্জিতবাবু যা চিন্তাভাবনা করছেন তা একেবারেই প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। এই বদল আনার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অনুমতিও লাগবে। তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে দেরী আছে। উচ্চ মাধ্যমিকের বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, টেস্ট পরীক্ষার পরই সংসদ চূড়ান্ত পরীক্ষা নেয়। করোনা পরিস্থিতিতে মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করছে পর্ষদ, সংসদ এবং শিক্ষা দফতর। তবে পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষার পক্ষে মত দিচ্ছেন অনেক শিক্ষাবীদই। তাঁদের মতে, পরীক্ষার্থীরা ধারাবাহিক মূল্যায়নের মধ্যে থাকবে। তাঁদের অনুশীলন আরও বেশি সূক্ষ্ম থাকবে। একটি পরীক্ষার মাধ্যমে অনেক সময়েই সঠিক মূল্যায়ন নির্ধারিত হয়। সেক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর ওপর ধারাবাহিক নজর থাকবে শিক্ষকদেরও।

দেশের যুবসমাজের প্রতি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর আহ্বান

ড. বিমল কুমার শীট

উনবিশং শতাব্দীর বাংলা ছিল রত্নগর্ভা। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সে সময় আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাদের সবার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। আরও একজন মানুষ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। বস্তত তার মতো বিজ্ঞানীরা ছিলেন জাতীয়তাবোধে উদ্দ্ধ এবং তারা এদেশে বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় রনোস বা পুনর্জাগরণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি জগদীশচন্দ্রেরত্ত আকর্ষণের উৎসও স্বদেশপ্রেম। তিনি ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী,যুক্তিবিদ এবং দেশপ্রেমিক মানুষ। দেশের যুবসমাজের প্রতি তার আহান ছিল দৃষটান্তস্বরূপ, যা আজও যুবসমাজকে আলোড়িত করবে। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতিভার কথা বলতে গিয়ে ১৯০০ সালে স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিসে লিখেছিলেন, "আজ ২৩ অক্টোবর, কাল সন্ধ্যার সময় পারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ পারিস সভ্যজগতের এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগদেশ-সমাগত সঙনসঙ্গম। দেশদেশান্তরের মনীষীগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন, আজ এ পারিসে। এ মহাকেন্দ্রে ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তার স্বদেশকে সর্বজন সমক্ষে গৌরবতি না! আর টি জন্মভূমি- এ জার্মান, ফরাসী, ইতালী বুধমণ্ডলীমণিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামগলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির, নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে সি বোস। একা যুবা তারকার রেলে পাচা নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ বকে সে বিদ্যুৎ সঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চার করলেন। সমগ্র বিদ্যুত্মগলীর শীর্ষস্থানীয় পারি নাই, তাহার পথে পথিক হই নাই। কিন্তু তাহার কৃতিত্ব সকলকেই আসা ও বল দিতে পারে।" আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও লেখেন, বাঙালী প্রতিভার ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে বসুর আবিষ্কার সমূহ বৈজ্ঞানিক জগতে সমাদর লাভ করিল। বাঙালী যুবকদের মনের উপর ইহার প্রভাব ধীরে ধীরে হইলেও নিশ্চিত রূপে রেখাপাত করিল।"

জগদীশচন্দ্রের প্রখর আত্মসম্মান বোধ ছিল। তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তখন তাকে গভর্নমেন্ট ইংরেজ অধ্যাপকদের চেয়ে কম বেতন দিতে চাইলে তিনি তা নিতে রাজি হননি। তিন বৎসর কোনও বেতন নেননি। শেষে তার আত্মসম্মান বোধের জয় হয়। জগদীশচন্দ্রের আকৃতিতে এমন একটা বস্তু ছিল, যা সকলকে আকর্ষণ করত। ধনীনির্ধন, উচ্চনীচ, সকল বিজ্ঞানের খাতিরেই বিজ্ঞান চর্চা করা উচিত, তারপর সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতাকে ছেড়ে অবস্থার লোকের সঙ্গে তিনি সমানভাবে কোনওরূপ পুরস্কারের আশায় নয়, কোনও ভারতবর্ষের একাত্মকে ধারণা করতে শিক্ষা মিশতেন। সুখীগণের সুখে হেসে ও দুঃখীর দুঃখে অশ্রু ফেলে আপনার মহৎ হৃদয়ের পরিচয়ে সকলকে মোহিত করতেন। তিনি যখন কথা বলেন, তখন খুব ধীরভাবে বলেন। একটা বড় কাজ করে একথা ভাববেন না যে সমস্ত পৃথিবীর লোক অমনি একেবারে করা। ভারতের এক প্রদেশ আর এক প্রদেশ হতে শ্রেষ্ঠ, এক প্রদেশবাসী আর এক সেটাকে স্বীকার করে নিয়ে আনন্দে মত্ত হয়ে উঠবে এবং চারদিকে তোমার জয়-জয়কার কথার জোর দেবার জন্য তিনি শুন্যে হাতও পড়ে যাবে। প্রদেশবাসী হতে বেশি বুদ্ধিমান এরূপ মত ধারণা পোষণ নিতান্ত নিরুদ্ধিতার পরিচায়ক। নবগঠিত ভারতে পাঞ্জাবি, মারাঠি, কিংবা ছোড়েন না বা টেবিলও চাপড়ান না। অথচ ছাত্রদের প্রতি উপদেশ দিতে গিয়ে বাঙালি থাকবে না, থাকবে কেবল যেন কি এক বিচিত্র উপায়ে তার আন্তরিকতা সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে ফুটে ওঠে। জগদীশচন্দ্র বলেন, দেশ আজ তাদেরকে ভারতবাসা। বেশি চাইছে। এই সময়ে জন্মগ্রহণ করে তারা একদা কোনও ধনী বিকানির এক পুত্র পরাধীন ভারতের যুবসমাজ ওনিবেশিক হয়েছে, তারা যে সভ্যতার অধিকারী তা আচার্য বসুর অটোগ্রাফ বা হাতের লেখার সরকারের শৌষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে যুগযুগান্ত ধরে বেঁচে আছে, অলস নিষরিয় জন্য তার হোটেলে দেখা করতে যান মুক্ত ছিলেন না। পরাধীনতার জ্বালা তীরা থেকে তারা যেন সভ্যতা নষ্ট না করে। মানব প্রতিনিয়ত সহ্য করছিলেন। এর হাত থেকে মুক্তির পথও খুঁজছিলেন। চোখের সামনে চাদির দুঃখ নিবারণের জন্য যুগযুগান্তর ধরে যে আহান ছাত্রদের নিকট এসেছে, তারা যেন বুভুক্ষু মানুষকে দেখেছিলেন। চাকরি না সে আহানে সাড়া দেয়। দুঃখ ও দুঃখের জগদীশচন্দ্র তাকে জানালেন যে, তিনি সচরাচর তার হাতের লেখা কাউকে দেন না এবং দিলেও তার মুল্য খুব বেশি নিয়ে থাকেন, একথা বলে তিনি বণিক পুত্রটিকে পেয়ে বেকারত্বের সমস্যায় ভূগছিলেন। এ কারণ নিবারণই ক্ষাত্রধর্ম। অতীত ভারতে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা তুমি আমাকে কত হেন ছাত্রদের সম্বোধন করে জগদীশচন্দ্র বসু কর্মকে শ্রীধান্য দেওয়া হয়েছে অবসাদকে বলেছিলেন, "স্বদেশের কোনও না কোনও নয়। দিবে? উত্তর এল আমি ভারতের সেবায় আমার জীবন দেব। যুবকের এই উত্তর শুনে একটা কাজে তোমরা নিজেদের জীবন পরাধীন ভারতের অখণ্ডততা ও সংহতি জগদীশচন্দ্র চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উৎসর্গ করো, শুধু নিজে মানুষ হইয়াই তৃপ্ত জদগীশচন্দ্রের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। সমস্ত হইও না, অপরকেও মানুষ হইয়া উঠিতেভারতবাসীর এক মহাজাতিতে পরিণত হবার সাহায্য করো। জীবনটা নিতান্তই ছোঁট, কাজেই মাধুর্যে, আলোকে ও তায় এই জীবনকে পূর্ণ ও সার্থক করিয়া তোলাই কথা বলার সময় তিনি তার সমস্ত শক্তির মণীষা ও প্রাণ তাতে ঢেলে দেন। এ সম্বন্ধে তার বক্তব্য এই যে, সর্বপ্রথমে তোমার তোমাদের আদর্শ হউক।, তিনি বলেন, সাধনার বস্তু হোক খাঁটি ভারত সন্তান হওয়া। উঠল এবং যুবকটিকে বললেন, এই নাও আমার হাতের লেখা।

সাধারণ ব্রাসমাজের ছাত্রদের এক সভায় জগদীশচন্দ্র বলেন, "এখন আমাদের দেশে সচরাচর দুই শ্রেণির উপদেষ্টা দেখতে পাওয় যায়। কেহ কেহ আমাদের জাতীয় দুর্বলতার চিত্র অতি ভীষণরূপে চিত্রিত করেন। যে দেশে এরূপ জাতিভেদ ও দলাদলি, যে দেশ দাসত্বসুলভ বহু দোষে দোষী, যে দেশে পরস্পরে এত হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা দেখা যায়, সে দেশে কি কোনওদিন উন্নতি হইতে পারে? আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এইরূপ ভয়ানক ভবিষ্যৎবাণীর পর তাদের নিদ্রার কোনও ব্যাঘাত হয় না। যদি যথার্থই বুঝিয়া থাকো যে দেশে এরূপ দুর্দিন আসিয়াছি, তবে করিতে চেষ্টা করো না। আমি দেখিতে পাই ছাত্রদের মধ্যে, আমাদের নেতারা কেন এ-কাজ করিলেন, কেন একাজ করিলেন না, এরূপ বচসা দ্বারাই সময় অতিবাহিত হয়। কে? আমি কি করিতে পারি ইহাই কেবল আমার ভাবিবার বিষয়।" আমাদের দেশের একদল লোক রয়েছে, যারা অতীতের কথা নিয়ে বর্তমানে ভূলে আছেন জগদীশচন্দ্র এর তীব্র বিরোধিতা করেন। পৃথিবীর স্থাবর নয়, ইহা যে চিরপরিবর্তনশীল একথা তাদের বোধগম্য হয় না। এইসব ধর্মাক্রান্তজাতির চিহ্ন পর্যন্ত পৃথিবী হতে মুছে যাচ্ছে। ইজিপ্ট, অসীরিয়া এবং ব্যাবিলন এদের গত স্মৃতি ছাড়া আর কী আছে? (সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

ঝড়ের সঙ্গে 'ডেট'

অম্লানকুসুম চক্রবর্তী

গত কয়েকদিন আগে টিভির সামনে জুজুর মতো বসে থেকে দেখেছি। প্রকৃতি ও মানু,ের বিয়্যালিটি শো। বুম নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সাংবাদিকের নেপথ্যে স্ক্রিনজুড়ে উন্মাদ-আলপনা কেটেছে সমুদ্রের জল। গলার আওয়াজের শীর্ষবিন্দুতে থেকে যে সাংবাদিক চিৎকার করেছিলেন, তাঁর আওয়াজ, তাঁদের সম্মিলিত আওয়াজও ছাপিয়ে গিয়েছিল প্রবল হাওয়ার শব্দকে। রেনকোট পরে থাকা যে সাংবাদিককে খানিকক্ষণ আগে দেখলাম গোড়ালি জলে দাঁড়িয়ে আছেন, কিছুক্ষণ পরে দেখলাম হাঁটুজলে, তারও কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল উনি কোমর সমান জলে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। বুক বর্যন্ত জল উঠে যাওয়া এক সাংবাদিকের প্রায় সাঁতরানোর ছবিও উঠে এসেছিল টিভি চ্যানেলের পর্দায়। স্টুডিওর বসে থাকা নিউজ অ্যাঙ্করের তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো অনুরোধ তো আসলে বড় বড় মাথার আদেশ। ফলে তাঁরা জায়গা ছাড়েননি। ছাড়তে পারেননি। ঝড় ও বৃষ্টিতে জাপটে ধরে দিয়ে গিয়েছেন প্রতি মুহূর্তের আপডেট। বাড়ির যে ভয়ঙ্কর মানুষরা আমার সঙ্গে বসেই টিভি দেখছিলেন, তাঁদের দৃশ্যত কাঁপতেক দেখেছি। ঝড় দেখে তো বটেই। সঙ্গে ঝড়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বুম হাতে এই সাংবাদিদের দেখে। হলফ করে বলতে পারি, ওই সাংবাদিক কিংবা চিত্র-সাংবাদিকদের বাড়ির লোক, পরিজনরাও কেঁপে উঠেছেন। স্ক্রিন চৌচির করে দেওয়া ঢেউয়ের সামনে অকুতোভয় কোনও মানুষকে দেখে সবার প্রথমে যা লাগতে শুরু করে তা হল বয়। মনে হয় টান মেরে স্ক্রিন থেকে বের করে নিয়ে আসি লোকটাকে। মনে হয় উনি কে উন্মাদ? সাহসী সাংবাদিক তাকে কুর্নিশ করার পাশাপাশি একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে খাচমে ধরে। নিজের কাছেই জানতে ইচ্ছা করে, ঠিক কতটা জানতে চাই আমি, আমরা? যে-ঝড় আসবে জানি, তার প্রতি মুহূর্তের লাইভ আপডেট নিয়ে আমি আসলে করবটা কী? চ্যানেল থেকে চ্যানেল ঘুরে দেখেছি, যেখঅনে আছড়ে পড়ছে ঢেউ, যেখানে পুরো স্ক্রিনে আর একটি লোকও নেই, কিংবা কোনও স্থানীয় মানুষ। সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সাংবাদিক। দাঁড়াতে পারছেন না, টেবিল ফ্যানের সামনে রাখা একটা দেশলাই কাঠির মতো এক্ষুনি হয়তো উড়ে যাবেন, তাও তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। রাক্ষুসে ঝড় ও বৃষ্টির ঘুগলবন্দিতে যোগাযোগহ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, বারবার ছবি এসেছে শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে উড়ে এসেছে স্টুডিও থেকে সেই অমোঘ বার্তা—তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। যোগাযোগ করেনিচ্ছি এক্ষুণি। কাকে বলে গ্রাউন্ড জিরো? কোনও জেগে ওঠা আগ্নেয়গিরির যেখান থেকে লাভা বরেয়—সেই জায়গাটাই কি প্রাউন্ড জিরোর তকমা পায়? যে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে দাবানল শুরু হয়, তার ঠিক কোন জায়গাটা প্রাউন্ড জিরো হয়? অতিকায় সাপের ফণার মতো ঢেউয়ের মাথায় পা দিয়ে নাচতে পারলেই কি জয়ীর শিকোপা জোটে? কতটা সামনে এগতে পারলে আমাদের কাছে কোনও প্রতিবেদন হয়ে ওঠে আরও অনেক বেশি লাইভ? উলটোপালটা প্রশ্ন জাগে। গ্রাইন্ড জিরো কতটা ছুঁয়ে ফেলল দর্শকরা বর্ষামুখরিত দিনে চিপ্‌স খেতে খেতে রিমোট ঘুরিয়ে অন্য চ্যানেলে যাওয়ার আগে দু'বার ভাববেন? যা ছুঁয়ে না দেখার জন্য, যেখান থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকার জন্য প্রশাসনের তরফে করজোড়ে মিনতি থাকে, দুর্যোগের সময় তার কাছে, আরও কাছে, আরও অনেক বেশি কাছে সশরীর যেতে পারলেই কি আসলে আমাদের বিনোদন-কোশেন্টে বেশিষ পয়েন্ট ভরে? চ্যানেলের টিআরপি বাড়ে? চিত্র সাংবাদিকদের তা-ও ক্যামেরার জুম লেন্সের আশীর্বাদ আছে। ক্যামেরার সামনে থাকা মানুষটির তা নেই। প্রকৃতির ধ্বসলীলায় টিভি চ্যানেলের এক সাংবাদিককে যত বেশি বিধ্বস্ত দেখতে লাগে, ঠিক ততটাই কি বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে যায় ওই চ্যানেলের 'ব্র্যান্ড ভ্যালু'? বুম হাতে নিয়ে কথা বলার সময় যদি পলকে পিছন থেকে তাঁকে আড়াড় মেরে ফেলে দিত এক রাক্ষুসে ঢেউ, জানতে ইচ্ছা করে, তাহলে কি তা হত প্রাউন্ড জিরো থেকে সংবাদ পরিবেশনের সেরা উদাহরণ? ভেসে যাওয়ার সেই ফুটেজের মাঝ-বরাবর সবার আগে যা বসত তা হল ওই চ্যানেলের লোগো বসানো এক্সক্লুসিভ লেখা জলছিব, ওয়াটারমার্ক। ভিডিও ক্লিপ কুড়িয়ে নিত, না না, ছিনিয়ে নিত কয়েক লক্ষ লাইক। এমন অনেক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল গত কয়েক দিন আগে। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিনি)

'আমাদের চ্যানেলের সমস্ত দর্শককে দেখাতে চাই, কীভাবে ক্রমশ এগিয়ে আসছে সমুদ্রের জল। প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকা। প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব। জানি না আর কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব। ক্যামেরাপার্সনকে বলব ওদিকটা একবার দেখাতে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এনিগয়ে আসছে পাহাড়প্রমাণ, আগ্রাসী ঢেউ। এক ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাসের সাক্ষী আমরা। ওই দেখুন, দাঁড়িয়ে থাকা নারকেল গাছের মাথা ছুঁয়ে ফেলল জল। এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে ওই দেখুন। ধন্যবাদ তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। দ্রুত ফিরে আসছি তোমার কাছে। নিতে থাকব প্রতি মুহূর্তের আপডেট। এবারে আমরা সরাসরি চলে যাব সেখানে, যেখানে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে ল্যান্ডফল। শুনতে পাচ্ছে? এই মুহূর্তে ওখানকার কী আপডেট?' সত্যিকথা বলতে কী, ঝড়ের এমন কোনও 'আপডেট' পাইনি এর আগে। আপডেটে সম্পৃক্ত হওয়ার রেটিং আমফানকেও ছাপিয়ে গিয়েছে।

টিকা নিয়ে বাণিজ্য নয়

সুতীর্থ চক্রবর্তী

কীভাবে ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ককে টিকা দেওয়া যাবে, তা নিয়ে একটি হিসাবের খতিয়ান দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলায় কেন্দ্রের এই হিসাবের খতিয়ান হলফনামা হয়ে জমা পড়েছে।

তাতে দেখা যাচ্ছে, ৩১ জুলাই পর্যন্ত টিকাকরণের লক্ষ্যপূরণে কেন্দ্র অন্তত ৩০ শতাংশ টিকার ক্ষেত্রে রাজ্য ও বেসরকারি সংস্থার সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল। ২১ জুনের পর থেকে উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির কাছ থেকে সমস্ত টিকা সংগ্রহ করছে কেন্দ্র। তার আগে পর্যন্ত, অর্থাৎ ১ মে থেকে ২০ জুনের মধ্যে রাজ্যও বেসরকারি সংস্থাগুলিকে উৎপাদনকারীর কাছে থেকে টিকতা সংগ্রহে ছাড়পত্র দেওয়া ছিল। ওই সময় কালে বিভিন্ন রাজ্য সরকারও বেসরকারি হাসপাতালগুলি যে টিকা উৎপাদনকরীর কাছ থেকে সরাসরি কিনেছে, তা জুলাই পর্যন্ত কেন্দ্রে লক্ষ্যপূরণের একটি ফাঁক পূরণ করবে। কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই জানাচ্ছে, সেই ফাঁকটি এই সময়ে যে টিকা দেওয়া হবে, তার অন্তত ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ।

সুপ্রিম কোর্টের চাপেই কেন্দ্রীয় সরকার তার টিকা -নীতির পরিবর্তন করেছে বলে রাজনৈতিক মহলের দাবি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলবেশ কিছুদিন ধরেই বিনামূল্যে জনগণের সব অংশকে টিকা দেওয়া কথা বললেও প্রাথমিকভাবে তা নিয়ে কেন্দ্রে হেলদোল ছিল না। অর্ধেক টিকা দেওয়ার দায়িত্ব রাজ্যও বেসরকারি সংস্থাগুলির উপরই ছেড়ে রেখেছিল কেন্দ্র। শীর্ষ আদালতের মন্তব্যের পর কেন্দ্র যে নয়া টিকা-নীতি ঘোষণা করল, তাতেও ২৫ শতাংশ টিকাদানের দায়িত্ব বেসরকারি সংস্থার উপর ছেড়ে রাখা হয়েছে। ভুয়া টিকাকাণ্ড ধরা পড়ার পর পশ্চিমবঙ্গ কার্যত বেসরকারি টিকাদান শিবিরের উপর 'নিষেধাজ্ঞা' জারি করেছে। এই নিষেধাজ্ঞার অর্থ বেসরকারি উদ্যোগে টিকাদান পুরোপুরি বন্ধ নয়। বেসরকারি হাসপাতালও নার্সিংহোমে টিকাদান যেমন চলছে, তেমন চলবে। দেশের নিরিখে বেসরকারি হাসপাতালের মাধ্যমে বিক্রি হওয়া টিকার পরিমাণ মোটেও কম নয়। দেশে যা টিকাদান হবে, তার ২৫ শতাংশ টিকা এই বেসরকারি সূত্রে যাবে। শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যই কেন্দ্রে হিসাবে প্রায় ১৮৬ থেকে ১৮৮ কোটি ডোজ টিকা প্রয়োজন হবে। ১৮- অনুর্ধ্বদের ধরলে দেশে মোট টিকার প্রয়োজন ২৮০ কোটি ডোজের কাছাকাছি হবে। এর ২৫ শতাংশ মানে প্রায় ৭০ কোটি ডোজ। গড়ে যদি একেকটি ডোজের দাম হাজার টাকা ধরা হয়, তাহলে ৭০ হাজার কোটি টাকার একটি বিরাট ব্যবসা।

অতিমারী বিশেষজ্ঞদের একটি বিরাট অংশ করোনা অতিমারীর জন্য অর্থনীতিকে দায়ী করছে। এদের বক্তব্য শিল্পায়ন ও নগরায়নের স্বার্থে গাছ পালা ও বনাঞ্চল ধ্বংস করার কাজ চলছে। জমির দখল নেওয়া হচ্ছে। যারজেরে পশুপাখি লোকালয়ে বিরাট ব্যবসা হয়েছে মাস্ক, স্যানিটাইজার থেকে শুরু করে নানা চিকিৎসা গ্রামগ্রীর। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, বিশাল ব্যবসার পথ প্রশস্ত করা হচ্ছে প্রতিষেধক বা টিকা নিয়েও। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, একটা অতিমারীর দু'-প্রান্তেই রয়েছে বাণিজ্য।

ঢুকে পড়ছে এবং তাদের দেহ থেকে 'সাস' কোভ ২'-এর মতো ভাইরাস মানবদেহে চলে এসে নানা রোগের জন্ম দিচ্ছে। যখন কোভিডের মতো অতিমারী হল, তখন দেখা যাচ্ছে, রোগ প্রতিরোধের জন্য ওষুধ প্রস্তুত নেই। ওষুধ ছাড়া অন্য উপায়ে অতিমারী প্রতিরোধ করার যখন আমরা চেষ্টা করছি তখন বিরাট ব্যবসা ফেঁদে বসছে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি। এই করোনা-কালেই একদিকে বাণিজ্য অতিমারীর কারণ হিসাবে রয়েছে। অন্যদিকে, অতিমারী হলে তাও একটা বিশাল বাণিজ্যে পরিণত করা হচ্ছে। ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প বাড়াতে গিয়ে যদি আমরা অতিমারী ডেকে এনে থাকি, তাহলে এর দায় অবশ্যই রাষ্ট্রেরও। পলে রাষ্ট্র মানুষের বিনামূল্যে টিকাদানের দায়িত্ব নেবে—এই দাবি সামাজিক ন্যায়ের দাবি। এই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা যে কোনও আধুনিক রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। এ নিয়ে কোনও বিতর্কের অবকাশ নেই যে সার্বিক টিকাকরণ ছাড়া করোনা অতিমারীকে রোখা সম্ভব নয়। যতক্ষণ না পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে করোনা টিকতার আওতায় আনা যাবে, ততক্ষণ এই ভাইরাসকে কোনওভাবেই নিমূল করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর জনসংখ্যা এখন প্রায় ৮০০ কোটি হতে চলেছে। এই ৮০০ কোটি জনসংখ্যার এখনও পর্যন্ত খুব অল্প অংশকেই টিকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ৮০০ কোটি জনসংখ্যার সিংহভাগ বাস করে অনুন্নত বিশ্বে। এই অংশে টিকা দেওয়া কিছুটা দায়িত্ব উন্নত বিশ্ব গ্রহণ করেছে। যদিও তা মোটেই যথেষ্ট নয়। এখনও বিশ্বের যত সংখ্যক মানুষের দেহে করোনা ভাইরাস বেঁচে রয়েছে, তা মোটেও কম নয়। বিশাল সংখ্যক মানুষের দেহে ভাইরাস বেঁচে থাকার অর্থই হল, তা ক্রমাগত নিজের রূপ বদলে টিকে থাকার চেষ্টা চালাবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় ভারত একটি ন্যায্য দাবি তুলেছে। এই দাবিটি হল, বিভিন্ন বহুজাতিক সস্তাগুলি যে-টিকা তৈরি করেছে, তার পেটেন্ট যেন তারা ধরে না রাখে। পেটেন্ট না নিলে উন্নয়নশীল বিশ্বের বহু সংস্থা টিকা উৎপাদন করে তা পৌঁছে দিতে পারবে। বিশ্বের দরিদ্র জনগণের কাছে। ভারতের এই দাবিকে আমেরিকা সমর্থন করলেও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্মতি মেলেনি। পলে বোঝা যাচ্ছে না, ভারতীয় টিকা উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির টিকা উৎপাদনের পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবে কি না। যদি 'ডব্লিউটিও' টিকার ক্ষেত্রে পেটেন্ট তুলে নেয়, তাহলে ভারতীয় টিকা উৎপাদকারী সংস্থাগুলির হাতে বিরাট দায়িত্ব এসে বর্তাবে। সেক্ষেত্রে এমন ব্যবসায়িক নীতি নিয়ে চললে হবে না। অতিমারীর সুযোগে ভারতীয় ওষুধ শিল্পের মালিকরা তাদের সম্পদ কোটি কোটি টাকা বাড়িয়েছে। লকডাউন এবং কোভিড অতিমারীতে যেমন দেশের অসংখ্য পরিবার নিঃস্ব হয়েছে, কোটি কোটি মানুষের চাকরি গিয়েছে, তেমনই দেশে বহু কোটিপতিরও জন্ম হয়েছে। বহু শিল্পোদ্যোগীর আয় কোটি কোটি টাকা বেড়েছে। এই জায়গায় প্রয়োজন সরকারি হস্তক্ষেপের। সরকার যদি ওই পরিস্থিতিতে হাত গুটিয়ে বসে থাকে, দায়িত্ব বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেয়, তাহলে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয় না। ভারতে সেই নিজিসটাই ঘটে চলেছে। কোভিড চিকিৎসার ক্ষেত্রেও আমাদের সামনে বহু নিদর্শন রয়েছে, যেখানে বেসরকারি হাসপাতালে অন্যায়ভাবে কোভিড আক্রান্তরা আর্থিক শোষণের শিকার হয়েছে। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভূমিকম্পে হাইতিতে মৃত্যু বেড়ে ১,২৯৭, মাটিতে মিশেছে বহু বাড়ি

পোর্ট-অ-প্রিন্স, ১৬ আগস্ট (হি.স.): ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত। হাইতিতে বেড়েই চলেছে প্রাণহানির সংখ্যা। গত শনিবারের ৭.২ তীব্রতার ভূমিকম্পে হাইতিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,২৯৭। আহতের সংখ্যা ২,৮০০-র বেশি। মৃতের সংখ্যা সর্বাধিক হাইতির দক্ষিণে, সেখানেই মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৫০০ জনের। ভূমিকম্পে ব্যাপক প্রাণহানির পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে প্রচুর। মাটিতে মিশে গিয়েছে ২,৮৬৮টি বাড়ি, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৫,৪১০টি বাড়ি।

গত শনিবার ৭.২ (স্থানীয় সময় সকাল ৮.৩০) তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে হাইতি। তারপর বারবার অনুভূত হয়েছে আফটারশক। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে দেশের দক্ষিণ প্রান্তে, পশ্চিম প্রান্তে ক্ষতিও কম হয়নি। ধুলোয় মিশে গিয়েছে একাধিক শহরের ঘরবাড়ি। বিধ্বস্ত অবস্থা বন্দর শহর লে কায়-এর। হাসপাতালে রোগীদের ভর্তি করার জায়গা নেই। এখনও বহু মানুষ নিখোঁজ, তাই আরও প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণেই, ৩৮৫ বেড়ে ব্রাজিলে কোভিডে মৃত্যু ৫.৬৯-লক্ষাধিক

রিও ডি জেনেইরো, ১৬ আগস্ট (হি.স.): আগের দিনের তুলনায় ব্রাজিলে দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা অনেকটাই কমে গেল, নিয়ন্ত্রণে রয়েছে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ৩৮৫ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে ৫ লক্ষ ৬৯ হাজার ২১৮ জন করোনাভাইরাসে-সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩ হাজার ৯৫৭ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২০,৩৬৪,০৯৯ জন।

আগের দিনের তুলনায় ব্রাজিলে দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটাই কমেছে। আগের দিনই দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৯০০-র বেশি, রবিবার সারাদিনে সেই সংখ্যা ৪০০-র নীচে নেমে এসেছে। ব্রাজিলে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৯,২১৮,৬৩০ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫,৭৬,২৫১ জন। তাঁদের মধ্যে ৫,৬৭, ৯৩৩ জনের শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ নয়।

পিপিসিসি-র সাধারণ সম্পাদক হলেন এস পি সিং, দায়িত্ব দিলেন সিধু

চণ্ডীগড়, ১৬ আগস্ট (হি.স.): পঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (পিপিসিসি)-র নতুন সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) নিযুক্ত হলেন এস পরগত সিং। জলন্ধর ক্যান্টনমেন্টের বিধায়ক এস পি সিংকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন পঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভজ্যোৎ সিং সিধু। সিধুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবেই পরিচিত এস পি সিং।

পরগত সিং তাঁদের মধ্যে একজন যিনি বহুবার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন ও মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন। সিধুর পরবর্তী লক্ষ্য হল, জেলা পর্যায়ের সমন্বয়কারী ও জেলা ইউনিটের সভাপতি, অন্যান্য পদাধিকারী নিয়োগ করা। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই হাইকমান্ডের কাছে নামও পাঠিয়ে দিয়েছেন সিধু।

সংক্রমণ কমে ৩০,৮৮৩, আমেরিকায় কোভিডে ১২২ জনের মৃত্যু

ওয়াশিংটন, ১৬ আগস্ট (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই কমে গেল আমেরিকায়, বিগত ২৪ ঘন্টায় মার্কিন মুলুকে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০,৮৮৩ জন। আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই কমেছে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় করোনা কেড়ে নিয়েছে ১২২ জনের প্রাণ। এই সময়ে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৩০,৮৮৩ জন। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নতুন করে ১২২ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫৬১ জনের।

আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০,৮৮৩ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১২২ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৭, ৪৬৬,৭১৮-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৩০, ১৫৩,৫৭৬ জন। চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৬,৬৭৫, ৫৮১-তে পৌঁছেছে।

মুর্শিদাবাদে তৃণমূল নেতার গাড়িতে বোমা, প্রাণ হারালেন চালক

মুর্শিদাবাদ, ১৬ আগস্ট (হি.স.): মুর্শিদাবাদে দুষ্কৃতী হামলার শিকার হলেন একজন তৃণমূল নেতা। অল্পের জন্য ওই তৃণমূল নেতা বাঁচলেও, মৃত্যু হয়েছে তাঁর গাড়ির চালকের। মুর্শিদাবাদ জেলার রানিনগরের ঘটনা। রবিবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে তৃণমূল ব্লক সভাপতি ও রানিনগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শাহ আলম সরকারের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে দুষ্কৃতীরা। অল্পের জন্য রক্ষা পান তৃণমূল নেতা। তবে গুরুতর জখম হন গাড়ির চালক, তাঁকে সঙ্কটজনক অবস্থায় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে আনা হলে তাঁর মৃত্যু হয়। পাশাপাশি গুরুতর জখম অবস্থায় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই তৃণমূল নেতার সঙ্গী নিরাপত্তারক্ষীও। দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে রবিবার রাতেই রানিনগর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা। থানায় যান রানিনগরের তৃণমূল বিধায়ক সৌমিক হোসেন। তাঁর দাবি, বিজেপি-কংগ্রেস-সিপিএম একজোট হয়ে হামলা চালিয়েছে। তবে সেই দাবি উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলেই পাল্টা অভিযোগ বিজেপির। হামলা-যোগ অস্বীকার করেছে সিপিএম ও কংগ্রেসও। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

করোনায় মৃত্যু গৃহকর্তার, কল্যাণীতে শোকে আত্মঘাতী স্ত্রী ও মেয়ে

কল্যাণী, ১৬ আগস্ট (হি.স.): মর্মান্তিক! করোনায় মৃত্যু হয়েছে বাড়ির গৃহকর্তার। আর সেই শোকে আত্মঘাতী হলেন মা ও মেয়ে। রবিবার রাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়া জেলার কল্যাণী থানার অন্তর্গত বুদ্ধ পার্ক এলাকায়। মৃতারা হলেন দীপা দাস (৪৯) ও স্বাগতা দাস (২৭)। চলতি মাসের ৭ তারিখ করোনা-আক্রান্ত হয়েছিলেন বাড়ির গৃহকর্তা বাবুল দাস-সহ তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে। কিন্তু বাবুলবাবুর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কল্যাণী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। এরপর রবিবার সেখানেই মারা যান তিনি। পরিবারের গৃহকর্তার মৃত্যুর ঘটনায় সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েন মা ও মেয়ে। আর তারপরেই শেষকৃত্য সম্পন্ন করে এসে বাড়িতেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন তাঁরা। প্রাথমিকভাবে এমনটাই অনুমান পুলিশের। রবিবার রাতে দীর্ঘক্ষন সাড়াশব্দ না পেয়ে আত্মীয়-স্বজনরা গিয়ে দেখেন ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছেন তাঁরা। পরে পুলিশ এসে দেহ দু’’টি উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে।

কিন্নরে ভূমিধসে মৃত্যু বেড়ে ২৫, উদ্ধারকাজের ষষ্ঠ দিনেও নিখোঁজ ৫ জন

কিন্নর, ১৬ আগস্ট (হি.স.): উদ্ধার হল আরও দু’’টি দেহ। হিমাচল প্রদেশের কিন্নর জেলায় ভূমিধসের ঘটনায় প্রাণ হারালেন ২৫ জন। সোমবার দুপুর পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে ২৫টি মৃতদেহ, পাশাপাশি ষষ্ঠ দিনেও অব্যাহত রয়েছে উদ্ধারকাজ। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ৫ জন। গত বুধবার দুপুরে ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনা ঘটে কিন্নর জেলার রেকংপেও-শিমলা হাইওয়েতে নুগুলসারির কাছে। রবিবার রাত পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছিল ২৩টি দেহ। সোমবার ভোর থেকে ফের শুরু হয় উদ্ধারকাজ, এদিন সকালে আরও দু’’টি দেহ উদ্ধার হয়, ফলে ভূমিধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২৫। আইটিবিপি জানিয়েছে, উদ্ধারকাজ এখনও চলছে। মোট ২৫ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। খোঁজ পাওয়া যায়নি ৫ জনের।

বাইডেন তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছো, আমেরিকায় আফগানদের বিক্ষোভ

ওয়াশিংটন, ১৬ আগস্ট (হি.স.): হোয়াইট হাউসের বাইরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন আফগানিস্তানের নাগরিকরা। আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য বাইডেনকেই দায়ী করেছেন আফগান নাগরিকরা। হোয়াইট হাউসের বাইরে আফগান নাগরিকরা স্লোগান দিতে থাকেন, ’বাইডেন তুমি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো, বাইডেন তুমিই দায়ী।’

যা ঘটছে আফগানিস্তানে, তার জন্য আমেরিকাকেই দায়ী করছে আন্তর্জাতিক মহল। ভবিষ্যতে যা ঘটবে, তার জন্য আমেরিকাই দায়ী থাকবে, বলছেন অনেকেই। এবার আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন আফগান নাগরিকরা। সরাসরি প্রেসিডেন্ট বাইডেনকেই আফগানিস্তানের এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী করেছেন তাঁরা। বিক্ষুব্ধ আফগান নাগরিকরা জানিয়েছেন, ’আমাদের নাগরিকদের হত্যা করছে তালিবানরা। মহিলাদের কোনও স্বাধীনতা নেই সেখানে।’ অন্য একজন বলেছেন, ’আমরা শান্তি চাইছি।..যদি তালিবান দখলে নেয়, তাহলে হাজার হাজার ওসামা বিন লাদেন তৈরি হবে, হাজার হাজার মুল্লাহ ওমর তৈরি হবে...তারা পাকিস্তানের সঙ্গে একত্রিত হবে ও মধ্য এশিয়ার সর্বত্র যাবে।’ হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

পার্সি নববর্ষের শুভেচ্ছা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি. স.) : পার্সি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার তিনি টুইটে লিখেছেন, “পার্সি নববর্ষে, আমি আমাদের পারসি সম্প্রদায়ের বোন এবং ভাইদের প্রতি আমার উষ্ণ শুভেচ্ছা জানাই। নতুন বছর সবার জীবনে সুখ, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক। নভরোজ মোবারক!“ প্রসঙ্গত, ঐতিহ্যগত ভাবে নওরোজ জরথুস্ত্রবাদীদের একটি উৎসব। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে জরথুস্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাতা জরথুস্ত্র স্বয়ং এই উৎসব উদ্ভাবন করেছিলেন। যদিও নওরোজের উৎসবের প্রকৃত সূচনাকাল সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি।

পার্সি নববর্ষের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি. স.) : পার্সি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার তিনি টুইটে লিখেছেন, “পার্সি নববর্ষের শুভেচ্ছা। সুখ, সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্যে পূর্ণ একটি বছরের জন্য প্রার্থনা। ভারত বিভিন্ন ক্ষেত্র জুড়ে পারসি সম্প্রদায়ের অসামান্য অবদানের প্রশংসা করে। নভরোজ মোবারক!“ প্রসঙ্গত, নওরোজ (অর্থাৎ ফার্সি ‘নতুন দিন’) হল ইরানি সৌর বর্ষপঞ্জী অনুসারে পালিত ইরানি নববর্ষ। এই উৎসবকে ‘পারস্য নববর্ষ’ হিসেবে অভিহিত করাও বহুল প্রচলিত। নওরোজ পার্সিয়ান, কুর্দিস্তান, লুরিস্তিনি, বালুচি, আইজরি এবং বালুচী মানুষের জাতীয় দিবস। নওরোজ মূলতঃ ইরানি জাতি ও বৃহত্তর ইরানের জনগোষ্ঠীর মধ্যে পালিত হয়ে থাকে। এছাড়া মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, উত্তর পশ্চিম চীন সহ বিশ্বের অন্যান্য বহু অঞ্চলে এই উৎসব পালনের রেওয়াজ প্রসারিত হয়েছে। নওরোজ ইরানি বর্ষপঞ্জীর প্রথম দিনটির সূচনা করে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কাবুল বিমানবন্দরে মাত্রাতিরিক্ত ভিড়, শুন্যে গুলি মার্কিন সেনার

কাবুল, ১৬ আগস্ট (হি.স.): কাবুল তালিবানদের দখলে চলে যাওয়ার পর থেকেই, আফগানিস্তান ছাড়ার মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সে দেশের নাগরিকরা। কাবুল বিমানবন্দরে মাত্রাতিরিক্ত মানুষের ভিড় বাড়ছে, হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়েতে জনসমুদ্র। বিমানে উঠতেও হুড়োহুড়ি। এমন সময় শুন্যে গুলি করল মার্কিন সেনাবাহিনী। এদিকে, কাবুলের হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সমস্ত বাণিজ্যিক উড়ান সাসপেন্ড করা হয়েছে। রবিবার দুপুর থেকে কাবুলে তালিবান ঢুকতেই ভিড় জমতে শুরু করে হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। তখনও ওই চত্বর সুরক্ষিতই ছিল। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া-সহ বিশ্বের বহু দেশ তাঁদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল বিমান বন্দরে। দেশ ছেড়ে পালাতে চাইছিলেন আফগান নাগরিকরাও। সোমবার সকালেও ধরা পড়ল সেই ছবি। শেষ সম্বলটুকু নিয়ে আফগান নাগরিদের হুড়মুড়িয়ে বিমানে ওঠার দৃশ্য নাড়িয়ে দেওয়ার মতো। এই পরিস্থিতিতে বেশ কয়েক জন আফগান নাগরিক বিমান বন্দরের টারম্যাকে ভিড় জমাতেই শূন্যে গুলি ছুড়তে আরম্ভ করে আমেরিকার সেনা।

সুপ্রিম কোর্টের সামনে আত্মহত্যার চেষ্টা দু’’জনের, ভর্তি হাসপাতালে

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টের প্রবেশদ্বারের সামনে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন দু’’জন। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের গেট নম্বর ডি-এর সামনে নিজেদের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন একজন মহিলা ও পুরুষ। তৎক্ষণাৎ আগুন নিভিয়ে ওই দু’’জনকে দগ্ধ অবস্থায় দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের গেট নম্বর ডি থেকে শীর্ষ আদালত চত্বরে প্রবেশ করার সময় ওই দু’’জনকে আটকে দেন নিরাপত্তা রক্ষীরা। সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে প্রবেশ করার জন্য পর্যাপ্ত পরিচয়পত্র দেখাতে পারেননি তাঁরা। তাই তাঁদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এরপরই দু’’জনে শরীরে আগুন ধরিয়ে দেন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উভয়ের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

দিলীপ ঘোষকে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণ নিয়ে চর্চা নানা মহলে

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি. স.) : রবিবারই রাজভবনে চা চক্রে যোগ দিতে গিয়েছিলেন সাংসদ দিলীপ ঘোষ। রাজ্যপালের সঙ্গে গতকালের বিশেষ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সেখানেই দিলীপ বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে আসার অনুরোধ জানান। এর পরেই প্রশ্ন উঠেছে, এটা কি বঙ্গ বিজেপিতে নতুন বার্তা? শুরু হয়েছে চর্চা।

পশ্চিমবঙ্গে যখন বিজেপির দুই গোষ্ঠী একটি শুভেন্দু অধিকারীর অপরটি দিলীপ ঘোষের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই চলছে, ঠিক তখনই এই চিত্র ধরা পড়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, এই চিত্রই কি সমগ্র বঙ্গ রাজনীতিতে একটা ছোট বার্তা দিচ্ছে? গতকাল রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়ে সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে সোমবার দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, ”ওখানে কুশল বিনিময় হয়েছে, তবে মত বিনিময়ের জায়গা নেই। শরীরচর্চার বিষয়ে কথা হয়েছে। উনি বলেছেন, আসুন একবার নবান্নে। আমি বলেছি, হ্যাঁ যাবো। শরীর স্বাস্থ্য কেমন আছে, কে কতক্ষন হাঁটেন, ব্যায়াম করেন, কী খান- এই সব গল্পই হয়েছে। উনি বলেছেন একদিন নবান্নে আসতে। আমি বলেছি যাব।”

কাবুল বিমানবন্দরে মৃত্যু ৫ জনের

কাবুল, ১৬ আগস্ট (হি.স.): আফগানিস্তান ছাড়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সে দেশের নাগরিকরা। ফলে কাবুল বিমানবন্দরে মাত্রাতিরিক্ত মানুষের ভিড় বেড়েছে, হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়েতে জনসমুদ্র। বিমানে উঠতেও হুড়োহুড়ি করছেন মানুষজন। চরম অরাজক পরিস্থিতির মধ্যেই কাবুল বিমানবন্দরে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। তালিবান কাবুল দখল করার পর থেকেই দেশ ছাড়ার হিড়িক শুরু হয়ে গিয়েছে আফগানদের মধ্যে। কোনও রকমে বিমান ধরতে চাইছেন তাঁরা। বিমানে উঠতেও হুড়োহুড়ি করছেন তাঁরা। এমন সময় সোমবার শুন্যে গুলি করে মার্কিন সেনাবাহিনী। গুলির আওয়াজ শুনেই সবাই হুড়োহুড়ি শুরু করে দেন। কেউ বিমানে ওঠার চেষ্টা করেন। আবার কেউ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সেই সময়ই পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এয়ার ইন্ডিয়াকে প্রস্তুত থাকতে বলল কেন্দ্র, আফগান আকাশসীমা অবশ্য বন্ধ

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি.স.): ভারতীয় নাগরিকদের আফগানিস্তান থেকে দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে, তাই এয়ার ইন্ডিয়াকে প্রস্তুত থাকতে বলেছে ভারত সরকার। কিন্তু, আফগানিস্তানের আকাশসীমাই তো বন্ধ! তাহলে ভারতীয় নাগরিকরা দেশে ফিরবেন কীভাবে? বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আফগানিস্তানের আকাশসীমা। ফলে কাবুলে আটকে থাকা ভারতীয়দের কী ভাবে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে, তা নিয়ে এ বার ভারত সরকার। আকাশসীমা বন্ধ হওয়ায় আপাতত কাবুলের হামিদ কারজাই বিমানবন্দরে কোনও বিমানই অবতরণ করতে পারবে না। ছাড়বে না কোনও বিমানও।

এয়ার ইন্ডিয়ার সূত্রের খবর, সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ একটি বিমান কাবুলের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ছিল। সেটি আপাতত বাতিল করা হচ্ছে।” কাবুল বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিমান বন্দরে প্রচুর মানুষের ভিড় জমেছে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতেই উড়ানপথ আপাতত বন্ধ করা হয়েছে। অরাজক পরিস্থিতির মধ্যেই কাবুল বিমানবন্দরে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। আফগানিস্তান থেকে নাগরিকদের জরুরি ভিত্তিতে ফিরিয়ে আনতে সোমবার সকালেই এয়ার ইন্ডিয়াকে প্রস্তুত থাকতে বলেছিল ভারত সরকার। কেন্দ্রের নির্দেশ পেয়েই তৎপর হয় রাষ্ট্রায়ত্ব বিমান সংস্থা। কিন্তু আকাশসীমা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আফগানিস্তানে আটকে থাকা নাগরিদের ফিরিয়ে আনার কাজ ব্যাহত হল। এদিকে, আফগানিস্তান নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেছে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ।

নভেম্বরের মধ্যেই শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের শিলচর পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু : দেবোলাল

হাফলং (অসম), ১৬ আগস্ট (হি.স.) : শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের নৃরিমবাংলো থেকে শিলচর পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের কাজ আগামী নভেম্বরের মধ্যে শুরু হবে। শিলচর থেকে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত উত্তরপূর্বকে সংযুক্ত করতে ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর যে স্বপ্ন ছিল তা এবার সম্পূর্ণ হতে চলছে। বিভিন্ন সমস্যার দরুন শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর নির্মাণের কাজ এতদিন এগোচ্ছিল না। এবার কেন্দ্রীয় সরকার এই চারলেন সড়ক নির্মাণের জন্য ১,৮২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। নতুন ডিপিআর অনুযায়ী আগামী নভেম্বর থেকে ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের অসমাপ্ত কাজ আরম্ভ হবে, জানিয়েছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা।

দেশের ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত হাফলঙে আসাম রাইফেলস ময়দানে রবিবার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে পার্বত্য পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা প্রদত্ত ভাষণে এই সুখবর শুনিয়েছেন। দেবোলাল বলেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছরে ডিমা হাসাও জেলায় যতটুকু উন্নয়ন হওয়ার ছিল তা না-হলেও বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন সরকার এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ডিমা হাসাও জেলায় উন্নয়নের ধারা বইছে। তিনি বলেন, অসমের অন্যতম পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কেন্দ্রীয় সরকার তথা ভারতীয় রেল প্রতি শনিবার সপ্তাহে একদিন গুয়াহাটি থেকে হাফলং পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য ভিস্টাডম ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ট্রেন চলাচল শুরু হলে পাহাড়ি জেলায় পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে। এতে জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক উন্নত হবে, দাবি করেন দেবোলাল গার্লোসা।

তিনি বলেন, অসমের একমাত্র এই হিল স্টেশনকে পর্যটকদের জন্য আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এবারের বাজেটে ১০০ কোটি টাকা ধার্য করেছে রাজ্য সরকার। তাছাড়া ডিমা হাসাও জেলায় জলের সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার জল জীবন মিশনের অধীনে ১৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। আর এই জল জীবন মিশনের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে উঠলে ডিমা হাসাও জেলায় জলের সমস্যা মিটে যাবে, বলেন গার্লোসা। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা ১১ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। তাই রাজ্য সরকারের সমাহারে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ কর্তৃপক্ষ পরিষদের নর্মাল সেক্টরের কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা ১১ শতাংশ বৃদ্ধি করা চেষ্টা করবে।

দেবোলাল গার্লোসা রাজ্য সরকার এবার রাজ্যের উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ভাষা সংরক্ষণের জন্য যে নতুন বিভাগ খুলেছে এতে রাজ্যের উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ অনেক উপকৃত হবেন। তাছাড়া পাহাড়ি জেলায় আরডিএফ প্রকল্পে সড়ক নির্মাণের জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। ডিমা হাসাওয়ে ডিগ্রি কলেজ এবং ১০টি নয়া মডেল অঙ্গনওয়াড়ি খোলা হবে।

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে দেবোলাল গারলোসা বলেন, ক্রীড়া ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে। কোভিড পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেই এই স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ শুরু হবে। তিনি বলেন, এবার অলিম্পিকে ভারতের হয়ে নিরজ চোপরা স্বর্ণপদক লাভ করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই বর্তমান যুব সমাজকে ক্রীড়া ক্ষেত্রে অধিক মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান তিনি।

দেশের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য ঘোষণা করেন, ডিমা হাসাও জেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য পার্বত্য পরিষদ কর্তৃপক্ষ জীবন বিমা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যাতে জেলার সাংবাদিকরা এ থেকে উপকৃত হন। এদিকে স্বাধীনতা দিবস বর্জন ও পৃথক হিড়িম্বারাজি রাজ্য গঠনের দাবিতে ডিমাসা ন্যাশনাল আর্মি (ডিএনএলএ) জঙ্গি সংগঠন ৩৬ ঘণ্টার বনধ ডাকলেও বনধকে উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ কোভিড প্রটোকল মেনে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন সাধারন মানুষ। তবে কোভিড পরিস্থিতির জন্য স্বাধীনতা দিবসের মার্চপাস্ট অনুষ্ঠানে অংশ নেননি স্কাউট গাইডরা। শুধু অসম পুলিশ, গৃহরক্ষী বাহিনী এবং হাফলং সরকারি কলেজের এনসিসি ইউনিট মার্চপাস্টে অংশগ্রহণ করেছে।

এদিন প্রথমে স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন দেবোলাল গারলোসা। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নন্দিতা গারলোসা, পার্বত্য পরিষদের চেয়ারপার্সন রাণু লাংথাসা, জেলাশাসক পল বরুয়া, পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিং প্রমুখ।

রবিবার প্রথমে সকাল সাতটা নাগাদ স্বাধীনতা সংগ্রামী রানি গাইদিংলু এবং বীর শম্ভুধন ফংলোর প্রতিমূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে হাফলং শহরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিমূর্তি স্থাপনের জন্য শিলান্যাস করেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা। হিন্দুস্থান সমাচার / নিরুপম / সমীপ

শিলঙে আটক অসমের নাগরিকদের সাহায্য করতে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাডকে অনুরোধ হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ১৬ আগস্ট (হি.স.) : কারফিউ কবলিত অশান্ত শিলঙে আটক অসমের নাগরিকদের সুরক্ষার পাশাপাশি সর্বোতপ্রকারে সাহায্য করতে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমাকে অনুরোধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হমন্তবিশ্ব শর্মা। মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমাকে ট্যাগ করে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা লিখেছেন, এ মুহূর্তে কারফিউ কবলিত শিলঙে অসমের বহু নাগরিক আটকে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে বছর চারের এক শিশুকে নিয়ে এক দম্পতিও রয়েছে। এঁদের সকলকে সুরক্ষা দিয়ে অসমে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রসঙ্গত, এর আগে গতকাল রাতে অসমের স্পেশাল ডিজিপি (আইন-শৃঙ্খলা) জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিং তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে অশান্ত শিলঙে অসমের কোনও নাগরিককে যেতে বারণ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় শিলঙে কারফিউ জারি করা হয়েছে। তাই নিরাপত্তার খাতিরে অসমের কাউকে শিলং সফর করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

গত শুক্রবার রাতে পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছিল ‘হাইনেউত্রিপ ন্যাশনাল লিবারেশন কাউন্সিল’ (এইচএনএলসি) নামে মেঘালয়ের এক জঙ্গি সংগঠনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক চেস্টারফিল্ড থাংখিউয়ের। এর পরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মেঘালয়। ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল শিলঙের মাওলাইয়ে কিনটন মাসারে চেস্টারফিল্ড থাংখিউয়ের বাসভবনে।

এ ঘটনার পর শুক্রবার রাতেই মওলাই পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও করে উত্তাল প্রতিবাদ করতে থাকে স্থানীয় একাংশ যুবক। তাদের তাণ্ডবে থানা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন পুলিশের কর্মীরা। মোতায়েন করা হয় কয়েকজন সিআরপিএফ। পরের দিন শনিবার ভোর থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শিলং সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত। গতকাল রবিবার নিহত চেস্টারফিল্ড থাংখিউয়ের মৃতদেহ কবরস্থ করার পরই একাংশ উন্মত্ত জনতা আজকের স্বাধীনতা দিবসের দিনকে কালো দিবস হিসেবে পালন করতে গিয়ে মওলাই সহ শিলঙের বিভিন্ন এলাকায় উন্মত্ত তাণ্ডব শুরু করে। প্রকাশ্য রাজপথে টহলদারি পুলিশের গাড়ি এবং সাধারণ নাগরিকদের যানবাহনে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। এক সময় পুলিশের একটি জিপসি আটক করে তারা। আরোহী পুলিশকর্মীর হাত থেকে বন্দুক ও জিপসি ছিনতাই করে কালো পতাকা উড়িয়ে প্রকাশ্যে ছুটোছুটি করতে থাকে। এর পর পুলিশের আরও একটি কালো রঙের স্কোরপিও ছিনতাই করে উন্মত্ত দুষ্কৃতকারীর দল। উদ্দাম নৃত্যের পর পুলিশের দুটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে ভস্ম করে দিয়েছে উন্মত্ত দুষ্কৃতীরা।

করিমগঞ্জের পাথারকান্দিতে পুলিশের পৃথক অভিযানে বহু লক্ষ টাকার ড্রাগস সহ আটক দুই

পাথারকান্দি (অসম), ১৬ আগস্ট (হি.স.) : ড্রাগস-মুক্ত রাজ্যক গড়তে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানে একের পর এক সাফল্যা আসছে। গত দুদিনে পুলিশের পৃথক পৃথক অভিযানে নিষিদ্ধ ড্রাগস সহ দুই নেশা কারবারি ধরা পড়েছে।

গতকাল স্বাধীনতা দিবসের সন্ধ্যাথরাতে পাথারকান্দি বাইপাস সংলগ্ন মামবাড়ি এলাকা থেকে প্রায় দশ লক্ষ টাকার ড্রাগস সহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছিল স্থানীয় পুলিশ। ধৃতকে পাথারকান্দি থানার অন্তর্গত পানিঘাটের বাসিন্দা জনৈক ইজরাইল আলির বছর ৩৬-এর ছেলে সুফিয়ান উদ্দিন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

এর পর আজ সোমবার কাকভোরে পৃথক আরেকটি অভিযানে পাথারকান্দি থানার পুলিশকর্মী আব্দুল হক লস্কর, বিশ্বজিৎ পাল, মুজিব উদ্দিন ত্রিপুরাগামী ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে তৃপ্তি হোটেল সংলগ্ন এলাকায় হানা দিয়ে প্রায় চল্লিশ কৌটা সন্দেহজনক হেরোইন সহ কুখ্যাতি ড্রাগস কারবারি জামাল হোসেন নামের যুবককে পাকড়াও করেন। ধৃত জামাল ওই এলাকার পূর্ব হৈতরখা গ্রামের বাসিন্দা প্রয়াত রজব আলির ছেলে। কিছুদিন আগে গাড়ি চুরির সঙ্গে অভিযোগে সে মিজোরামের কলাশিব জেলেও বন্দি ছিল।

পাথারকান্দি থানার ওসি ইন্সপেক্টর সমরজিৎ বসুমতারি জানান, ড্রাগস সমেত জামালকে ধরতে গেলে তাঁদের হাত থেকে পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে পুলিশকর্মী মুজিব উদ্দিনকে ধারালো ছুরি নিয়ে হামলা চালায়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পান মুজিব উদ্দিন।

ওসি বসুমাতারি আরও জানান, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল এবং আজ ভোরে ড্রাগস-বিরোধী অভিযান চালিয়েছিলেন। গতকালের অভিযানে এসআই বুলবুল শইকিয়া ও ধ্রুবজিৎ কাকতির নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল পাথারকান্দি বাইপাস সংলগ্ন মামবাড়ি এলাকায় সন্দেহজনক ভাবে সুফিয়ান উদ্দিনকে আটক করেন। সে বাইকে চড়ে আসছিল। পুলিশ তার বাইকে তালাশি চালিয়ে একটি ব্যাগ থেকে চারটি সাবানের কেসে মোড়া মোট ১১৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করে। এগুলোর বাজার মূল্য প্রায় দশ লক্ষ টাকা। ওসি জানান, ধৃত দুজনকে থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার /

বিজেপি নেতাদের গ্রেফতারিতে মন্তব্য সৌগত রায়ের

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি. স.): সপ্তাহের শুরুর দিনেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তিলোত্তমা। সোমবার রানী রাসমণি রোডে বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাও কর্মসূচি ঘিরে চরম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। মহামারী আইনে আটক করা হয়েছিল বিজেপি নেতাশুভেন্দু অধিকারী সহ রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ ছাড়াও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরীকে। আর এরপরেই বিজেপি নেতাদের গ্রেফতারিতে ”””পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছে””” কটাক্ষের সুর চড়ালেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। বিজেপি নেতাদের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে সৌগত রায় কটাক্ষের সুর চড়িয়ে আরও বলেন, ”””পুলিশ প্রশাসনের ব্যাপারে আমরা রাজনৈতিক দল কোনও কিছু বলতে পারি না। তবে, একটা মহামারী আইন আছে। তাতে জামায়াতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে। কেউ তা ভঙ্গ করলে পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। নিয়ম মেনে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করলে কোনও সমস্যা হত না। কিন্তু এখানে তা হয়নি।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

ডেঙ্গু-এর প্রভাব বাড়ছে

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া কিংবা ক্যান্সার জাতীয় কোন অসুখের উপসর্গ মাত্র। সিংহভাগ জ্বরই ভাইরাস সংক্রামিত এবং তা চিকিৎসা না করালেও ভাল হয়ে যায়। ভাইরাসবাহিত জ্বর সাধারণত ৫ থেকে ৮ দিন স্থায়ী হয়। ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত জ্বর সারাতে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয়। সময়মতো কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা না করালে এ জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। তবে জ্বর যদি ৩ সপ্তাহের চেয়ে বেশি স্থায়ী হয় তবে তাকে বলা হয় পি. ই উ. ও (পাইরেক্সিয়া অব আননোন অরিজিন)। জ্বরকে ইংরেজিতে পাইরেক্সিয়া বা ফিভার বলা হয়। যক্ষ্মা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, হৃদপিণ্ডের ভালভে প্রদাহ, শরীরের কোনো জায়গায় পুঁজ জমে যাওয়া, লিম্ব গ্র্যান্ড বা গ্রন্থির ক্যান্সার, লিউকেমিয়া কিংবা রক্তকণিকার ক্যান্সারের কারণে জ্বর ৩ সপ্তাহের চেয়েও বেশি স্থায়ী হতে পারে।

জ্বরের কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। তবে শরীরের তাপমাত্রা যদি ৯৯.৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৩৭.৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) এর বেশি হয় তাকে জ্বর বা ফিভার বলা হয়। সারাদিন রাতে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা, কখনও স্থির থাকে না। সকালের দিকে তাপমাত্রা কিছটা কম থাকে এবং বিকাল চারটা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে স্বাভাবিক মানুষের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পায়।

জ্বর মাপতে হয় থার্মোমিটার দিয়ে। সাধারণত মুখগহ্বর বা পায়ুপথে থার্মোমিটার রেখে জ্বরের তীব্রতা মাপা হয়। বগলে কখনো তাপমাত্রা মাপা উচিত নয়, কারণ বগলের তাপমাত্রা কখনো অন্তস্থ তাপমাত্রা সঠিকভাবে নির্দেশ করতে পারে না। মুখগহ্বরের তাপমাত্রা পায়ুপথের তাপমাত্রা থেকে ০.৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট কম হয়।

জ্বরের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। বেশির ভাগ জ্বরেরই কারণ খুঁজে বের করা কঠিন। কারণ অজ্ঞাত থাকার জন্য চিকিৎসা নিয়েও বিভ্রান্তি । তবে জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হলে বিস্তৃত ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা যায়। জ্বর এ মাপের ও বেশি স্থায়ী হলে টিবি কিংবা কালাজ্বরের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

ডেঙ্গু ঃ মাত্র ক'বছর আগেও বাংলাদেশে এই রোগটি ছিল অপরিচিত। কিন্তু এই ভাইরাস পরিবাহিত রোগটি ইদানীং সব মানুষের কাছে একটি আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে। ডেঙ্গু একটি ভাইরাস সংক্রামিত রোগ। এ পর্যন্ত চার প্রকারের ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো ডেন ১, ২, ৩ ও ৪। এডিস অ্যাজেপটি নামের এক প্রকার মশার কামড় থেকে এ রোগটি বিস্তৃতি লাভ করে। এ রোগের সুপ্তিকাল ২-৭ দিন।

উপসর্গ অনুযায়ী ডেঙ্গুকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। * উপসর্গবিহীন ডেঙ্গু জ্বর, * ডেঙ্গু ফিভার, * ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার।

এই তিনটি পর্বের মধ্যে ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার হলো সবচেয়ে মারাত্মক। এর থেকে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে। হিমোরেজ কথার অর্থ হলো রক্তক্ষরণ। প্রথম পর্বের ডেঙ্গুতে তেমন কোন উপসর্গই থাকে না। রোগী বুঝতেই পারে না, তখন যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলো আর কখনইবা রোগটি ভাল হয়ে গেল।

ডেঙ্গু ফিভার ঃ জ্বর দিয়ে এই পর্বের ডেঙ্গু প্রথম শুরু হয়। জ্বরের সাথে যেসব উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলো হলো ঃ * মাথা ব্যথা, * শরীর ব্যথা, * ত্বকের মধ্যে লালচে ফুস্কুরি ওঠা * চোখের পেছনে ব্যথা।

এই অসুখে রক্তের শ্বেতকণিকা এবং প্ল্যাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা কমে দেয়। তাই অনেক সময় ডেঙ্গুকে ব্রেক বোন ফিভার বা হাড়ভাঙা জ্বর বলা হয়। অনেক সময় ডেঙ্গুতে দুই বার রোগীর জ্বর হতে পারে। দেখা গেল মাঝখানের দু'তিন দিন রোগীর কোন জ্বরই নেই। সাধারণত চতুর্থ এবং পঞ্চম দিন অনেক রোগীর দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায়। এরপর ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম দিন থেকে দেহের তাপমাত্রা দ্বিতীয় বারের মতো আবার বাড়তে শুরু করে। ডেঙ্গু জ্বর একদম ভাল হয়ে যাওয়ার পরও রোগী পরবর্তী দু'তিন সপ্তাহ অতিরিক্ত অবসাদে ভুগে থাকে।

ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিচার ঃ ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গের সাথে ত্বকের নিচে রক্তপাত, নাক অথবা দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্তপাত অথবা পাকস্থলি থেকে রক্তপাত হলে তাকে হিমোরেজিক ডেঙ্গু বলা হয়। এসব রোগীর হাতে ব্লাড প্রেসার মাপার সময়, যদি প্রেসার বাড়িয়ে বস্তুটি পাঁচ মিনিট যথাস্থানে রেখে দেওয়া হয় তবে ত্বকের নিচে তাৎক্ষণিকভাবে ছোট ছোট রক্তপাত দৃশ্যমান হয়। এটি রোগ শনাক্তকরণের একটি পদ্ধতি। একে বলাহয় পজেটিভ টরনিকুয়েট টেস্ট। এছাড়া ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারে রক্তে প্ল্যাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায়। স্বাভাবিক একজন মানুষের রক্তে দেড় থেকে তিন লাখের মতো অণুচক্রিকা থাকে। ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারের আরেকটি জটিলতা হলো রক্তনালি থেকে রক্তের জলীয় অংশ বা প্লাজমা টিস্যুতে বের হয়ে আসা। এতে শরীরের বিভিন্ন স্থানে যেমন বুক বা পেটে জল জমে যেতে পারে। প্লাজমা স্বল্পতার জন্য রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যায়। রক্তকণিকার আপেক্ষিক ঘনত্ব বেড়ে যাওয়াকে বলা হয় হাই হিমাটোক্রিট। ডেঙ্গু হিমোরেজিক কিভাবে সাধারণত হিমাটোক্রিট স্বাভাবিকের চেয়ে ২০ শতাংশ বেড়ে যায়।

ডেঙ্গু শক সিনড্রোম ঃ ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারের সাথে রোগীর যদি নিম্নলিখিত উপসর্গগুলো থাকে তবে তাকে বলা হয় ডেঙ্গু শক সিনড্রোম। এটি হলে ডেঙ্গু রোগীর সবচেয়ে মারাত্মক লক্ষণ। যেসব উপসর্গগুলো দেখলে বুঝা যায় রোগীর ডেঙ্গু শক বা অভিঘাত হয়েছে সেগুলো হলো ঃ * অস্থিরতা, * দ্রুত এবং দুর্বল নাড়ি গতি * রক্তচাপের সিস্টোলিপ ও ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসারের ব্যবধান যদি ২০ মিলিমিটার অব মারকারির চেয়ে কমে যায়। সাধারণত এ ব্যবধান ৪০ মিলিমিটার অব মারকারির মতো হয়ে থাকে। * হাত-পা যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ডেঙ্গু রোগের তিনটি ধাপ রয়েছে। এগুলো হলো ঃ * ফেবরাইল বা জ্বরকালীন সময় --- ১-৭ দিন, * অ্যাফেবরাইল ফেইস বা জ্বর সেরে যাওয়ার অব্যাহতি সময় ২-৩ দিন, * কনভ্যালেসেন্ট ফেইস বা রোগমুক্তিকাল-৭-১০ দিন।এই তিনটি ধাপের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক সময় হলো দ্বিতীয় ধাপ বা অ্যাফেবরাইল ফেইস। জ্বর ভাল হয়ে যাওয়ার পর দুতিনদিন এই স্তরটি স্থায়ী হয়। ডেঙ্গু জ্বরের প্রায় সব রকমের জটিলতা এই সময়টিতে শুরু হয় এবং তা কখনো কখনো রোগীর মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারকে ৪টি গ্রেডে ভাগ করা হয়। গ্রেড-১ ঃ এই পর্যায়ে রোগীর জ্বরের সাথে মাথাব্যথা, শরীর ব্যথা, চোখ ব্যথা এবং শরীরে ফুস্কুরি দেখা দেয়। রক্তে প্ল্যাটিলেটের সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায়। গ্রেড -২ ঃ গ্রেড ওয়ানের উপসর্গগুলোর সাথে যদি রক্তপাত দৃশ্যমান হয় তবে তাকে বলা হয় গ্রেড টু ডেঙ্গু জ্বর। গ্রেড -৩ ঃ এ পর্যায়ে রোগীর নাড়ি গতি চঞ্চল হয় এবং ব্লাড প্রেসার কমে যায়।

স্মরণ শক্তি বাড়ানোর কিছু বৈজ্ঞানিক কৌশল

আমরা অনেক সময় অনেক কিছু মনে রাখতে পারি না, ভুলে যাই। বিশেষ করে বাজারে গেলে বা কোনো কিছু কিনতে গেলে এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে। কারো ক্ষেত্রে কম, কারো ক্ষেত্রে বেশি। সবার মনে রাখার ক্ষমতা বা স্মরণশক্তি এক রকম থাকে না। আমরা গ্রিক বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এ তথ্য পাই যে মানুষের মস্তিষ্কের ১৪ বিলিয়ন স্নায়ুকোষ একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে একটা ইলেকট্রো কেমিক্যাল চক্র তৈরি করে, একে এনগ্রাম বলে।

প্রতিটা এনগ্রাম এর পথই হল স্মরণশক্তি। জেনেটিক বিজ্ঞানীরা বলেন, পিতামাতার স্মরণশক্তি বা মেধাশক্তি বেশি থাকলে সন্তানরাও সে রকম হয়। এজন্য স্মরণশক্তির বংশগতির বৈশিষ্ট্যের একক জিনের ওপর শতকরা ৬০ ভাগ নির্ভরশীল। বাকি ৪০ ভাগগ পরিবেশ, পুষ্টিকর খাদ্য ও মস্তিষ্কের চর্চার ওপর নির্ভর করে। গবেষকদের মতে, কোনো শিশু কম বুদ্ধি বা কম স্মরণশক্তিসম্পন্ন জিন বহন করলেও ভালো পরিবেশের কল্যাণে বালো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে। সুতরাং সহায়ক পরিবেশ পেলে এবং মস্তিষ্কের কিছু চর্চা করলে স্মরণশক্তি বাড়ানো সম্ভব। জেনে নিন স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করার কিছু কৌশল।

আয়ুর্বেদিক উপায় —

প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় স্মরণশক্তি বৃদ্ধির বেশ কিছু উপায় রয়েছে। যেমন কচি বেলপাতা খাঁটি ঘিয়ে ভেজে খেলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। আবার ব্রাহ্মী শাক এমন একটি ভেষজ উপাদান, যা স্মরণশক্তি বৃদ্ধির নানা ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

মস্তিষ্ককে সজীব করার একটি আয়ুর্বেদিক উপায় হল দশটি কাঠ বাদাম, দুটি ছোট সাদা এলাচ, দুটি শুকনো খেজুর একটি মাটির পাত্রে আগের দিন জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন সকালে বাদামের খোসা ছাড়িয়ে, এলাচের দানা বের করে শুকনো খেজুরের বিচি বের করে এক সাথে ৩০ গ্রাম চিনির সাথে মিহি করে বেটে নিতে হবে। এি মিশ্রণ ২৫ গ্রাম মাখনের সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন খেলে মস্তিষ্ক সজীব থাকে এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

ব্যায়াম করুন --- জানেন কি নিয়মিত ব্যায়াম স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে? বিশেষ করে অ্যারোবিকস ব্যায়াম এক্ষেত্রে বেশি সহায়ক। তালে তালে নির্দিষ্টভাবে ব্যায়াম করতে হয় বলে তা মস্তিষ্কের চর্চারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পদ্ধতি মেনে রাখতে মস্তিষ্ক চাপ প্রয়োগ হয়।

ফলে স্মরণশক্তি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। আবার যোগব্যায়ামও স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যোগব্যায়ামের কিছু আসনে মস্তিষ্ক পূর্ণ বিশ্রাম পায়। ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মনে রাখার ক্ষমতা বেড়ে যায়।

পুষ্টিকর খাবার খান —

পুষ্টিকর খাবার স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে অনেকাংশে সাহায্য করে। মাতৃগর্ভে থাকার সময় শিশুর মস্তিষ্ক গঠনে বিশেষ কিছু উপাদানের প্রয়োজন হয়. গর্ভবতী মা যদি পুষ্টিকর খাবার খান তাহলে মস্তিষ্ক যথাযথভাবে গঠিত হয়। আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাবার এব্যাপারে সাহায্য করে। সয়াবিন, দুধ, যকৃত, বাদাম, মাখন ইত্যাদিতে রয়েছে বিশেষ উপাদান কোলিন। সাইনাপসে তথ্য আদান প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হচ্চে কোলিন। কাবার থেকে এই উপাদান পাওয়া যায় ব লে স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে পুষ্টিকর খাবারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

মনোযোগ দিন — কোনো বিষয় মনোযোগ দিয়ে শিখলে বিষয়টি মনে রাখা সহজ হয়। তাই কোনো পড়া বা কাজ শেখার সময় যথেষ্ট মনোযোগ দিন। মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া। তাই এর চর্চা করলে সহজেই স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব। মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিন — মস্তিষ্কে চাপ প্রয়োগ করে বা জোর করে মনে করার চেষ্টা করার পরও যদি কিছু মনে না প ড়ে তাহলে মস্তিষ্কে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিন। অন্য কিছু ভাবুন বা ওই প্রসঙ্গ থেকে একেবারেই সরে আসুন। এতে কিছুক্ষণ পর প্রয়োজনীয় বিষয়টি নিজে থেকেই মনে পড়ে যাবে। কোনো কিছু স্মরণ করার জন্য এ পদ্ধতিটি বেশ কার্যকর।

শুনুন, পড়ুন এবং লিখুন --- কোনো কিছু শেখার সময় বিষয়টি অন্যের কাছ থেকে শুনলে মনে রাখা সহজ হয়। এ কারণেই ক্লাসে শিক্ষকের লেকচারশুনলে বি ষয়টি সহজেই আত্মস্থ করা যায় এবং মনে রাখা যায়। তাই কোনো কিছু পড়ার সময় জোরে জোরে কয়েকবার পড়ুন এতে মনে রাখা সহজ হবে। পড়ার পর তা লিখলে আমাদের মস্তিষ্ক তার একটি ছবি তৈরি করে ফেলে। ফলে বিষয়টি তুলনামূলক সহজে মনে পড়ে যে তাই কোনো কিছু পড়ার পর তা লেখার অভ্যাস করুন।

রোগ নির্ণয়ে সংকোচ করবেন না

চিকিৎসকের কাছে কিছু গোপন করবেন না। তিনি আপনার প্রয়োজনীয় শারীরিক ও রক্ত পরীক্ষা করে বলে দেবেন এর কারণ। একাধিক রক্ত পরীক্ষার কথা চিকিৎসক বললে ঘাবড়ে যাবেন না। কারণ টেসটোসটেরন মাত্রা দিনভেদে বা একই দিনে সময়ভেদে তারতম্য ঘটে।

চিকিৎসক ও আপনি

চিকিৎসককে সব কিছু বলুন। হতে পারে যা আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না, সেটাই চিকিৎসকের কাছে একটি জরুরি তথ্য। আপনার অতীত ও বর্তমানের সব রোগের কথা বলুন। শৈশবের কোনো রোগ যেমন মাম্পস আপনার আজকের এ অবস্থার জন্য দায়ী হতে পারে। যে সব ওষুধ যা ইদানীং খেয়েছেন তা জানান। আপনার এ সমস্যা কোনো ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে হতে পারে। পারিবারিক বা অন্তঃসম্পর্কের সমস্যা যেমন যৌন সমস্যা বা খিট খিটে মেজাজ ইত্যাদির কথা চিকিৎসককে বলুন।

জীবনে কোনো বড় পরিবর্তন এসে থাকলে তার কথা জানান। যেমন ডিভোর্স, বিয়ে ইত্যঅদি।

দাদা / দাদির বা নানা / নানির পরিবারের কোনো সদস্যের জেনেটিক সমস্যা থাকলে তা জানান।

মানসিক সমস্যায় ভুগলে তা খুলে বলুন। শারীরিক পরীক্ষা: লজ্জা পাবেন না। আপনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন পেশাজীবীর সাহায্য নিচ্ছেন ভয়ের কিছুঞ নেই। চিকিৎসকে আপনার দেহে লোম ও চুলের পরিমাণ দেখতে দিন।

স্তন, প্রোস্টেট পরীক্ষায় সহায়তা করুন। শুক্রাশয়ের আকার এবং স্থিতিস্থাপকতা দেখতে দিন। অন্ডকোষ ও পুরুষাঙ্গের কোনোসমস্যা আছে কিনা তা দেখতে দিন।দৃষ্টিশক্তির ভিজ্যুয়াল ফিল্ড টেস্ট করান। দেহের পেশী ও চর্বির পরিমাণ দেখতে দিন। অন্যান্য যা যা চিকিৎসক চান সেভাবে তাকে আপনার দেহ পীক্ষা সহায়তা করুন।

চিকিৎসা না করালে যা হবে

সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা না নিলে বন্ধ্যাত্ব, হৃদরোগের ঝুঁকি ও হাড়ের ক্ষয় হতে পারে। সেই সঙ্গে লক্ষ্মণসমুহের স্থায়ীত্ব তো বোনাস পাওনা। স্বাভাবিক টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষের তুলনায় কম টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষ ৩৩ শতাংশ বেশি মৃত্যু ঝুঁকির সম্মুখীন হন।

কম টেসটোসটেরনজনিত যৌন ইচ্ছা কমে যাওয়া, যৌন দুর্বলতা ও মানসিক পরিবর্তনগুলো বুঝতে পারেন না। যা পরবর্তীতে তাদের পেশীর পরিমাণ হ্রাস , হাড়ের ঘনত্ব কমিয়ে সার্বিক দৈহিক শক্তিমত্তায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। মানসিক স্বাস্থ্যেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে কেউ যদি ৪৫ বছর বয়সে তার ২৫ বছর বয়সের দৈহিক সক্ষমতা পুরুদ্ধারের জন্য টেসটোসটেরন বাড়াতে চান, তা সম্ভব নয়। একইসঙ্গে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়াবার ওষুধ প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করা বিপদজ নক।

রক্তে কম টেসটোসটেরন, ঠিক কতটা কম? সমাজে এমন বহু পুরুষ আছেন যারা জানেন না তাদের রক্তে টেসটোসটেরন মাত্রা কম। এমনিতেই বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের টেসটোটেরন মাত্রা কমতে থাকে। ৫০ বছরের ঊর্ধ্বে ৩০ শতাংশের পুরুষের রক্তে ২৫০ ন্যানোগ্রাম/ ডেসিলিটারের কম টেসটোসটেরন পাওয়া গেছে এক গবেষণায়। কম টেসটোসটেরন বলাতে তাই এর উপরের সীমা আছে ৩০০ ন্যানোগ্রাম / ডেসিলিটার। কিন্তু নিচের কোনো সীমা নেই।রক্তে টেসটেটোসটেরন কমলে যা করবেন উপরের লক্ষণগুলো দেখে যদি সন্দেহ করেন আপনার টেসটোসরেটন কম থাকতে পারে তবে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি কারণ খুঁজে দেখবেন। কারণটির চিকিৎসা আগে শুরু করবেন। যেমন, যদি ডায়াবেটিসের জন্য টেসটোসটেরন কমে গিয়ে থাকে, তবে প্রথমে ডায়াবেটিসের চিকিৎসাকে গুরুত্ব দেবেন। কাজেই চিকিৎসককে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধের জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না। টেসটোসটেরন স্বল্পতার চিকিৎসার নীতিমালা প্রথমেই টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধ দেওয়া বিরোধী। আপনি চটকদার বিজ্ঞাপন বা বিভিন্ন হারবাল ওষুধের কথা প্রচার মাধ্যমে দেখতে পাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, এসব সহজলভ্য ওষুধের গুণগত মানের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়নি। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যেকোনো ওষুধ সেবনকারীর স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আপনার মূল্যবান যৌন জীবনের নিরাপত্তা ঝুঁকি নেবেন না।

ক্যালোরি গ্রহণ কমালে কি আয়ু বাড়বে?

ক্যালোরি গ্রহণের মাত্রা কমালে তা বার্ধক্যজনিত রোগ ব্যধির ঝুঁকি কমায়। এমনকি তা মানুষের আয়ু বাড়াতেও সহায়ক হতে পারে। সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে এমন তথ্য জানা যায়।

গবেষকরা জানান, দুই বছরের জন্য দৈনিক ক্যালোরি গ্রহণের পর ১৫ শতাংশ কমিয়ে আনলে মানুষের পরিপাক ক্রিয়াও ধীরগতি লাভ করে। এর ফলে দেশের শক্তি অপচয় এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হ্রাস পায়। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মূলত কোষ ধ্বংস হয়। আর এই ধীরগতিতে পরিপাক ক্রিয়া ও অক্সিডেটিভ স্ট্রেসহ হ্রাস ডায়াবেটিস ক্যানসারের মতো বিভিন্ন বার্ধক্যজনিত রোগের ঝুঁকিও কমাতে সহায়ক।

গবেষকরা ৫৩ জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের উপর ক্যালোরির প্রভাব পরীক্ষা করেন। এদের প্রথমে দুই দলে ভাগ করা হয়। একদলকে স্বাভাবিক পরিমাণের ক্যালোরিগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়, অপর দলের জন্য ক্যালোরি গ্রহণে মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেন গবেষকরা।

দুই বছর পর তাদের পরীক্ষাগারে হাজির করা হয়। দেখা যায়, যারা ক্যালোরি কম গ্রহণ করেছেন তারা গড়ে ২০ পাউন্ড করে ওজন হারিয়েছেন। তাছাড়া স্বাভাবিকের তুলনায় তারা দৈনিক ৮০ থেকে ১২০ ক্যালোরি কম খরচ করছেন।

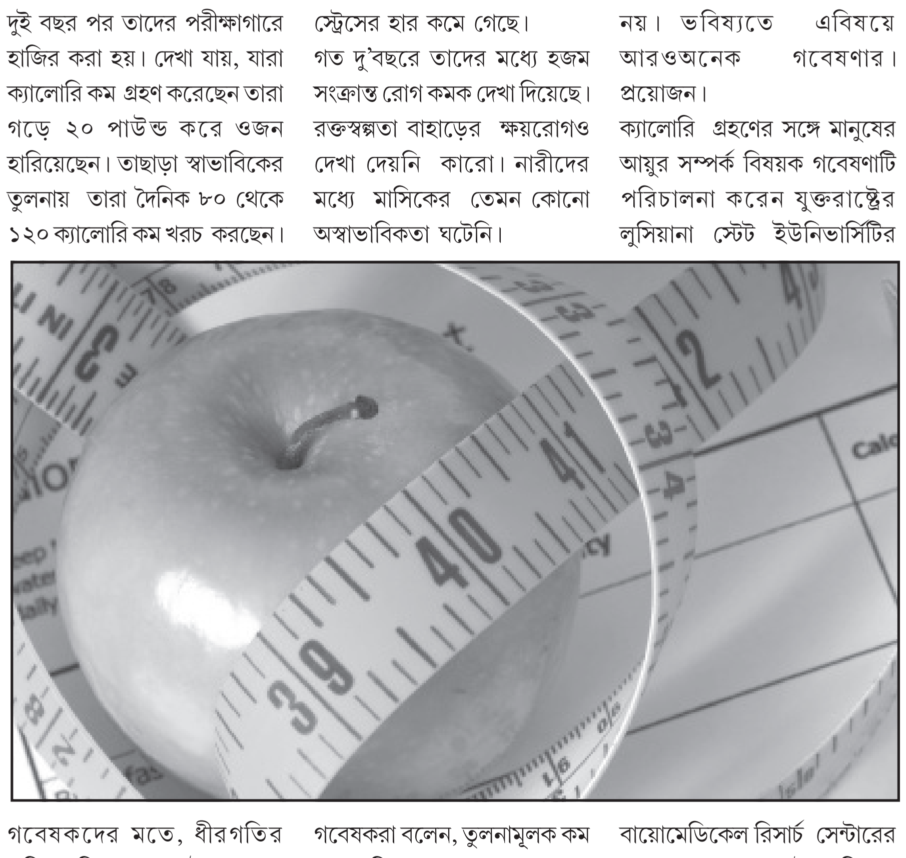

গবেষকদের মতে, ধীরগতির পরিপাকক্রিয়ার কারণেই অন্যদের তুলনায় কার্যকরী উপায়ে তারা ক্যালোরি খরচ করতে পারছেন। পাশাপাশি তাদের অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের হার কমে গেছে।

গত দু'বছরে তাদের মধ্যে হজম সংক্রান্ত রোগ কমক দেখা দিয়েছে। রক্তস্বল্পতা বাহাড়ের ক্ষয়রোগও দেখা দেয়নি কারো। নারীদের মধ্যে মাসিকের তেমন কোনো অস্বাভাবিকতা ঘটেনি।

গবেষকরা বলেন, তুলনামূলক কম ক্যালোরি গ্রহণ মানুষের মধ্যে রোগ ব্যাধির ঝুঁকি কমিয়েছে এটা সত্যি, কিন্তু মাত্র দুই বছরে প্রাপ্ত তথ্য এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যথেস্ট নয়। ভবিষ্যতে এবিষয়ে আরওঅনেক গবেষণার। প্রয়োজন।

ক্যালোরি গ্রহণের সঙ্গে মানুষের আয়ুর সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণাটি পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্রের লুসিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটির বায়োমেডিকেল রিসার্চ সেন্টারের গবেষকরা। 'সেল মেটানোলিজম' শীর্ষক গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করে জার্নাল 'সায়েন্স ডাইরেক্ট'।

বম্বে আইআইটিতে সুযোগ পাওয়া ৯ আফগান ছাত্রের জন্য হস্টেলে রাখা হল জায়গা

মুম্বই, ১৬ আগস্ট (হি. স.): তালিবান অভ্যুত্থান হওয়া আফগানিস্তানের ছাত্রদের ভারতের ক্যাম্পাসে থেকে পড়াশোনার অনুমতি দিল বম্বে আইআইটি। বর্তমান পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানে থেকে তাঁদের পড়াশোনার অসুবিধা হতে পারে, মেনে নিয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইআইটি কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে তারা জানিয়েছে, যদি ওই ছাত্ররা এখনই আফগানিস্তান থেকে ভারতে আসতে না-ও পারেন তা হলেও তাঁদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখার চেষ্টা করা হবে। সে ক্ষেত্রে পরের বছর এসে ক্লাস শুরু করতে পারবেন তাঁরা।

আফগানিস্তান থেকে এ বছর মোট ন'জন ছাত্র বম্বে আইআইটিতে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে অ্যাডমিশন পেলেও ভারতে আসা হয়নি। আফগানিস্তানে থেকেই অনলাইনে ক্লাস করছিলেন তাঁরা। ঠিক ছিল, কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তার পর ভারতে আসবেন।কিন্তু রবিবারের পর দেশের এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চিয়তায় ভুগছেন এই পড়ুয়ারা। তাঁদের ভয়, যে কোনও মুহূর্তে ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে বিদ্যুৎ পরিষেবাও। সে ক্ষেত্রে অনলাইনে চলা ক্লাসেও আর যোগ দেওয়া যাবে না। বিষয়টি জানিয়ে বম্বে আইআইটির কাছে ক্যাম্পাসে থেকে পড়াশোনার অনুরোধ করেছিলেন ওই ন'জন।বম্বে আইআইটির অধিকর্তা শুভাশিস চৌধুরী জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের ছাত্রদের ভারতে এসে বম্বে আইআইটির ক্যাম্পাসে থেকে পড়াশোনা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, আফগানিস্তানে যাতায়াতের বিমান পরিষেবা আপাতত বিপর্যস্ত। তাই সে কথা মাথায় রেখে ছাত্রদের আরও একটি বিকল্প দিয়েছে বম্বে আইআইটি। তারা জানিয়েছে, ছাত্ররা যদি ভারতে আসতে না-ও পারেন, তবে তাঁদের আসন সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা হবে। সে ক্ষেত্রে আগামী বছর ভারতে এসে ক্লাসে যোগ দিতে পারবেন এই পড়ুয়ারা। রবিবার রাতে কাবুলে প্রেসিডেন্ট ভবনের দখল নেয় তালিবান। দেশের ক্ষমতা হস্তান্তরের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় তার পরই। নতুন তালিবান শাসন নিয়ে প্রতি মুহূর্তে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন মানুষ। এই পরিস্থিতিতে ইন্টারনেট এবং টেলিভিশন সম্প্রচারের মত পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন অনেকেই।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

কার্যত তালিবানকে স্বীকৃতি দিল চিন

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি. স.): কার্যত আফগানিস্তানের দখল নেওয়া তালিবানকে স্বীকৃতি দিল চিন।

সোমবার এক বার্তায় চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র জানান যে, তালিবানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করার ক্ষেত্রে কোনও আপত্তি নেই চিনের।

রবিবারি রাজধানী কাবুল দখল করে আফগানিস্তানের দখল নেয় তালিবান। এখনও পর্যন্ত সেই অর্থে কোনও দেশ তালিবানকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলেনি। ভারত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করা কোনও শক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনও আন্তর্জাতিক মহলের কাছে আবেদন জানান যাতে এখনই তালিবানি সরকারকে স্বীকৃতি না দেওয়া হয়। তবে এরই মাঝে কার্যত তালিবানকে স্বীকৃতি দিল চিন। সোমবার এক বার্তায় চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র জানান যে, তালিবানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করার ক্ষেত্রে কোনও আপত্তি নেই চিনের।

মূলত, আফগানিস্তানের সঙ্গে চিনের ৭৬ কিলোমিটার লম্বা সীমান্ত রয়েছে। চিনের চিরকাল ভয় ছিল, জিনজিয়াংয়ের অত্যাচারিত মুসলিমরা আফগানিস্তানে আশ্রয় নিতে পারে। তবে তালিবানের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখলে সেই বিষয়ে চিনকে অভয় দিতে পারে তালিবান। উল্লেখ্য, গতমাসেই চিনের রাজধানীতে গিয়ে সেদেশের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করে এসেছিল তালিবানের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃত্ব।

সূত্রের খবর, খুব দ্রুত তালিবানিরা ইসলামিক এমিরেটস অফ আফগানিস্তানের পুনর্গঠন করতে চলেছে। এই আবহে আফগানিস্তানের পরিস্থিতির জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে দায়ী করে তাঁর ইস্তফা দাবি করলেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে, এদিন মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট অ্যান্টি ব্লিনকেন জানান যে, তালিবান যদি আফগান নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন না করে তাহলে তাদের সঙ্গে কাজ করতে ওয়াশিংটনের অসুবিধা নেই।

—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

"গো সুরক্ষা বিল"-এর বিরোধিতা করে বিধায়ক অখিল গগৈয়ের মন্তব্য ঘৃণ্য, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান অসম বিজেপির

গুয়াহাটি, ১৬ আগস্ট (হি.স.) : "গো সুরক্ষা বিল-২০২১"-এর বিরোধিতা করে সংবাদ মাধ্যমের সামনে শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈ যে বয়ান দিয়েছেন তা অত্যন্ত হাস্যকর ও নিন্দনীয়। এহেন ঘৃণ্য নীচ মানসিকতা-সম্পন্ন মন্তব্যের জন্য অখিল গগৈকে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের জনগণের কাছে নিঃ শর্ত ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে প্রদেশ বিজেপি। এই বিলের মাধ্যমে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আবেগ ও অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে, মনে করেন অসম প্রদেশ বিজেপির প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র লক্ষ্য কেঁওর।

এক লিখিত বিবৃতি জারি করে প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা অধিবেশনে গৃহীত "গো সুরক্ষা বিল-২০২১" এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত।

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর বক্তব্যকে চূড়ান্তভাবে বিকৃত করে দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করেছেন রাইজর দলের সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ।

অন্যদিকে প্রদেশ বিজেপির পক্ষ থেকে লিখিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই বিল কোনও ধর্মাবলম্বীর খাদ্যাভাসের পরিবর্তন করেনি। শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈ বিশেষ এক সম্প্রদায়ের মানুষকে তুষ্টি করতে এই দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করেছেন। যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই ঐতিহাসিক বিল গৃহীত হওয়ার ফলে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় গো নিধন বন্ধ হবে। এতে নিশ্চিতভাবে সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগণ যে শুধু আনন্দিত হয়েছেন এমন নয়। এর ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এক সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে উঠবে।

প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র লক্ষ্য কেঁওর তাঁর বিবৃতিতে আরও বলেছেন, "গো সুরক্ষা বিল-২০২১" গৃহীত হওয়ার ফলে অখিল গগৈ মুসলমান ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে বক্তব্য রেখে অত্যন্ত নিম্নমানের মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এর জন্য রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের জনগণের কাছে অখিল গগৈকে বিনাশর্তে ক্ষমা চাইতে বলেছে প্রদেশ বিজেপি।

"গো সুরক্ষা বিল" গৃহীত হওয়ার পর কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি এবং ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে উদ্দেশ্য করে যে সকল অ-সাংবিধানিক শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, এর কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি এহেন কার্যকলাপ থেকে আগামীদিনে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র লক্ষ্য কেঁওর।

প্রত্যাশা মতই চিনের পরে তালিবানের পাশে দাঁড়াল পাকিস্তানও

ইসলামাবাদ, ১৬ আগস্ট (হি. স.): আগেই কার্যত তালিবানকে মেনে নিয়েছে চিন। এবার প্রত্যাশা মতই আফগানিস্তানে তালিবান অভ্যুত্থান মেনে নিল পাকিস্তান। সোমবার তালিবানের পাশে দাঁড়াল পাকিস্তান। তালিবানের উত্থান নিয়ে এদিন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বললেন, "এতদিন পরে দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে ফেললেন আফগান মানুষেরা।"

রবিবার কাবুল দখলের পরই স্পষ্ট হতে থাকে আফগান সরকারকে পরাস্ত করে দেশে ক্ষমতা দখল করবে তালিবান। তখনই তালিবানের সঙ্গে পাকিস্তান ও চিনের যোগসূত্রের কথা চর্চায় উঠে আসে।

সেই প্রেক্ষিতে ইমরানের বক্তব্য যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। তবে সোমবর ইমরানের বক্তব্যের মূল কথা এসব নিয়ে ছিল না। তিনি ইংরাজি মাধ্যমে পড়াশোনার বিষয়ে একটি বক্তব্যের মধ্যেই টানেন আফগানিস্তান প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, "অনেকেই অন্য সংস্কৃতির আদবকায়দা আয়ত্ত করে মজা পান। কিন্তু মনে রাখবেন, অন্যের সংস্কৃতি ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেওয়াটা দাসত্বের সমান। আসল দাস হয়ে বেঁচে থাকার থেকেও এ আরও কষ্টের। এই শিকল ভেঙে ফেলা দরকার। আফগানিস্তানে সেই কাজটাই সফল ভাবে পালিত হচ্ছে।"

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, তালিবানকে এত দিন রসদ, অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে চিন ও পাকিস্তান। কয়েকদিন আগেই তালিবানের প্রতিনিধিরা দেখা করে এসেছেন চিন প্রশাসনের শীর্ষ কর্তার সঙ্গে। দোহা-র আলোচনায় তালিবান নেতাদের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের হাত মিলিয়ে শুভেচ্ছা জানানোর ছবিও ভাইরাল হয়েছে। এই দুই দেশের সঙ্গে তালিবানের যোগ কার্যত মজবুত হয়েছে দিনের পর দিন। ইমরানের বক্তব্যের পরে সেই ছবিটাই আরও স্পষ্ট হল। তালিবান প্রশাসনকে কার্যত মেনেই নিল পাকিস্তান।

উড়ানপথ বন্ধ করে দিল কাবুল, ভারতীয় নাগরিকদের ফেরানো নিয়ে চিন্তায় দিল্লি

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি. স.): সোমবার দুপুরে তালিবান আভ্যুত্থন হওয়া আফগানিস্তানে যাওয়ার কথা ছিল ভারতীয় বিমানের। তবে কাবুলের উড়ানপথ বন্ধ করে দেওয়ায় ব্যাহত হল আফগানিস্তানে আটকে থাকা নাগরিদের ফিরিয়ে আনার কাজ। এয়ার ইন্ডিয়ার এক সূত্রে জানা গেছে, এদিন দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ একটি বিমান কাবুলের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটি বাতিল হল।

তালিবান কাবুলের দখল নিতেই দেশ ছাড়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছে। সেখানকার জনতা তো বটেই, আফগানিস্তানে বসবাসকারী নাগরিকদের ফেরাচ্ছে ভারত, আমেরিকা, ফ্রান্স-সহ একাধিক দেশ। কাবুল বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে জানান হয়েছে, বিমান বন্দরে প্রচুর মানুষের ভিড় জমেছে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতেই উড়ানপথ আপাতত বন্ধ করা হয়েছে। কাবুলের উড়ানপথ বন্ধ হওয়ায় আপাতত হামিদ কারজাই বিমানবন্দরে কোনও বিমানই অবতরণ করতে পারবে না। ছাড়বে না কোনও বিমানও। কাবুল থেকে নাগরিকদের জরুরি ভিত্তিতে ফিরিয়ে আনতে সোমবার সকালেই এয়ার ইন্ডিয়াকে দু'টি বিমান প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দিল কেন্দ্র। কেন্দ্রের নির্দেশ পেয়েই তৎপর হয়ে পদক্ষেপ করা শুরু করে দিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ব বিমান সংস্থা, তেমনই খবর মিলেছিল। তবে আপাতত সেটা বাতিল করা হচ্ছে। যার জেরে ব্যাহত হল আফগানিস্তানে আটকে থাকা নাগরিদের ফিরিয়ে আনার কাজ। ফলে আফগানিস্তানের রাজধানী শহরে আটকে থাকা ভারতীয়দের কী ভাবে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়াদিল্লি। কাবুলের উড়ান বন্ধ হওয়ায় আমেরিকা থেকে দিল্লিগামী বিমানেরও উড়ান পথ পরিবর্তন করতে হবে এয়ার ইন্ডিয়াকে, জানাচ্ছেন বিমান সংস্থার ওই সূত্র।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

লালবাজারের সেন্ট্রাল লকআপ থেকে ধৃত বিজেপি নেতাদের ছেড়ে দেওয়া হল

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি. স.) : সোমবার বিজেপির 'পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাও দিবস' কর্মসূচিতে ধৃত বিজেপি নেতাদের বিকেলের পর ছেড়ে দেওয়া হল লালবাজার থেকে। মহামারী আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে পুলিশ গান্ধীমূর্তি পাদদেশ থেকে গ্রেফতার করে দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, দলের রাজ্য মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী, যুব জনতা মোর্চার রাজ্য সভাপতি সৌমিত্র খাঁ, মীনাদেবী পুরোহিত প্রমুখকে। এদিন দুপুরে বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাও দিবস কর্মসূচি ঘিরে বিভিন্ন জায়গায় উত্তেজনা দেখা দেয়। দলের তরফে অভিযোগ, মোট দেড়শ নেতা-কর্মীকে আটক করা হয়। ধুন্ধুমার হয় রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে। সেখানে পুলিশ-বিজেপি ধস্তাধস্তি চলে। গ্রেফতার হয় সৌমিত্র খাঁ, শীলভদ্র দত্ত, কল্যাণ চৌবেরা।গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বিজেপির প্রতিবাদ-ধর্না থেকে গ্রেফতার করা হয় শুভেন্দু-দিলীপ-দেবশ্রী চৌধুরীদের।

মালদায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত চার

মালদা, ১৬ আগস্ট (হি. স.) : পুরাতন মালদার মির্জাপুর এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল চারজনের। এর মধ্যে একই পরিবারের ৩ জন রয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম গোপাল ঘোষ (৪২), তাঁর স্ত্রী স্বপ্না ঘোষ (৩৫), তাদের ছেলে সৌমেশ্বর ঘোষ (৭) এবং প্রতিবেশী বন্ধু দুলাল শেখ(৩৬)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন বাড়ি তৈরি করার জন্য স্ত্রী এবং ছেলেকে উত্তর দিনাজপুরের শ্বশুরবাড়িতে রেখে এসেছিলেন গোপাল ঘোষ। রবিবার স্বাধীনতা দিবসের দিন স্ত্রী ও ছেলেকে শশুরবাড়ি থেকে আনার সময় পথ দুর্ঘটনায় স্ত্রী ও সন্তান সহ গোপাল ঘোষের মৃত্যু হয়।

করিমগঞ্জ জেলার সাতটি ব্লকে উন্নমূলক কোনও কাজে দুর্নীতি হচ্ছে না, সব অভিযোগ ভিত্তিহীন, দাবি সিইওর

করিমগঞ্জ (অসম), ১৬ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার সাতটি উন্নয়ন খণ্ডের অন্তর্গত ৯৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এই চলছে এমজিএনরেগার কাজ। গ্রামীণ সড়ক, গার্ড ওয়াল, নদী ভাঙন সহ অন্যান্যনানা উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। আর এ সকল কাজে দেদার দুর্নীতি সংগঠিত হচ্ছে। কতিপয় বিভাগীয় আধিকারিক ও পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের বোঝাপড়ার মাধ্যমেই যে গ্রামোন্নয়নের অর্থে হরির লুট চলছে, সমগ্র জেলায় এমন বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন জিপির জনগণকে হাঁটু সমান কাঁদা মাড়িয়েও এই আধুনিক যুগে চলাচল করতে হচ্ছে। অথচ সড়ক নির্মাণ অথবা সংস্কারের নামে মঞ্জুরকৃত কাড়ি কাড়ি অর্থ লুটেপুটে নেওয়ার বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। এ সব অভিযোগ তো রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসের কাছেও লিখিতভাবে পৌঁছেছে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগীয় মন্ত্রী উচ্চস্তরীয় তদন্তের নির্দেশও ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছেন। এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা পরিষদের সিইও অমলেন্দু রায় এবার নড়েচড়ে বসেছেন।

কাজের বিভিন্ন বিষয়ে নিজের মতামত সোমবার সংবাদ মাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন অমলেন্দু রায়। তিনি জানান, এনআরইজিএস-এর কাজগুলো দেখাশোনার দায়িত্ব থাকে বিডিও, পিডি, সিইওর ওপর। কোথাও অভিযোগ থাকলে জেলাশাসক গিয়ে সংশ্লিষ্ট কাজের গুণগত মান পরীক্ষা করেন। সিইও অমলেন্দু রায় আরও জানান, এমজিএনরেগার মাধ্যমে সড়ক নির্মাণের জন্য বিভিন্ন প্রকারের সামগ্রী ক্রয় করতে হয়। রাস্তায় সংস্থাপনের জন্য সিসি ব্লক, রড, সিমেন্ট, বালু সহ নানা সামগ্রী ক্রয়ের প্রয়োজন হয়। প্রকল্পের কাজের জন্য যে সকল সামগ্রী ক্রয় করে ব্যনবহার করা হয়, তার জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট সরকারি নিয়মনীতি। সরকারের বেঁধে দেওয়া নিয়মনীতি অনুযায়ী কাজ করতে হয়। এখানে কোনও ধরনের গরমিল বরদাস্ত করা হয় না। যার জন্য সব কাজ ভালো হয়।

তিনি জানান, যে সকল সামগ্রী ক্রয় করা হয়ে থাকে, সেগুলোর বরাদ্দ আসতে কিছু সময় লাগে। কাজ শেষ হওয়ার রিপোর্ট জমা করার পর আসে। সরকার কর্তৃক সামগ্রীর অর্থ মঞ্জুর করার পর সংশ্লিষ্ট খণ্ড উন্নয়ন আধিকারিক টাকা রিলিজ করেন। নানা জায়গায় চলমান কাজ নিয়ে কিছু অভিযোগ প্রসঙ্গে সিইও রায় বলেন, সবকিছুই ভিত্তিহীন। সরকারি নিয়মনীতি একশোভাগ মেনে সব কাজ হচ্ছে। কোথাও অভিযোগ উঠলে সঙ্গে সঙ্গে তা খতিয়ে ব্য।বস্থা নেওয়া হচ্ছে। ফলে অযথা মিথ্যা অভিযোগ করে কিছু হবে না।

সিইও অমলেন্দু রায় আরও জানান, ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে যে সকল কাজ হয়েছিল সেগুলোর টাকা রিলিজ করা হয়েছে এ বছর। আর ২০২১-এর মেটেরিয়েলসের কোনও টাকা এখন পর্যন্ত মঞ্জুর হয়নি। ফলে এ নিয়ে অযথা হইচই করা হচ্ছে। করিমগঞ্জ জেলায় এনআরইজিএসের কাজের গুণগত মান খুব ভালো হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন জেলা পরিষদের সিইও অমলেন্দু রায়।

অন্যদদিকে তিনি এ-ও জানান, পঞ্চম আসাম স্টেট ফিনান্সের অর্থ রিলিজ হয় তিন দফায়। প্রথম ও তৃতীয় ২৫ শতাংশ এবং দ্বিতীয় দফায় দেওয়া হয় ৫০ শতাংশ অর্থ। তবে কাজের ওপর অভিযোগ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর কাজটি পুরোপুরি শেষ হওয়ার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রতিবেদন জমা দেন। তার পর চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ দেওয়া হয়ে থাকে। তিনি বলেন, সরকার গ্রমোন্নয়নের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। সেই সঙ্গে করিমগঞ্জ জেলায় গ্রামোন্নয়নে যে সকল প্রকল্পের কাজ চলছে সেগুলো সম্পূর্ণ গাইড লাইন মেনেই চলছে বলে দাবি করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের সিইও অমলেন্দু রায়ের। হিন্দুস্থান সমাচার

মনসা পূজা উপলক্ষ্যে করিমগঞ্জে সরকারি ছুটি মঙ্গলবার

করিমগঞ্জ (অসম), ১৬ আগস্ট (হি.স.) : আগামীকাল ১৭ আগস্ট, মঙ্গলবার মনসা পূজা উপলক্ষ্যে করিমগঞ্জে স্থানীয় ছুটি ঘোষণা করেছেন জেলাশাসক খগেশ্বর পেগু। এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জেলাশাসক জানান, এনআই অ্যাক্টের বলে আগামীকাল মঙ্গলবার সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। ছুটির ফলে মঙ্গলবার করিমগঞ্জ জেলায় রাজ্য সরকারের সব কার্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ইত্যাদি বন্ধ থাকবে। তবে জরুরি পরিষেবা, বোর্ড, কাউন্সিল, ইউনিভার্সিটি পরিচালিত পরীক্ষা অথবা পূর্বনির্ধারিত কোনও ধরনের লিখিত পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি আগামীকালের ছুটির ফলে প্রভাবিত হবে না, জানানো হয়েছে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে।

মেঘালয়ে খুন অসমের করিমগঞ্জ জেলার জনৈক ট্রাক চালক

জোয়াই (মেঘালয়), ১৬ আগস্ট (হি.স.) : মেঘালয়ের পশ্চিম জয়ন্তিয়াপাহাড় জেলায় দক্ষিণ অসমের বাসিন্দা জনৈক ট্রাক চালককে খুন করা হয়েছে। নিহত ট্রাক চালককে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি থানাধীন দোহালিয়ার জনৈক ধীরেন্দ্র দাসের ছেলে আলক দাস বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

পশ্চিম জয়ন্তিয়াপাহাড়ের পুলিশ সুপার দফতর সূত্রে জানা গেছে, ট্রাক চালক আলক দাসকে খুন করার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে একজনকে আটক করা হয়েছে। অনুপ ট্রাক টর্যান্সপোর্ট কোম্পানির পক্ষ থেকে এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এক এফআইআর দাখিল করা হয়েছে। এফআইআরে লেখা হয়েছে, সোমবার বেলা ২:৪৫ মিনিট নাগাদ কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি একটি মারুতি অল্টো কার নিয়ে টিআর ০১ এজি ১৬৮৯ নম্বরের ট্রাকটি হাইজ্যাক করে নিয়ে যায়। এর পর থেকে ট্রাক চালক আলোক দাস নিখোঁজ হয়ে যান। কিছুক্ষণ পর যেখান থেকে ট্রাকটি হাইজ্যাক করা হয়েছিল, তার কিছু দূরে আলোকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

অনুপ ট্রাক ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানির জনৈক পদাধিকারী জানান, তাঁদের এফআইআর পেয়ে একটি মামলা রুজু করে পুলিশ তদন্তে নামে। তবে ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানির কয়েকজন খোঁজাখুঁজি করে ট্রাকটিকে মিহমন্তালুর ৪ মাইলে অবস্থিত ওয়ে ব্রিজের কাছে গিয়ে ধরতে সক্ষম হন। ট্রাক থেকে এক ছিনতাইবাজকে আটক করে জোয়াই থানায় সমঝে দেওয়া হয়েছে। তবে ট্রাকে আরও একজন ছিল, সে পালিয়ে ফেরার হয়ে গেছে। তিনি জানান, ট্রাকে ৫০০ বস্তা এফসিআইয়ের চাল বোঝাই ছিল। গুয়াহাটির চাংসারি এফসিআই গুদাম থেরে গত ১৪ আগস্ট বিকেল ৪.১৫ মিনিটে ট্রাকে পাঁচশো বস্তা চাল বোঝাই করা হয়েছিল।

৩-দিনের কেরল সফরে রাহুল, নানা ইস্যুতে খোঁচা বিজেপিকে

ওয়ানাড (কেরল), ১৬ আগস্ট (হি.স.): কেরলে গিয়ে বিজেপিকে খোঁচা দিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তবে, বিজেপির নাম উচ্চারণ করেননি একবারও। বিজেপিকে খোঁচা দিতে গিয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন রাহুল। সোমবার কেরলের ওয়ানাডে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'বর্তমানে এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা বলেন আমাদের সুন্দর দেশ চাই, তারপর তাঁরাই অন্যদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেন। তাঁরা বলেন আমাদের এমন একটি ভারত চাই, যেখানে মহিলাদের সম্মান করা হবে, তারপর তাঁরাই মহিলাদের অসম্মান করেন।'

৩-দিনের সফরে সোমবার কেরলের ওয়ানাডে নিজের সংসদীয় কেন্দ্রে এসেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এদিন ওয়ানাড জেলার মনন্থাভাড়িতে গান্ধী পার্কে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি উন্মোচন করেন রাহুল গান্ধী। ১৭ আগস্ট, মঙ্গলবার কালপেট্টা জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করবেন রাহুল, পাশাপাশি কারাসেরি পঞ্চায়েত কৃষক দিবস অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। রাহুল গান্ধী এদিনের একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'বর্তমানে এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা বলেন আমাদের সুন্দর দেশ চাই, তারপর অন্যদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেন। তাঁরা বলেন আমাদের এমন একটি ভারত চাই, যেখানে মহিলাদের সম্মান করা হবে, তারপর তাঁরাই মহিলাদের অসম্মান করেন। তাঁরা নিজেরাই ধর্মনিরপেক্ষ দেশের কথা বলেন, তারপর নিজেরাই ধর্মকে ভিন্নভাবে দেখেন।'

রাহুল গান্ধী বলেন, 'মহাত্মা গান্ধীর বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তিনি যা বলতেন তাই করতেন। তিনি যদি বলে থাকেন ভারতের সহনশীল দেশ হওয়া উচিত, তাহলে তিনি সহনশীল আচরণই করেছিলেন। যদি তিনি বলতেন, মহিলাদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করা উচিত ভারতে, তিনি তেমনই সম্মান করেছিলেন মহিলাদের।'

কিছু স্কুল খুলল উত্তর প্রদেশে, শিক্ষাঙ্গন উন্মুক্ত বিহারেও

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি.স.): কিছু স্কুল খুলে গেল উত্তর প্রদেশে। সোমবার থেকে উত্তর প্রদেশের কিছু স্কুলে শুরু হয়েছে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পঠনপাঠন। সীমিত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে এদিন পঠনপাঠন হয়। কিছু স্কুল অবশ্য এখনও খোলেনি, সেই সমস্ত স্কুল খোলার প্রস্তুতি চলছে। একইসঙ্গে সোমবার থেকেই শিক্ষাঙ্গন উন্মুক্ত হয়েছে বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশেও। বিহারে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল চালু হয়েছে। মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে চলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

কিছুদিন আগেই উত্তর প্রদেশ সরকার জানিয়েছিল, সীমিত সংখ্যক (৫০ শতাংশ) ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে ১৬ আগস্ট থেকে উত্তর প্রদেশে খুলবে স্কুল। পঠনপাঠন হবে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পর্যন্ত। সেই মতো এদিন থেকেই উত্তর প্রদেশে খুলেছে শিক্ষাঙ্গন। তবে স্কুল খুললেও, এখনই সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে রাজি নন অধিকাংশ অভিভাবকরা।

করিমগঞ্জের পাথারকান্দিতে পুলিশের পৃথক অভিযানে বহু লক্ষ টাকার ড্রাগস সহ আটক দুই

পাথারকান্দি (অসম), ১৬ আগস্ট (হি.স.) : ড্রাগস-মুক্ত রাজ্যক গড়তে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানে একের পর এক সাফল্যা আসছে। গত দুদিনে পুলিশের পৃথক পৃথক অভিযানে নিষিদ্ধ ড্রাগস সহ দুই নেশা কারবারি ধরা পড়েছে। গতকাল স্বাধীনতা দিবসের সন্ধ্যাথরাতে পাথারকান্দি বাইপাস সংলগ্ন মামবাড়ি এলাকা থেকে প্রায় দশ লক্ষ টাকার ড্রাগস সহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছিল স্থানীয় পুলিশ। ধৃতকে পাথারকান্দি থানার অন্তর্গত পানিঘাটের বাসিন্দা জনৈক ইজরাইল আলির বছর ৩৬-এর ছেলে সুফিয়ান উদ্দিন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। এর পর আজ সোমবার কাকভোরে পৃথক আরেকটি অভিযানে পাথারকান্দি থানার পুলিশকর্মী আব্দুল হক লস্কর, বিশ্বজিৎ পাল, মুজিব উদ্দিন ত্রিপুরাগামী ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে তৃপ্তি হোটেল সংলগ্ন এলাকায় হানা দিয়ে প্রায় চল্লিশ কৌটা সন্দেহজনক হেরোইন সহ কুখ্যাতি ড্রাগস কারবারি জামাল হোসেন নামের যুবককে পাকড়াও করেন। ধৃত জামাল ওই এলাকার পূর্ব হৈতরখা গ্রামের বাসিন্দা প্রয়াত রজব আলির ছেলে। কিছুদিন আগে গাড়ি চুরির সঙ্গে অভিযোগে সে মিজোরামের কলাশিব জেলেও বন্দি ছিল। পাথারকান্দি থানার ওসি ইন্সপেক্টর সমরজিৎ বসুমতারি জানান, ড্রাগস সমেত জামালকে ধরতে গেলে তাঁদের হাত থেকে পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে পুলিশকর্মী মুজিব উদ্দিনকে ধারালো ছুরি নিয়ে হামলা চালায়।

আফগানিস্তানে গুরুদ্বারে আটকে ২০০ শিখ, কেন্দ্রের সাহায্য চাইলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি. স.): তালিবান অভ্যুত্থান হওয়া আফগানিস্তানের এক গুরুদ্বারে প্রায় ২০০ শিখ আটকে রয়েছেন। তাঁদের ফিরিয়ে আনার জন্য কেন্দ্রের কাছে অনুরোধ করেছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অমরেন্দ্র সিং। সোমবার বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে টুইট করে অমরেন্দ্র বলেন, 'তালিবানের দখল নেওয়ার পরে আফগানিস্তানের এক গুরুদ্বারে প্রায় ২০০ জন শিখ আটকে রয়েছেন। তাঁদের ফিরিয়ে আনার জন্য বিদেশমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছি। তাঁদের সুরক্ষিত ভাবে ফিরিয়ে আবার জন্য যা সাহায্য দরকার আমার সরকার করবে।'

অন্যদিকে, আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে দূতাবাসের কর্মী ও নিরাপত্তাকর্মী মিলিয়ে ২০০ জনের বেশি ভারতীয় আটকে রয়েছেন। দেশের দখল নেওয়ার পরে আফগানিস্তান থেকে অসামরিক বিমান পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে তালিবান। ফলে বিমান চলাচল না করতে পারায় সেখানে আটকে থাকা নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে সমস্যায় পড়েছে বিভিন্ন দেশ। সমস্যায় ভারতও। —হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

আগামীকাল মঙ্গলবার জারি হবে নয়া এসওপি, জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ১৬ আগস্ট (হি.স.) : আগামীকাল মঙ্গলবার জারি করা হবে নয়া স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওর (এসওপি)। চূড়ান্ত হয়ে গেছে নয়া এসওপি, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামীকাল স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রস্তাবিত নয়া এসওপি ঘোষণা করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর ইঙ্গিত, নয়া এসওপি অনুযায়ী আন্তঃজেলা যাতায়াতে কিছুটা রেহাই দেওয়া হবে। তবে সেপ্টোম্বরের আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অফলাইনে ক্লাশ শুরু করার পরিবেশ এখনও গড়ে ওঠেনি।

তিনি বলেন, নয়া এসওপি অনুয়ায়ী রাজ্যে বিকেল ৫:০০টার পরিবর্তে সন্ধে ৬ :০০ পর্যন্ত দোকানপাট খোলার অনুমতি দেওয়া হতেপারে। এছাড়া জোড়-বেজোড় নম্বরে গাড়িঘোড়া চলাচল করতে দেওয়া যায় কিনা তারও প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। কোভিড-কারফিউয়ের সময়সীমা কমিয়ে সন্ধ্যারাত ৭:০০টা থেকে ভোর ৫ :০০টা পর্যন্ত করা হবে।

২৪ ঘন্টায় ৭২ জনের মৃত্যু, পাকিস্তানে মোট করোনা-সংক্রমণ ১.১০-লক্ষাধিক

ইসলামাবাদ, ১৬ আগস্ট (হি.স.): পাকিস্তানে অনেকটাই কমে গেল করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৬৬৯ জন। কিছুটা কমেছে মৃত্যুর সংখ্যা, রবিবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৭২ জনের। ৭২ জনের মৃত্যুর পর পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ২৪,৪৭৮ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১,১০২,০৭৯ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৯ লক্ষ ৮৯ হাজার ০১৩ জন।

সোমবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩, ৬৬৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭২ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,১০২,০৭৯। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৮৮,৫৮৮। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৬.৮ শতাংশে পৌঁছেছে।

ট্র্যাক এন্ড ট্রেইল'র বাইসাইকেল র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। ট্রাক এন্ড ট্রেইলর বাইসাইকেল শোরুমের উদ্যোগ স্বাধীনতা দিবসে বাইসাইকেল র‍্যালি প্রদর্শনী। আগরতলা শহরের বুকে স্পোর্টস বাইসাইকেল শ্রীকৃষ্ণ এনটারপ্রাইজ শোরুমের উদ্যোগ ১৫ই আগস্ট সকাল সাতটা ত্রিশ মিনিটে প্রদীপ প্রাজ্জলনের মাধ্যমে এক বাই সাইকেল র‍্যালির শুভ সূচনা করেন ট্রাক এন্ড ট্রেইল এর কর্নধার অভিজিৎ দাস। মোট পঞ্চাশটি বাইসাইকেল র‍্যালিতে অংশ গ্রহন করে। পুরাতন জেল রোড শোরুম থেকে বিদুরকর্তা চৌমুহনী, কর্ণলেন চৌমুহনী রাস্তা ধরে সংহতি ক্লাব, ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনী, বটতলা, হরিগঙা বসাক রোড হয়ে আশ্রম চৌমুহনী পরিক্রমা করে শোরুমের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

জাকজমকপূর্ণ আয়োজনে কন্যা সন্তানকে বরণ করলেন বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ আগস্ট।। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও- এই শ্লোগানকে একশো শতাংশ মান্যতা দিয়ে পুরো উদয়পুর মহকুমা আলোড়ন সৃষ্টি করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন দক্ষিণ মাতাবাড়ি ত্রিপুরেশ্বরী কলোনির সন্তোষ শর্মা ও মীনাক্ষী পাল শর্মা।

কন্যা সন্তান জন্ম নিলে পারিবারিক অশান্তি শুরু হয় ,বধূর উপর অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ হয় - এমনি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনার অনেক দৃষ্টান্তের যেমন অভাব নেই, তেমনি কন্যা সন্তান জন্ম নিলে লক্ষ্মী হিসেবে বরন করার মতো দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ইতিহাস সৃষ্টির নজিরও গড়লেন শর্মা দম্পতি। কন্যা সন্তান জন্ম নিলেই কিছু কিছু পিতামাতার যেখানে মানসিক অবস্থা খারাপ হয়ে যায় সেখানে সদ্যোজাত কন্যা সন্তানকে বাজনা বাজিয়ে বেলুন দিয়ে গাড়ি সাজিয়ে হাসপাতাল চত্বরে নাচে গান মাতিয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিলেন শর্মা পিতামাতা। পিতা নিকট পুত্র কিংবা কন্যা সন্তান সবই যে সমান তার জ্বলজ্যান্ত প্রমান দিলেন উদয়পুর দক্ষিন মাতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ড ত্রিপুরেশ্বরী কলোনীর বাসিন্দা সন্তোষ শর্মা এবং মীনাক্ষী পাল শর্মা। সন্তোষ বাবু পেশায় মাতাবাড়ির একজন ক্ষুদ্র পেঁড়া ব্যবসায়ী। উনার এক পুত্র সন্তান রয়েছে। গত ১৩ই আগস্ট শুক্রবার টেপানিয়া স্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে উনার স্ত্রী ফুটফুটে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। আর কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার আনন্দে উনি হাসপাতাল সহ সাধারণ মানুষ কে মিষ্টিমুখ করিয়ে বাজনা বাজিয়ে বেলুন দিয়ে গাড়ি সাজিয়ে নাচে গানে আনন্দে উনার সদ্যোজাত কন্যা সন্তানকে নিজ বাড়িতে নিয়ে যান। কন্যা সন্তানের প্রতি উনার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান উদয়পুরের সকল অংশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ জনগণ। সন্তোষ বাবু সমস্ত পিতামাতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন কন্যা সন্তানকে ঘরের লক্ষ্মী রূপে বরন করলে সাংসারিক উন্নতি অবধারিত।

ভারতে করোনায় ৪.৩১-লক্ষাধিক মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি.স.): ভারতে ফের কমে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও ৫০০-র নীচেই রয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩২ হাজার ৯৩৭ জন, এই সময়ে কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৪১৭ জনের। রবিবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৫,৯০৯ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৭.৪৮ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৮১,৯৪৭ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৩,৩৮৯ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১১,৮১,২১২।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গন্ডাছড়ায় প্রাক্তন বিধায়কের বাড়িতে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৬ আগস্ট।। সিপিআইএমের প্রাক্তন বিধায়ক ললিত ত্রিপুরার বাড়ীতে রবিবার রাতে দুঃসাহসিক চুরি কান্ডের ঘটনায় গন্ডাছড়া দুর্গাপুর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জানা যায় বিধায়কের বাড়ীতেই থাকেন তার ছোট ভাই মৃত চন্দ্র মোহন ত্রিপুরার পরিবার। ঘটনার দিন চন্দ্র মোহনের স্ত্রী বাড়ীতে ছিলেন না। মহিলার অনুপস্থিতির সুযোগে চুরের দল বাড়ীতে ডুকে দরজার তালা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে। পরে একে একে দুই দুটি গরড্রেস ভেঙ্গে মূল্যবান জিনিস পত্র নিয়ে যায়। আজ সকালে চুরি কান্ডের ঘটনাটি বিধায়কের পরিবারের চোখে পড়তেই গন্ডাছড়া থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ছুটে এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। বিধায়কের বাড়ীতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

বিলোনীয়ায় ভবঘুরে মহিলাকে ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৬ আগস্ট।। সোমবার দুপুর আনুমানিক দুটো নাগাদ বিলোনিয়া মহকুমার উত্তর কলাবাড়িয়া বাজারে এসে একটি দোকানের সামনে বসে এক অপরিচিত মহিলা। যথারীতি ওই মহিলাকে দেখে স্থানীয় ব্যবসায়িক সহ জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায়। উনার কাছ থেকে উনার পরিচয় এবং নাম জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করলেও কিন্তু কিছুই বলতে পারছেন না।

কারন মহিলা ছিল মুখ বধির। কিন্তু স্থানীয় লোকজন মহিলাকে দেখেই মনে করছেন উনার বাড়ি বহি রাজ্যে। এরপর এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই উত্তর কলাবড়িয়া বাজারে লোকজন জড়ো হতে থাকে। বিকেল বেলা খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া মহিলা থানায় এবং সেখান থেকে ছুটে আসেন পুলিশ কর্মীরা। এবং ওই অপরিচিত মহিলাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এ বিষয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করলে উনি জানায় ওই অপরিচিত মহিলার কাছ থেকে উনারা নাম বা পরিচয় কোন কিছুই সংগ্রহ করতে পারেননি। আগামীকালকে উনাকে হোমে পাঠানো হচ্ছে বলে জানান তিনি !

ঋষ্যমুখে সিপিএমের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৬ আগস্ট।। তৃণমুল কংগ্রেসের খেলা হবে দিবসের প্রতিবাদ জানিয়ে বিলোনিয়ার ঋষ্যমুখ মন্ডলের উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করে। এই দিনে প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দেন ঋষ্যমুখ মন্ডল সভাপতি অশেষ বৈদ্য। মিছিলে আলোচনা রাখতে গিয়ে মন্ডল সভাপতি বলেন তৃনমুল কংগ্রেস ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি মিলে আমাদের এলাকার শান্তি, রাজ্যের শান্তির পরিবেশ নষ্ট করার। জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারই প্রতিবাদে মিছিল। আলোচনা রাখতে গিয়ে তিনি বলেন ত্রিপুরা রাজ্যের মাটি পদ্ম ফুলের মাটি,পদ্মফুলে ব্যাতীত অন্যকিছু এখানে হতে পারেনা, তৃণমূল কংগ্রেস বলছে খেলা হবে আমরা বলছি দেখা হবে,এতই খেলার ইচ্ছে থাকে ঋষ্যমুখ মন্ডলে খেলার কথা বলেন, তিনি এও বলেন বাইরে থেকে আমদানি কৃত দল ঋষ্যমুখ মন্ডল ও রাজ্যের শান্তির পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করলে প্রয়োজনে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।

আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তিরবাজারে নতুন মহকুমা শাসক দিয়িত্ব বুঝে নিলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৬ আগস্ট।। সোমবার বিকেল বেলায় এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে নতুনভাবে নিজ দায়িত্ব বুঝেনিলেন নবনিযুক্ত মহকুমা শাসক অভয়ানন্দ বৈদ্য। নতুন মহকুমা শাসককে দায়িত্ব বুঝিয়েদিলেন বিগতদিনে থাকা মহকুমা শাসক অর্ঘ্য সাহা। অর্ঘ্য সাহা শান্তির বাজার মহকুমা শাসক থাকা কালিন সময়ে শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে কাজকর্ম লাঠে উঠেছিলো। তিনি সর্বদা নেতৃত্ব স্থানীয় লোকজনদের কথামতো চলাফেরা করতো। নিজ দায়িত্ব পালনে তিনি সক্ষম ছিলেননা। সাধারন লোকজন কাজের জন্য মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে গেলে তিনি স্থানীয় নেতৃত্বদের কাছে লোকজনদের যাবার পরমর্শ দিতেন। উনার খামখেয়ালী পনায় মহকুমা শাসককের কার্যালয়ে লোকজনদের এসে নিরাশহয়ে ফিরেযেতেহয়েছে। অর্ঘ্য সাহার বদলির আদেশ বের হবার কথাশুনে শান্তির বাজার মহকুমাবাসীর মনে আনন্দের বাতাবরন ফিরে এসেছে। এখন নতুন মহকুমা শাসক লোকজনের হয়ে কাজ করবে এমনটাই আশাকরছে মহকুমাবাসী।

স্বাধীনতা দিবসে সার্ভিস রাইফেলে আত্মঘাতী বিএসএফ জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৬ আগস্ট।। ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবসের দিনে অসম ত্রিপুরা সীমান্তে অঘটন ।ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে প্রহরার দায়িত্বে থাকা অবস্থায় রহস্যজনক মৃত্যু হলো এক বিএসএফ জওয়ানের। সীমান্তের সেন্টি পোস্টে ঘুমন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় এই জওয়ানের মৃতদেহ ।তবে বুকের উপরে রাখা ছিলো বন্দুক আর মাথার মধ্য গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে সুরক্ষা বলয়ের এই জওয়ান ।ঘটনা অসম ত্রিপুরা সীমান্তের করিমগঞ্জ জেলার কারখানা পুতনি সীমান্তে। মৃত্যু হওয়া বিএসএফ জওয়ানের নাম মনবীর সিং (৪২) ।তার ঘর উত্তর প্রদেশে। বিএসএফের ১৩৪ নম্বর ব্যাটেলিয়নে কর্মরত জওয়ান কারখানা পুতনি সীমান্তে কর্তব্য নিয়োজিত ছিলো ।কোনো বিশেষ কারনে জওয়ানজন আত্মঘাতী হওয়ার সন্দেহ করলেও ঘটনার প্রকৃত রহস্য এখনো উদ্ধার হয়নি ।ঘটনার পর বিএসএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এসে তদন্ত শুরু করেছেন।

ইচাবাজারে শিবমন্দিরে বিশেষ পূজার্চনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। আজ শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার। ইচাবাজার শিবমন্দির পূজাকমিটি প্রথম বারের মতো শ্রাবনী পূজার আয়োজন করেছে।

শ্রাবণ মাস শিবের জন্ম মাস ।ধর্মপ্রাণ মানুষ প্রতিটি সোমবারে শিবের বিশেষ পূজার্চনা করে থাকেন। সারা রাজ্যে শিব মন্দির গুলিকে এদিন মুক্তপ্রাণ মানুষের ভিড় পরিলক্ষিত হয়। করোনার দাপট কিছুটা কমতেই ধর্মপ্রাণ মানুষ পূজার্চনায় ব্রতী হয়েছেন । এবছর ইচাবাজার শিব মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে প্রথমবারের মতো বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছে। শ্রাবণ মাসের চতুর্থ সোমবার ভোররাতে ইশা বাজার এলাকার ধর্মপ্রাণ মানুষ সুসজ্জিত রেলি করে ঝুলন্ত ব্রিজ সংলগ্ন হাওড়া নদী থেকে হাওড়া নদী থেকে করে নিয়ে যান মহাদেবকে স্নান করানোর জন্য। সোমবার ভোর থেকেই শিব ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

উদযাপিত

● আটের পাতার পর

বীর শহীদ জওয়ানদের ম'তির প্রতি দু'মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ সাংবাদিকদের জানান, আজ দেশ ও রাজ্যে যে গতিতে উন্নয়ন হচ্ছে তা স্বাধীনতারই সুফল। ছো-একটা অংশ দেশের স্বাধীনতাকে ও অখণ্ডতাকে বিপন্ন করতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে হবে।

ত্রিপুরা বিধানসভায়ও আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস। বিধানসভা ভবন প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে তিনি বলেন, অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মবলিদানের ফলে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দেশের স্বাধীনতা অর্জনে আত্মবলিদানকারী বীর শহীদদের ম'তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তিনি রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানান এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হতে আহ্বান জানান। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর আরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে বিধানসভার সচিব সহ অন্যান্য কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আজ সচিবালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তলন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। পতাকা উত্তোলনের পর শিক্ষামন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই এই পবিত্র দিনে স্বাধীনতা আন্দোলনের সেনানীদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মরণ করেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশের সামাজিক, সাংস্ক'তিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নতুন নতুন দিশা দেখাচ্ছে। দেশের স্বাধীনতার পর এই প্রথম কোনও কেন্দ্রীয় সরকার আত্মনির্ভর ভারত গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আজ দেশবাসী গর্ব করে বলতে পারে যে স্বাধীনতার পর থেকে শুরু করে শিক্ষাসূচকে ২০২০ সালে দেশ সন্তোষজনক অবস্থায় ছিল। দেশে শিশু মৃত্যর হার সবচেয়ে কম দেখা গেছে ২০২০ সালে। ২০০৯ সালে দেশে শিশুর মৃত্যর হার যেখানে ছিল ৪৭.৩ শতাংশ সেখানে ২০২০ সালে তা কমে হয়েছে ২৮.৩ শতাংশ। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৭ সালে যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি গ্রহণ করেছে তার মাধ্যমে ২০২২ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য প্রকল্পের ১০০ শতাংশ বাস্তবায়ণের কাজ দ্রত গতিতে চলছে।

৭৫তম স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গ হিসেবে আজ সন্ধ্যায় রাজভবনে 'এট হোম' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় মনো' সাস্ক'তিক অনুষ্ঠান। রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস, বিধানসভার সরকারি মুখ্যসচেতক কল্যাণী রায়, মুখ্যসচিব কুমার অলক, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভি এস যাদব, ত্রিপুরা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ কে কুরেশি, প্রধান সচিব জে কে সিনহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

কর্মসংস্থানের মাধ্যমে প্রায় ৮০ হাজার জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকের অভাব দূর করতে রাজ্য সরকার টি এইচ এস গ্রেড-৪ ভুক্ত জে এম ও, জি ডি এম ও পোস্টে মাত্র ৩৯ দিন সময়ের মধ্যে ১৫৬ জন এম বি বি এস ডাক্তার নিয়োগ করেছে । মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির সংখ্যা আরো বাড়াতে এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোভিড-১৯ রোগীদের পরিষেবা প্রদানে এম বি বি এস ডাক্তার, ডেন্টাল সার্জন, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান এবং নার্স মিলিয়ে মোট ৩২৬ জনকে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছে। অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালকে যথোপযুক্তভাবে অত্যাধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। ইতিমধ্যে এই হাসপাতালে ১০০জনেরও বেশি রোগীর অ'োপচার করা হয়েছে । এর ফলে চিকিৎসার জন্য বর্হিরাজ্যে যাওয়ার হার অনেকাংশে কমেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরাণিত করতে প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছেন। ২০২২-২৩-এর মধ্যে ক'ষকদের আয় দ্বিগুণ করার উপর রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে ও ২০২০-২১ থেকে ২০২২-২৩ এই তিন অর্থবছরের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরী করেছে। এই কর্মপরিকল্পনায় ২৮ হেক্টর জমিতে হাইবিড ভু-া ও ২২ হেক্টর জমিতে ব্ল্যাকগ্রাম বা উড়দ ডালের মতো লাভজনক শষ্যগুলি উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার জৈব চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। গত তিন বছরে ৪ হাজার হেক্টর এলাকাকে জৈব চাষের আওতায় আনা হয়েছে এবং ২০২১-২২ অর্থবর্ষের মধ্যে আরও ১৫ হাজার হেক্টর জমিকে জৈব চাষের আওতায় আনার কাজ চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে রাজ্যে এই প্রথম ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ২০০ জন ক'ষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৭ই আগষ্ট, ২০২১ পর্যন্ত মোট ৩১৬ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা জমা দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৩ লক্ষ ০২ হাজার ৫৭৭ জন ক'ষক বীমার আওতায় এসেছেন। রাজ্যে ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৪০০টি কিষাণ ক্রেডিট কার্ড বিলি করা হয়েছিল। ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৯৯ হাজার ৫৫৯টি। রাজ্যে ক'ষকদের বার্ষিক গড় আয় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ৬ হাজার ৫৮০ টাকা থেকে বেড়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১১ হাজার ৯৬ টাকা হয়েছে। রাজ্য সরকার ২০১৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ক'ষকদের কাছ থেকে ধান কেনার প্রক্রিয়া শুরু করে। চলতি বিপণন মরশুমে ৭হাজার ৫৮৫ জন ক'ষকের কাছ থেকে মোট ১২,৯৭৫ মেট্রিকটন ধান কেনা হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ২৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা যা সরাসরি ক'ষকদের অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৪২ হাজার ১৫৯ জন ক'ষক থেকে মোট ৭২ হাজার ৯৫৭ মেট্রিকটন ধান কেনা হয়েছে এবং মোট ১৩১.৮৯ কোটি টাকা সরাসরি ক'ষকদের অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে দুধের উৎপাদন ব'দ্ধি করার উদ্দেশ্যে 'মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গো-ধন প্রকল্পে ২০২১-২২ সালে অধিক সংখ্যক ী বাছুরের জন্মদানের জন্যে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ২০০ ডোজ সে' সর্টেড সিমেন বপন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষেত্রে রাজ্যে বেসরকারী বিনিয়োগ বাড়ার পাশাপাশি দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষমতাও ব'দ্ধি পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মৎস্যচাষের ক্ষেত্রটিকেও রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। ২০২১-২২ সালে ৮২ হাজার মেট্রিকটন মাছের উৎপাদন হয়েছে যা ২০১৭-১৮ সালের তুলনায় ৯ হাজার ৭২৭ মেট্রিক টন বেশি। তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর তপশিলী জাতিভুক্ত মাছ ও শুকনো মাছ বিক্রেতাদের পারিবারিক আয় ব'দ্ধির জন্য একটি বিশেষ প্রকল্প নির্ধারণ করেছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে তপশিলী জাতিভুক্ত মাছ ও শুকনো মাছ বিক্রেতা মোট ৪ হাজার জনকে ২০২১-২২ সালে তপশীলি জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম ও ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণ এবং রাজ্য সরকারের ভর্তুকী প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার ২০২২-২৩ থেকে ২০২৪-২৫ এই তিন বছর মেয়াদী 'মিশন ফর কমার্শিয়্যালাইজেশন অব জ্যাকফ্রুট এণ্ড পাইন্যাপল' প্রকল্প চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে। বিভিন্ন সুবিধাজনক দিক বিবেচনা করে এই প্রকল্প রাজ্য সরকারের সহায়তায় রূপায়িত হবে। এই প্রকল্পে ত্রিপুরার ৩ হাজার ৬০০ হেক্টর এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে কাঁঠাল ও আনারস চাষ করা হবে এবং এক সুসংহত বিপণন ব্যবস্থার সুযোগ থাকবে।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

কিছু না বলে কাজ বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশ দেন। তাই শ্রমিকরা সোমবার বিকেলে কর্মসংস্থান ফিরে পাবার জন্য গ্যাস বটলিং প্লান্টের অফিসের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে। কিন্তু সেখান থেকে কোন উত্তর না পাওয়ায় শ্রমিকরা অফিসের সামনে সমস্ত শ্রমিকদেরকে নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে।

শ্রমিকদের দাবি যদি তাদেরকে পুনরায় বহাল না করা হয় তাহলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলে হুশিয়ারি দেয়।

সুস্মিতা দেব

● প্রথম পাতার পর

তুর্কি নেত্রী সুস্মিতা দেব দল থেকে পদত্যাগ করেছেন বলে অবগত নন বলে জানিয়েছিলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। সুস্মিতা পদত্যাগ করেছেন, এ সম্পর্কে তাঁর কাছে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে ভূপেন বরা বলেন, 'এখনও আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানি না, মোটেও অবগত নই।' তবে জানা গেছে, এই দুঃসংবাদ পাওয়ার খবর পেয়ে আজই গুয়াহাটিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে সুস্মিতা দেব সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানাবেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা।

প্রসঙ্গত, সুস্মিতা দেব অসম তথা সর্বভারতীয় কংগ্রেসের একদার প্রভাবশালী নেতা, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, শিলচর ও ত্রিপুরা থেকে নির্বাচিত বহুবারের সাংসদ সন্তোষমোহন দেবের কনিষ্ঠা কন্যা। গত ২০১১ সালে বিধায়ক, ২০১৪ সালে শিলচর আসনের লোকসভা সাংসদ সুস্মিতা দেব গত ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে শিলচর আসনে বিজেপি প্রার্থী ডা. রাজদীপ রায়ের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে সুস্মিতা দেবকে সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রীর দায়িত্ব দিয়েছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

উল্লেখ্য, এআইইউডিএফ-এর সঙ্গে জোট বেঁধে মহাজোট গড়ায় কংগ্রেস ওপর বেজায় অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন সুস্মিতা। এছাড়া গত বিধানসভা নির্বাচনে বরাক উপত্যকায় তাঁকে অজ্ঞাতে রেখে কংগ্রেস প্রার্থী চয়নকে কেন্দ্র করে তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ্যে এসেছিল। বিধানসভা নির্বাচনের আগেই দল ছাড়ার হুমকি দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দলীয় নেতৃত্ব নানাভাবে বুঝিয়ে এতদিন তাঁকে দলে রেখেছিল। ইত্যবসরে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকে তৃণমূল নেতৃত্ব। যা আজ সফল হয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহল।

সুস্মিতা দেব দল ছাড়ায় দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকায় কংগ্রেসের ব্যাপক ক্ষতি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, আজই তিনি কলকাতায় গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলি সাসংদ ডেরিক ও''ব্রায়েন প্রমুখের উপস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন।

রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

নয়।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় সম্প্রতি তৃণমূল নেতাদের ঘনঘন সফর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নতুন করে এ-রাজ্যে সংগঠন সাজাতে হবে, তা পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল নেতৃবৃন্দ ভালই বুঝছেন। ফলে, লাগাতর চেষ্টায় হয়ত সাংগঠনিক বিস্তার সম্ভব হবে, এমনটাই মনে করছেন তাঁরা। গতকাল আগরতলা থেকে প্রায় ১৫০ কিমি দুরে সাব্রুমে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন তৃণমূলের দুই সাংসদ। তাঁরা উন্নত চিকিতার জন্য গতকালকেই কলকাতা ফিরে গেছেন।

আজ সর্ব ভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে ত্রিপুরায় খেলা দিবস পালন করা হয়েছে। গায়ে খেলা হবে-র টি-শার্ট জড়িয়ে তৃণমূলের সাংসদ ও দু-চার জন স্থানীয় নেতা মিলে ওই দিবসটি উদযাপন করা হয়েছে। প্রথমে তাঁরা বিবেকানন্দ ময়দানে ফুটবল খেলেন। এর মাধ্যমেই খেলা হবে-র ডাক দেন তৃণমূল নেতৃবৃন্দ।

সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা ত্রিপুরাবাসীর বন্ধুত্ব চাইছি। কারণ, তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিপুরাকে আরও সুন্দর করবে এবং গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনবে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় খেলার মাধ্যমেই জয় হবে, বন্দুকের সাহায্যে নয়।

গাড়ি

● প্রথম পাতার পর

সামনে অস্ত্রসংবরণ করে জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে ফিরে এসেছিল চেস্টারফিল্ড। কিন্তু এটা ছিল তার নাটক। সমাজে বুক ফুলিয়ে ঘোরাফেরা করলেও গোপনে সে এইচএনএলসি-র সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখে নাশকতাজনিত কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে নানা ছক কষত, বলেন পুলিশ-প্রধান (ডিজিপি) আর চন্দ্রনাথন।

সংখ্যা

● প্রথম পাতার পর

৯৭.৩৬ শতাংশ। এদিকে ০.৯৬ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় এক জনের মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৭৭৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, আবারও পশ্চিম জেলা করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ১৮ জন, দক্ষিণ জেলায় ১২ জন, গোমতি জেলায় ৪ জন, ধলাই জেলায় ৬ জন, সিপাহিজলা জেলায় ৪ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২ জন এবং উনকোটি জেলায় ৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। খোয়াই জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় কেউ করোনা আক্রান্ত হননি।

প্রতিমা ভৌমিক

● প্রথম পাতার পর

এদিন তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী সমগ্র দেশকে এক নজরে দেখেন। তাই, তিনি মন্ত্রিসভায় সকল অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব রেখেছেন। সবচেয়ে বড় বিষয় হল, মহিলা ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ১১ জন মহিলা মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব দিয়েছেন। প্রতিমা ভৌমিকের কথায়, এই প্রথম উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অত্যাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অঞ্চলকেও উন্নত করার অঙ্গীকার নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাই, এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে ৫ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রয়েছেন। তিনি আবেগের সুরে বলেন, ত্রিপুরাকে এভাবে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়ে অতীতে কোন সরকার ভাবেনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছোট্ট পাহাড়ী রাজ্য ত্রিপুরা থেকেও প্রতিনিধিকে মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়েছেন। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন, ত্রিপুরাবাসীর সাথে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সেতুবন্ধনের কাজ করব।

কিশোরীর

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক মেয়েটির শারিরীক অবস্থার অবনতি ঘটতে দেখে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য। জিবি হাসপাতালে প্রেরন করেন। বর্তমানে সে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় একটি সূত্রে জানা গেছে পারিবারিক কলহের জেরে নাবালিকাটি বিষ পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সায়নী ঘোষ

● প্রথম পাতার পর

আসবেন। তখন সামলাতে পারবেন না, বিজেপির উদ্দেশ্যে হুশিরায়ী সায়নীর।

তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরায় সগঠন বাড়াতে চাইছে তৃণমূল। এক্ষেত্রে খুবই বাছাই করে সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়া হবে। তাতে, ছাত্র, যুব, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা থাকবেন। তাঁর আবেদন, ত্রিপুরায় একসাথে সকলে কাজ করতে চাই। তাই, মানুষ আমাদের সমর্থন করুন।

জলে

● প্রথম পাতার পর

বিশালগড় ফুলতলী নোয়াপাড়া এলাকার জলে ডুবে শিশুর মৃত্যু সংবাদে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবারের লোকজনদের অসতর্কতার কারণেই ঘটনাটি ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

াঙ্গন

রুটদের বিরুদ্ধে বিরাট জয়ের পর কোহলীর ভারতকে শুভেচ্ছা জানালেন সচিন তেন্ডুলকর

বরাবরই তিনি বিরাট কোহলীর ভক্ত। ভারতীয় দল ভাল পারফরম্যান্স করলে সচিন তেন্ডুলকর আনন্দে মেতে ওঠেন। এ বারও সেটা দেখা গেল। লর্ডসে জো রুটের ইংল্যান্ডকে ১৫১ রানে হারিয়ে দেওয়ার পরেই ''কিং কোহলী''-র দলকে শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিলেন সচিন। অভিনন্দন জানানোর ক্ষেত্রে সচিনের সঙ্গে এই তালিকায় ভিভিএস লক্ষণ, যুবরাজ সিংহ, বীরেন্দ্র সহবাগের মতো প্রাক্তনরাও আছেন।

সচিন লিখেছেন, ''এটাই টেস্ট ম্যাচের মজা। প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করলাম। এই দলের সহনশীলতা, সাহস আমাকে মুগ্ধ করেছে। কঠিন সময়ে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য এই ম্যাচ মনে থাকবে। দারুণ খেলেছো।''

সহবাগ দলকে শুভেচ্ছা জানালেও ক্রিকেট পন্ডিতদের একটু খোঁচা দিয়ে লিখেছেন, ''প্রথম দিন থেকে শুনে আসছিলাম, ''এই টেস্ট বাঁচাতে পারবে তো!'' ছেলেরা কিন্তু লর্ডস টেস্ট জিতে দেখাল। বিদেশে এমন জয়ের কীর্তি আর কোনও দেশ গড়তে পেরেছে বলে তো মনে হয় না। ছেলেরা কামাল করে দিল। একই সঙ্গে বুঝিয়ে দিল যে এই ভারতীয় দলকে হালকা ভাবে নেওয়া উচিত নয়।''

বহু যুদ্ধের নায়ক লক্ষণ টুইটারে লিখেছেন, ''টেস্ট ম্যাচের জন্য দারুণ একটা দিন। সেই জন্য এই জয় ভারতীয় দলের সমর্থকরা অনেক বছর মনে রাখবে। দিনের শুরুতে শামি ও বুমরা ব্যাট হাতে লড়াই করল। তারপর চার জন জোরে বোলার ছিনিয়ে আনল রুদ্ধশ্বাস জয়।''

ভাজ্জি লিখেছেন, ''লর্ডসে অসাধারণ জয় দেখলাম। ওয়েল ডান টিম ইন্ডিয়া। শামি, বুমরা, ইশান্ত ও সিরাজ অনবদ্য। তোমাদের জন্যই এই জয় সম্ভব হল।''

দলের প্রয়োজনের সময় ছক্কা হাঁকিয়ে হাফ-সেঞ্চুরি শামির

লন্ডন, ১৬ আগস্ট (হি. স.): যে কাজটা করতে বাকিরা ব্যর্থ, সেটাই অনায়াসে সম্পন্ন করলেন মহম্মদ শামি। তাও আবার ব্যাট হাতে। দলের প্রয়োজনের সময় ঐতিহ্যশালী লর্ডসে ৫৭ বলে হাফ-সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব অর্জন করেন শামি। এরপরই ২৯৮ রানে ইনিংস ডিক্লেয়ার করেন ক্যাপ্টেন কোহলি।

দ্বিতীয় ইনিংসের চতুর্থ দিনেই ছয় উইকেট খুইয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। টেস্টের শেষ দিন তাই ইংলিশ বোলারদের টার্গেট ছিল, দ্রুত চার উইকেট তুলে নিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান পকেটে পুরে ফেলা। কিন্তু তেমনটা হতে দিলেন না ভারতীয় টেল এন্ডাররা। মহম্মদ শামি, জশপ্রীত বুমরাহরা বুঝিয়ে দিলেন, শুধু বল হাতেই তাঁরা বিপক্ষের ত্রাস নন, দরকারে ব্যাট করতে নেমেও চমকে দিতে পারেন। সোমবার সেই দৃশ্যেরই সাক্ষী থাকল লর্ডস। চতুর্থ দিনের শেষে ভারতের স্কোরবোর্ডে ছিল ১৮১ রান। ক্রিজে তখন রবীন্দ্র জাদেজা (৩) এবং ঋষভ পন্থ (২২)। তাঁরা প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলে দলের হাল ধরেন শামি ও বুমরাহ। ২০১৪ ট্রেন্ট ব্রিজের পর ফের ইংলিশ বোলারদের চমকে দিলেন শামি (৫২*)। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অর্ধ-শতরান করে দলকে অনেকখানি এগিয়ে দিলেন তিনি। দোসর আরেক ভারতীয় পেসার বুমরাহ (৩৪*)। তাঁদের ব্যাটে ভর করে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই আট উইকেটে ২৯৮ রানে ইনিংস ডিক্লেয়ার করেন ক্যাপ্টেন কোহলি।

ড্র নয়, জয়ই লক্ষ্য টিম ইন্ডিয়ার। ঘণ্টা চারেকের মধ্যে সবকটি উইকেট তুলে নেওয়াকে পাখির চোখ করেই তাই রুটদের ব্যাট করতে পাঠালেন কোহলি। যে লক্ষ্যের শুরুটাও হয় বিধ্বংসী। সৌজন্যে সেই শামি ও বুমরাহ। দুই ওপেনারকে দ্রুত আউট করেন তাঁরা। টপ অর্ডারে ধস নামানো শেষমেশ কতখানি কাজে দেয়, এখন সেটাই দেখার। —হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

পেসারদের আগুনে লর্ডসে ঝলসে গেলো ব্রিটিশরা, ঐতিহাসিক জয় বিরাটদের

নজরবন্দি ব্যুরোঃ পেসারদের আগুনে লর্ডসে ঝলসে গেলো ব্রিটিশরা, নাটকিয় ম্যাচে ১৫১ রানে দুরন্ত জয় পেল ভারত। ম্যাচ ড্র করার লক্ষ্য নিয়ে ২৭২ রান তাড়া করতে নেমে ১২০ রানেই অল আউট হয়ে গেলো রুট বাহিনী। লড়াই করেও ম্যাচ ড্র করতে পারেনি রুট বাহিনী। ভারতের বোলারদের দাপটে পঞ্চম দিনের শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতেই পারলেন না ব্রিটিশরা।

ভারতের হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ টি উইকেট তুলে নিলেন মহম্মদ সিরাজ। ৩ টি উইকেট নিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। এছাড়াও ইশান্ত শর্মার ঝুলিতে আসে ২টি উইকেট এবং শামি তুলেছেন ১ টি উইকেট।ভারতের সর্বকালের সেরা স্মরণীয় টেস্ট জয়ের তালিকায় লর্ডসের এই জয় থেকে যাবে। দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে ২৯৮ রান করে ডিক্লেয়ার করে ইংল্যান্ডকে ৫২ ওভারের মধ্যে অল আউট করে দিল ভারত।

নিজেদের গর্ব-ঐতিহ্যের প্রতীক লর্ডসে জো রুটরা দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১২০ রানে অল আউট হয়ে ইংল্যান্ড ক্রিকেটের মাথাহেঁট করলেন। ৬০ ওভারে ২৭২ রান করলে জয় আসবে, এমন শর্তে ম্যাচ বাঁচাতে নেমে রুটরা মাত্র ৫১.৫ ওভারেই গুঁটিয়ে গেলেন। ভারতীয় বোলারদের দাপটে কার্যত উড়ে গিয়েছে রুটব্রিগেড।

দুই ইংলিশ ওপেনার চূড়ান্ত ব্যর্থ। ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেছেন অধিনায়ক জো রুট (৩৩)। ২৫ রান করে আউট হন জস বাটলার। মইন আলির ব্যাট থেকে আসে ১৩ রান।ভারত (প্রথম ইনিংস): ৩৬৪/১০ (রাহুল-১২৯, রোহিত-৮৩, কোহলি-৪২, জাদেজা-৪০ অ্যান্ডারসন-৬২/৫)।

ঐতিহাসিক জয় বিরাটদের

পেসারদের আগুনে লর্ডসে ঝলসে গেলো ব্রিটিশরা, ঐতিহাসিক জয় বিরাটদের

ইংল্যান্ড(প্রথম ইনিংস): ৩৯১/১০ (রুট ১৮০*, বেয়ারস্টো ৫৭, সিরাজ-৯৪/৪, ইশান্ত-৬৯/৩) ভারত (দ্বিতীয় ইনিংস): ২৯৮/৮ ডিক্লেয়ার্ড (রাহানে ৬১, পুজারা ৪৫, শামি-৫৬*, উড-৫১/৩)। ইংল্যান্ড (দ্বিতীয় ইনিংস):১২০/১০ (রুট-৩৩, সিরাজ-৩২/৪, বুমরা-৩৩/৩) ১৫১ রানে জয়ী ভারত। ম্যাচের সেরা : লোকেশ রাহুল

'বার্সায় কিছুই আর আগের মতো থাকবে না'

লিওনেল মেসি পরবর্তী যুগের শুরুটা বার্সেলোনার দারুণ হলেও কঠিন বাস্তবতা বুঝতে পারছেন জেরার্দ পিকে। ক্লাবে কিছুই আর আগের মতো থাকবে না বলে মনে করেন তিনি। তবু হতাশা ভুলে এগিয়ে যাওয়ার তাগিদ দিলেন অভিজ্ঞ এই ডিফেন্ডার। লা লিগায় ঘরের মাঠে রোববার রিয়াল সোসিয়েদাদকে ৪-২ গোলে হারিয়ে ২০২১-২২ মৌসুম শুরু করে বার্সেলোনা। শুরুতে দলকে এগিয়ে নেওয়া গোলটি করেছিলেন পিকে। ম্যাচ শেষে বাড়ি ফিরে জনপ্রিয় ইউটিউবার ইবাই ইয়ানোসের সঙ্গে আলাপচারিতায় নানান বিষয় নিয়ে কথা বলেন ৩৪ বছর বয়সী এই স্প্যানিয়ার্ড। অবধারিতভাবে উঠে আসে বার্সেলোনার সদ্য সাবেক মেসি প্রসঙ্গ। নতুন যুগের শুরুর এই জয় দলকে এগিয়ে যেতে আত্মবিশ্বাস যোগাবে বলে বিশ্বাস পিকের।"মেসিকে ছাড়া নতুন যুগের শুরু হলো। তবে আমরা ইতিবাচক ভাবনার সঙ্গেই এগিয়ে যাব।""রিয়াল সোসিয়েদাদ দুর্দান্ত একটা দল এবং আমরা ৭০ মিনিট দারুণ ফুটবল খেলেছি। লিও চলে যাওয়ার ধাক্কা কাটিয়ে আমরা সবে শুরু করলাম এবং এই জয় আমাদের অনেক আত্মবিশ্বাস যোগাবে।"তবে কোনো কিছুই যে আর আগের মতো থাকবে না সেটাও মনে করিয়ে দিলেন মেসির এই বাল্যবন্ধু। "কিছুই আর আগের মতো থাকবে না, তবে মানুষকে রোমাঞ্চকর ফুটবল দেওয়ার মতো, মৌসুমের শেষ পর্যন্ত লড়াই করার মতো দল আমাদের আছে। এই জয় তার প্রথম ধাপ।" মেসির বিদায় ছুঁয়ে গেছে বার্সেলোনা শিবিরের সবাইকে। অনেকের জন্যই এটা মেনে নেওয়া ছিল কঠিন। বিশেষ করে পিকের জন্যে। দুজনের একসঙ্গে পথচলার শুরুটা যে হয়েছিল সেই কিশোর বয়স থেকে, ক্লাবের একাডেমিতে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

পেশাদার বক্সিংয়ে প্রথম ম্যাচেই বাজিমাত মহম্মদ আলির নাতির

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি. স.): পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রেখেই বক্সিংয়ে অভিষেক হল প্রয়াত মহম্মদ আলির নাতি নিকো আলি ওয়ালশের। অভিষেক ম্যাচে বাজিমাত করলেন নিকো। রবিবার আমেরিকার ওকলাহোমায় পেশাদার বক্সিংয়ে অভিষেক হল তাঁর। মিডলওয়েট লড়াইয়ে প্রতিপক্ষ জর্ডান উইকসকে মাত্র এক মিনিট ৪৯ সেকেন্ডেই হারিয়ে দিলেন তিনি। ২০ বছরের নিকোর সাফল্যে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত মহম্মদ আলির সমর্থকরাও।

বব অ্যারামসের বক্সিং দলে অনুশীলন করেন নিকো। এই বক্সিং দলের মাধ্যমেই কিংবদন্তি বক্সার মহম্মদ আলির প্রথম বাউটও আয়োজন করা হয়েছিল। নিজের প্রথম লড়াইয়ে নিকো নেমেছিলেন দাদু আলির পোশাক পরেই, যা ছিল তাঁর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। ৫০ বছর আগে এই পোশাক পরেই কোনও এক ম্যাচে নেমেছিলেন আলি। পরে নাতি নিকোকে সেই পোশাক উপহার দিয়ে দেন। ম্যাচের পর নিকো বলেছেন, "একটা অবিশ্বাস্য রাত কাটালাম। ঠিক যেরকম চেয়েছিলাম সেরকমই হয়েছে। তবে এই পোশাক আর পরব না। অনেক আবেগ জড়িয়ে রয়েছে এর সঙ্গে। আমার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। দাদুকে খুব মিস করি।" তাঁর সংযোজন, "এই পোশাক পরে দাদুকেই ফের বক্সিং রিংয়ে টেনে এনেছিলাম।"

নিকো হলেন আলি পরিবারের তৃতীয় প্রজন্ম যিনি বক্সিংয়ে এলেন। আলির মেয়ে লায়লা নামী বক্সার ছিলেন। নিকো হলেন আলির আর এক মেয়ে রাশেদার ছেলে।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

প্রয়াত চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়কে শেষ শ্রদ্ধা ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি. স.): সোমবার শেষ বারের মতে ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে এলেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। এদিন ইস্টবেঙ্গল তাঁবুতে শেষ শ্রদ্ধা জানান হল প্রয়াত চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়কে। সেখানে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান প্রাক্তন ফুটবলার এবং ক্রীড়ামন্ত্রী অরুপ বিশ্বাসও। মোহনবাগানের তরফেও শ্রদ্ধা জানানো হয় তারকা এই ডিফেন্ডারকে। তাঁর প্রতি সম্মান জানাতে এদিন ইস্টবেঙ্গলের পতাকাও অর্ধনমিত রাখা হয়েছিল। ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসের দিনই রবিবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন তিন প্রধানে খেলা প্রাক্তন ফুটবলার চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। ভারতীয় দলের নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার ছিলেন চিন্ময়। ষাটের দশকের কলকাতা ময়দানে পা রেখেছিলেন তিনি। প্রথমে বাটা ক্লাবে খেলা শুরু করেছিলেন। সেখানে থেকে আসেন জর্জ টেলিগ্রাফে। ৭৪ সালে সাব্বির আলির নেতৃত্বে এশিয়ার এক যুব টুর্নামেন্টে ইরানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। সেই দলের নির্ভরযোগ্য ফুটবলার ছিলেন চিন্ময়। তাঁর খেলায় মুগ্ধ হয়ে ৭৫ সালে মোহনবাগান তাঁকে সই করায়। কিন্তু পরের বছরেই ইস্টবেঙ্গলে চলে যান চিন্ময়। সেখানে টানা চার বছর খেলার পর কর্তাদের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় ৮০ সালে সই করেন মহমেডানে। ৮১-তে মহমেডানকে কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন করতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন রাইট ব্যাকে খেলা চিন্ময়। এর পর ফের ইস্টবেঙ্গলে আসেন তিনি। এমন কী ৮৬ সালে দলের ফুটবলার হওয়ার পাশাপাশি লাল-হলুদের সহকারী কোচের দায়িত্বও সামলেছেন তিনি। বাংলাকে সন্তোষ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন করতেও বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন চিন্ময়। ৭৮-এ ব্যাঙ্কক এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দলের নির্ভরযোগ্য সদস্য ছিলেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়।

ফোর্ট উইলিয়াম সংলগ্ন পুরো মাঠটি ফিরে পেল আইএফএ

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি. স.): পুড়ানো মাঠ ফিরে পেল আইএফএ। কলকাতা ময়দানে ফোর্ট উইলিয়াম সংলগ্ন একটি মাঠ আগে থেকেই ছিল আইএফএ-এর। সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে সেখান থেকে কিছুটা অংশ নিয়ে নেওয়ায় মাঠটা ছোট হয়ে গিয়েছিল। সেনাবাহিনী ও রাজ্য সরকারের চেষ্টায় সোমবার পুরো মাঠটি পাকাপাকিভাবে মাঠ ফিরে পেল আইএফএ। এর ফলে আইএফএ-এর মাঠ সমস্যার কিছুটা সমাধান হল।

মাঠের অবস্থা অবশ্য ভাল নয়। দ্রুত মাঠ ঠিক করে সেটিকে অনুশীলনের উপযুক্ত করে তোলা হবে, এমনটাই জানিয়ে দিলেন সচিব জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "দারুণ একটা দিন। আমরা পুরো একটা মাঠ পেয়েছি। বাংলার ফুটবলের জন্য এটা খুব দরকার ছিল। এখানে ফুটবলাররা অনুশীলন করতে পারবেন। কিছু খেলাও করা যাবে। তবে সবার আগে আমাদের মাঠটা ঠিক করতে হবে। " —হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

মেসির কান্না মোছা টিস্যুর দাম ৮ কোটি !

বার্সেলোনা, ১৬ আগস্ট (হি.স.) : বার্সেলোনায় বিদায়ী ভাষণে মেসির কান্না মোছা নিলামে তোলা হল। আর সেই টিস্যুর দাম উঠেছে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮ কোটি টাকা ! লিওনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা যাই করুন না কেন, তাঁদের কোটি কোটি ভক্ত, সমর্থকদের কাছে তার আলাদাই জায়গা রয়েছে। স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সেলোনার সঙ্গে দীর্ঘ ২১ বছরের সম্পর্ক ছিল লিওর। সেই সম্পর্ক বিভিন্ন নিয়মের বেড়াজালে আটকে ছিন্ন করতে হয়েছে আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসিকে। তিনি পাড়ি জমিয়েছেন ফ্রান্সের পিএসজিতে। বার্সাকে শেষ বিদায় জানানোর সময় সাংবাদিক সম্মেলনে বিরামহীন কান্নায় সে দিন ভেঙে পড়েছিলেন মেসি।সে সময় মেসির চোখের জল মুছতে তার স্ত্রী আন্তোনেলা রোকুজ্জো যে টিস্যুটি দিয়েছিলেন সেটি পরে কুড়িয়ে নেয় এক ব্যক্তি। ওই ব্যক্তি সেটি বিক্রির ঘোষণা করেন। ওই ব্যক্তি সেই টিস্যু বিক্রির ঘোষণা করেছেন। সেই টিস্যুটির মূল্য ধার্য করা হয়েছে ১ মিলিয়ন ডলার, যা ভারতীয় টাকায় প্রায় ৮ কোটি টাকার কাছাকাছি।

মেসির সঙ্গে বার্সার সম্পর্কটা আত্মার। বার্সেলোনায় না থাকলেও এই ক্লাবকে আজীবন স্মরণ রাখবেন তিনি। বিদায় ভাষণে মেসি বলেছেন, ভবিষ্যতে আবারো ফিরবেন এই ক্লাবে।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

PRESS NOTICE INVITING e-TENDERNO.:-07/EE(Agri)/N/ 2021-22. Dt. 12/08/2021

On behalf of the Governor of Tripura The Executive Engineer, Department of Agriculture, Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate single bid system e-tender for hiring of 3 (three) nos Maruti (Omni) and 1(one) no. M & M Bolero including fuel and driver at various offices under the jurisdiction of the undersigned. Last date & time for document downloading biding up to 15.00 Hrs on 03.09.2021 and time & date of opening of bid at 15.30 Hrs on 03-09-2021(if possible) Any subsequent memorandum / corrigendum will be available in the website only.

Notes :- For more details kindly visit:tripuratenders.gov.in

For on behalf of the Governor of Tripura
Executive Engineer
Department of Agriculture
Dharmanagar, North Tripura.
ICA-C-1791/2021-22

CORRIGENDUM

PNIeT No: - 13/EE/DWS/2021-22
DNIT No: - 14/EE/DWS/2021-22
Tender ID: - 2021_CEDWS21058_1
Name of work: - "Extension of PVC pipe line and domestic connection in/c. other allied works under the jurisdiction of DWS Sub-Division-II, Milonsangh, during the year 2021-22 (Gr-II)".
The above mentioned tender circulated vide this office memo No.F.12(3)/EE/DWS/AGT--I/ 3261-98 Dated: - 16.07.2021 is hereby **Cancelled due to non-availability of bids/ bidders.**

Executive Engineer
DWS Division Agartala-I
Agartala Tripura (W).
ICA-C-1776/2021-22

PNIT NO: ePT35/EE/RD/DIV/KCP/2021-22 Dt. 11.08.2021

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 25.08.2021 for 02 (Two) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2021-22. For details visit **https://tripuratenders.gov.in** or contact at Mobile No: 8731817713 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura
ICA-C-1771/2021-22

DNIT NO: No.F. DYAS/Tender/2021/3(2)
Dated , Agartala, the 13th August 2021
NOTICE INVITING E-TENDER

The Director, Youth Affairs & Sports, Govt. of Tripura invites online Bids on two bid system from reputed & registered caterers/agencies/ contractors/individuals/ traders /Co-op Societies /SHG/Companies/Hoteliers/ Restaurants owners having minimum annual turnover of Rs.30.00 lakh each for last 3(three) years (2017-18, 2018-19, 2019-20) & having not less than 3 years experience for providing Food catering services (early morning snacks, Breakfast, lunch. Tiffin & Dinner etc.) to the trainees/guest/faculty etc. of Tripura Sports School, Panisagar, North Tripura as per week!) diet chart initially for a period of 2(two) year w.e.f. (September 01, 2021 to 31 August,2023) and may be extended for 1(one) year subject to satisfactory performance of the authority of Youth Affairs & Sports Department. Tender document can be seen on website www.tenders.gov.in and www.tripuratenders. gov.in, however, Bid can only be submitted on-line at State Government e-Procurement Portal www.trinuratenders.eov in by uploading the relevant documents as specified by the Department. Start date of online bid submission from 13/08/2021 at 5:30PM and End date of online hid submission upto 31/08/2021 at 5:00 PM.

(S.B. Debbarma)
Director Youth Affairs & Sports Department
Govt. of Tripura.
ICA-C-1766/2021-22

Ph: - (03821)-295080 (Land)
e-mail:- pwdamarpur@gmail.com

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 08/IT/EE/PWD/AMP/2021-22. Dated: 11-08-021.
Memo NoF.TC-I (P-I)/EE/PWD/AMP/2670-748 dated, 11-08-2021.
Cost of Tender form: Rs. 5,000 /- (Rupees Five thousand) only
Last date and time for document downloading and bidding: 09-09-2021, upto 15.00 hrs.
Time and date for opening of bid: - 09-09-2021, at 16:00hrs. if possible.

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Class of Bidder
1	DNIT No. ACE/Project Unit / PWD / (Buildings) / DNIT / 17 / 2021-22.	₹ 2,22,96,225.13	₹ 2, 22,962.00	12 (twelve) months	Appropriate Class

Tender can also be seen in the website https://tripuratenders.gov.in
For and on behalf Governor of Tripura /

(Er. S. Chjakma)
Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur,Gomati Tripura
ICA-C-1780/2021-22

রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। আগরতলায় রবিবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। সার্কিট হাউস সংলগ মহাত্মা গান্ধী মূর্তিতে এবং গান্ধীঘাটস্থিত গান্ধী বেদীতে পুপার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা'পন, বিধানসভা, সচিবালয়, মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এলবার্ট এক্কা পার্কে অমর জওয়ান বেদী ও শহীদ মারকে পুপার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। তাছাড়া শহরের আরও বিভিন্ন জয়গায় উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এই দিনটি পালন করা হয়।

আজ সকাল আটটায় সার্কিট হাউস সংলগ মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথও গান্ধী মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য গান্ধীঘাটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং পুপার্ঘ অর্পণ করে গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। গান্ধীঘাটে গান্ধী শহীদ বেদিতে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, পশ্চিম

জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস সহ অন্যান্য অতিথিগণ পুপার্ঘ অর্পণ করে মহাত্মা গান্ধী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে যথাযথ মর্যাদায় আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনেও আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর সি আর পি এফ এবং ত্রিপুরা পুলিশের জওয়ানগণ জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এরপর ত্রিপুরা পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর বলরাম দেববর্মার নেত'ত্বে ত্রিপুরা পুলিশের জওয়ানরা মুখ্যমন্ত্রীকে অভিবাদন জানান।

আজ সকালে লিচুবাগানস্থিত এলবার্ট এক্কা পার্কে অমর জওয়ান বেদী ও শহীদ মারকে পুপস্তবক অর্পণ করে বীর শহীদ জওয়ানদের প্রতি বিনম শ্রদ্ধা'পন করেন রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য ও শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। এরপর পুপস্তবক অর্পণ করে বীর শহীদ জওয়ানদের প্রতি বিনম শ্রদ্ধা'পন করেন সৈনিক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা বিগেডিয়ার (অবসরপ্রাপ্ত) জে পি তিওয়ারি, রাজ্যপালের সচিব টি কে চাকমা, সৈনিক কল্যাণ দপ্তরের সুবেদার চন্দন মগ চৌধুরী, ৫১-ইঁনীয়ারিং রেজিমেন্টের মেজর বি দেবনাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে টি এস আর ১১ নং ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানগণ সেলামী প্রদর্শন করেন। তাছাড়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আসাম রাইফেলস স্কুলে শিক্ষকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। আসাম রাইফেলস স্কুলে ১৫ আগস্টে রহস্যজনক মৃত্যু এক শিক্ষককে। মৃত শিক্ষকের নাম পঙ্কজ সাউ(৩৩)। ২০১৭ সাল থেকে পঙ্কজ সাউ আসাম রাইফেল স্কুলে শিক্ষক হিসেবে চাকরি করে আসছিল। কিন্তু পংকজ সাউয়ের সততা এবং নিষ্ঠাবান এর জন্য সহকর্মীরা প্রায়ই উনাকে মানসিকভাবে আঘাত করতেন।

এমনকি সম্প্রতি গত কয়েকদিন যাবত পঙ্কজ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকের কাছ থেকে মোটা অংকের অর্থ ভর্তির নাম করে না নেওয়ায় সহকর্মীরা মানসিকভাবে আঘাত করতে শুরু করে বলে অভিযোগ মৃত পংকজের মার।

তাকে একটি কক্ষে নিয়ে সিসি ক্যামেরা খুলে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। শিক্ষক এর মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় তার পরিবার-পরিজন দেখতে পায়। এবং পঙ্কজের স্কুটিটি স্কুলের বাইরে থেকে উদ্ধার করা হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসেন এলাকার বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

তিনি জানান ঘটনাটি পুলিশ ফরেনসিক দলের মাধ্যমে তদন্ত করুক। যদি খুন হয়ে থাকে তাহলে যেন অভিযুক্তরা অবিলম্বে গ্রেপ্তার হয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায় তার জন্য দাবি জানান তিনি। কারণ মৃতদেহে অনেকটা সংশ্রয়ের বিষয় রয়েছে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ একটি মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সাব্রুমে বঙ্গের তৃণমূল নেতৃত্বদের উপর হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম/ আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে সাব্রুমের থাইবুং বাজারে আক্রান্ত তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব। এদিন জাতীয় পতাকা সহ দলীয় পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে থাইবুং বাজারে বিজেপি আশ্রিত সমাজ দ্রোহীদের দ্বারা তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ দোলা সেন, অপরুপা পোদ্দার, আগরতলার তপন দত্ত সাব্রুমের প্রেমতোষ দেবনাথের উপর হামলা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় নিয়ে আসা হয় জিবি হাসপাতালে। জিবি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর দোলা সেন, অপরুপা পদ্দারকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। জানা যায় তারা দুষ্কৃতীদের হামলায় শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন।

সাংসদ দোলা সেন জানান, পুলিশের ভূমিকা এদিন ছিল না বলে চলে। দুষ্কৃতীরা যখন আক্রমণ করেছিল তখন পুলিশ এসে বাধা দেয়নি। ঘটনা সম্পন্ন মোবাইল ফোনে ভিডিও রেকর্ড করতে গেলে দুস্কৃতিকারীরা মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলে। কিন্তু পুলিশের ভূমিকা ছিল এদিন দলদাশের বলে জানান সাংসদ দোলা সেন। তিনি এদিন আরো বলেন, জঙ্গলের রাজত্ব শেষ কথা বলে না। মানুষ শেষ কথা বলবে বলে জানান। রাস্তায় আসার সময় আরো দু"তিনটে জায়গায় শাসক দলের দুস্কৃতিকারীরা জমায়েত হয়ে আক্রান্ত করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বদের। কিন্তু বিজেপি আতঙ্কিত হয়ে এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করছে। কিন্তু বিজেপির জেনে রাখা ভালো পরাজয়ের জন্য ত্রিপুরায় আসেনি তৃণমূল কংগ্রেস।

পরবর্তী সময় এদিন সন্ধ্যায় সার্কিট হাউসস্থিত গান্ধী মূর্তি পাদদেশে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দরা। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা জানান, স্বাধীনতা দিবস পালন করতে গিয়ে দুজন মহিলা সাংসদ আক্রান্ত হতে হয়েছে। এমনকি সারা রাজ্যে তৃণমূল কর্মীদের আক্রান্ত হতে হচ্ছে। ত্রিপুরা অত্যাচারী সরকার তৃণমূল কর্মীদের স্বাধীনতা দিবস পর্যন্ত পালন করতে দিচ্ছে না। তাই গান্ধী মূর্তি পাদদেশে থেকে শপথ নেওয়া হচ্ছে আগামী দিনে ত্রিপুরা তৃণমূল কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

কারণ মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে পরিচালিত হয় তৃণমূল কংগ্রেস। তাই আজকের দিনের যেসব তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদেরা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার জন্য দাবি জানান সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তারা আরও অভিযোগ তোলেন রাজ্যে কোন হোটেলে তাঁদের থাকার জন্য বা সাংবাদিক সম্মেলন করার জন্য দিচ্ছেনা শাসক দল বিজেপি। তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ।

ভুঁইয়ারমাথায় সিপিআইএমের পার্টি অফিসে হামলা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। রাজ্যে বিরোধীদলের নেতা কর্মী সমর্থকদের ওপর হামলা এবং বিরোধীদলের অফিসে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আহত হয়েছে। বিশালগড় এর গোকুল নগর ভুঁইয়ারমাথা এলাকায় সিপিআইএমের পার্টি অফিসে হামলা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

রবিবার গভীর রাতে বিশালগড়ের গোকুলনগর ভুঁইয়ারমাথা এলাকায় বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্তরা সিপিআইএম পার্টি অফিসে অগ্নিসংযোগ ও লোকাল কমিটির কর্মীর বাড়িঘর ভাঙচুর করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। ডিওয়াইএফআই বিশালগড় বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক গোপাল দেব অভিযোগ করেছেন পরিকল্পিতভাবে সিপিআইএম অফিসে অগ্নিসংযোগ এবং দলীয় কর্মীর বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়েছে।জনমনে প্রশ্ন উঠেছে এ কেমন রাজনীতি যেখানে মানুষ বাঁচার অধিকার টুকু হারিয়ে ফেলেছে! গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে কে কি পার্টি করবে এটা নিজস্ব ব্যক্তিগত অধিকার। কিন্তু বর্তমানে সেই অধিকার টুকু হারিয়ে ফেলছে শুরু করেছেন গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ। বর্তমান শাসক দলের আশ্রিত গুন্ডা বাহিনীর আক্রমণের শিকার হয়ে মানুষ রীতিমতো দিশেহারা ও আতঙ্কগ্রস্ত দুর্বৃত্তদের কথা হল এই রাজ্যে শান্তিতে বসবাস করতে হলে শুধুমাত্র বিজেপির সমর্থক হয়ে থাকতে হবে। ঠিক এমনই একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ মিলল বিশালগড় থানাধীন গোকুলনগর ভুঁইয়ারমাথা এলাকায়। সেখানে রবিবার গভীর রাতে বিজেপির দুর্বৃত্তরা সিপিআইএম পার্টি অফিসে ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করে। সিপিআইএম এর এক লোকাল কমিটির সদস্যের বাড়িতেও হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। অন্যদিকে বিশালগড় থানার পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলছে বলে অভিযোগ। বিশালগড় থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সাধারন জনগনের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এসব ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় সারা রাজ্যের মানুষ বর্তমানে আতঙ্কগ্রস্ত। রাজ্যে শান্তির বদলে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করছে বিজেপি সরকার ও শাসক দল।

জল নিস্কাশনের ব্যবস্থা নেই চাষাবাদে মার খাচ্ছে চাষিরা প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। কৃষি জমির জল নিষ্কাশনে সরকারি ভাবে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের নুরপুর যুবরাজনগর এলাকায় সোমবার সড়ক অবরোধ করল কৃষকরা। সেচের অভাবে দীর্ঘদিন ধরেই একদিকে যেমন কৃষকরা কৃষি উৎপাদন চাহিদামত করতে পারছেন না ঠিক তেমনি বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় কৃষি জমিতে জল জমে কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে মার খাচ্ছে।

তাতে কৃষকদের চরম সর্বনাশ হচ্ছে। জীবন-জীবিকা নিয়ে তারা এক অসহায় পরিস্থিতির সম্মুখীন। এর এই প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরের নুরপুর যুবরাজনগর এলাকায় রাস্তায় বাঁশ ফেলে ,গাড়ির টায়ার জ্বালিয়ে মূল সড়ক অবরোধ করেন কৃষকরা। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ইরানি থানার বিশাল পুলিশ। পরিস্থিতি মোকাবেলায় ওই এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ ও টিএসআর জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে।

নুরপুর ও যুব রাজনগর গ্রামের কৃষকর বিক্ষোভ প্রদর্শন চলাকালীন জানান যে, ছড়া জবর দখল করে ও অবৈজ্ঞানিকভাবে সড়ক নির্মাণের ফলে ঘনঘন প্লাবিত হচ্ছে কৃষিজমি। মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কৃষকরা। পঞ্চায়েত কিংবা ব্লক আধিকারিক ও কৃষি দপ্তরে বিষয়টি একাধিকবার জানানোর পরও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাই ফসলের ক্ষতিপূরণ ও সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে সোমবার বাধ্য হয়ে তারা সড়ক অবরোধ করেন। কৃষকদের অভিযোগ সরকারি ম্যাপ অনুযায়ী ছড়া বাইশ ফুট রয়েছে।কিন্তু কার্যত কোথাও কোথাও তা চার ফুট, কোথাও আট ফুট সংকুচিত হয়ে গেছে। ছড়া জবর দখল করার ফলে সঠিকভাবে জল নিষ্কাশন হচ্ছে না। উপরন্তু একাধিক জায়গায় এই ছড়ায় বাদ দিয়ে পুকুর নির্মাণ কিংবা অবৈধ নির্মাণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সময় এই ছড়া সংস্কারের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাত করেছে দুষ্ট চক্র। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। দীর্ঘ দুই ঘন্টা অবরুদ্ধ থাকার পর পঞ্চায়েত ও পুলিশ প্রশাসনের মধ্যস্থতায় অবরোধ প্রত্যাহার করেন স্থানীয়রা কৃষকরা।

সরকার ও প্রশাসনের তরফ থেকে দ্রুত এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

কৃষি কাজের জন্য সীমান্তে গেইট খোলা রাখার দাবিতে শিঙিছড়ায় পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। সীমান্ত গেইট কৃষি কাজের জন্য খোলা রাখার দাবিতে খোয়াইয়ের শিঙিছড়া এলাকায় পথ অবরোধ করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সীমান্ত গেইট নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত খোলা রাখা এবং কৃষকরা যাতে ওপারে গিয়ে কৃষিকাজের সমস্যায় না পড়েন সেজন্য সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার গেট খোলা রাখার জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছেন সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণ। এ সংক্রান্ত দাবিতে কৃষকরা খোয়াই কমলপুর পথ অবরোধ করে শিঙিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়বাঘাই এলাকায়। সোমবার সকাল ৯ টায় শিঙিছড়াস্থিত বড়বাঘাই এলাকায় খোয়াই কমলপুর সড়ক অবরোধ করে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী ক্ষুব্ধ জনতা।বিএসএফ কৃষকদের ফসল লাগানো এবং কাটার সময় টালবাহানা করে বলে অভিযোগ। ফলে কৃষকদের কৃষিজ ফসল নষ্ট হতে থাকে। এমনটাই অভিযোগ কৃষকদের। বড়বাঘাই এলাকায় কৃষকদের জমি সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়ার ওপারেও রয়েছে। বিএসএফ সময়মতো গেট না খোলে না এবং মাঝেমধ্যে টানা চার পাঁচ দিন সময় গেইট বন্ধ করে রেখে দেয়।

ফলে কৃষকদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরেও সীমান্ত গেইট বন্ধ করে রেখে দিয়েছে বিএসএফ। এখন আমন ধান রোপনের সময়। ধান রোপন করার জন্য জমিও প্রস্তুত।বিএসএফ গেইট নং এক বন্ধ করে রেখে দেয়। ফলে কৃষকরা ওই পাড়ের জমিতে কৃষি কাজ করতে পারছে না। বাধ্য হয়ে এলাকার কৃষক ও প্রমিলা বাহিনী খোয়াই কমলপুর পথ অবরোধ করে। কয়েক মাস পূর্বে কৃষকরা বিএসএফের আধিকারিক এর নিকট এই দাবি জানানো হলেও বিএসএফ আধিকারিকের থেকে ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে সড়ক অবরোধ করেছিল।পুনরায় সেই সমস্যার সম্মুখীন হয় কৃষকরা পথ অবরোধ করে। সোমবার সকালে এলাকার মহিলারা হাতে হাত ধরে সড়ক অবরোধ করেন। তারা তাদের দাবি গুলি দ্রুত সমাধান করার জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

অবরোধের ফলে অবরোধ স্থলের দু'পাশে প্রচুর সংখ্যক যানবাহন আটকে পড়ে। তাতে দুর্ভোগ চরমে আকার ধারণ করে। দীর্ঘ দেড় ঘন্টা সড়ক অবরোধের পর খবর পেয়ে বিএসএফের আধিকারিক ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। সুনিদৃষ্ট প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে আপাতত তারা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

ভারতীয় নাগরিকদের দেশে ফেরাতে কাবুল পৌঁছল বায়ুসেনার বিমান

কাবুল, ১৬ আগস্ট (হি. স.): কাবুলে আটকে পড়া ভারতীয়দের দেশে ফেরাতে কাবুল পৌঁছল বায়ুসেনার বিমান। আটকে পড়া ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার জন্য আইএএফ- এর কার্গো বিমান সি-১৭ গ্লোবমাস্টার পাঠানো হয়েছে। ভারতের বিমান কাবুল বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে, কিন্তু শহরে কারফিউ থাকায় ভারতীয়দের ভারতীয় মিশন থেকে বিমানবন্দরে আনতে ভারতীয়দের অসুবিধা হচ্ছে।

রবিবার তালিবানের কাবুল দখলের পরে রাতে এয়ার ইন্ডিয়ার শেষ যাত্রিবাহী বিমানটি ভারতে পৌঁছয়। কেন্দ্রের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয় এর পর থেকে আটকে পড়া ভারতীয়দের আনতে আফগানিস্তানে যাবে কেবল মাত্র বায়ুসেনার বিমান। সেই ঘোষণা অনুসারে সোমবার আফগান মুলুকে আটকে পড়া ভারতীয় দূতাবাসের কর্মী ও তাঁদের পরিবারকে ফেরাতে কাবুল পৌঁছল বিমান আইএএফ- এর কার্গো বিমান সি-১৭ গ্লোবমাস্টার।

কৈলাসহরের মহকুমা শাসকের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন চা বাগান শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের হীরাছড়া চা বাগানের জমি জোর করে দখল করে বাগান শ্রমিকদের প্রাননাশের হুমকি দেওয়ায় বাগান শ্রমিকরা বাগান শ্রমিকরা সোমবার দুপুরে কৈলাসহরের মহকুমা শাসকের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম চা বাগান হলো হীরাছড়া চা বাগান।

শত বছরের বেশী পুরনো এই হীরাছড়া চা বাগান বিগত কয়েক বছর ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে। বাগানে কয়েক শত শ্রমিক এবং শ্রমিকদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও রয়েছে। বাগান শ্রমিকরা বিক্ষোভ চলাকালীন সময়ে বলেন যে, শত বছর পুরনো এই হীরাছড়া চা বাগানে উনারা বংশপরম্পরায় চায়ের কাজ করে আসছেন এবং পাশাপাশি বাগানের এই পতিত জমিতে শত বছর ধরে ধান চাষও করে আসছেন। কিন্তু গত কিছু দিন পূর্বে বাগানের পতিত জায়গাগুলো বহিরাগত রুবেল আলী এবং মকদ্দুস আলীর নেতৃত্বে জমি মাফিয়ারা দখল করে নিয়ে বাগান শ্রমিকদের চাষবাস না করার জন্য হুমকী দেয়। জমি মাফিয়ারা বাগান শ্রমিকদের বলে যে, যদি তারপরও বাগান শ্রমিকরা জমিতে চাসবাস করে তাহলে প্রানে মেরে ফেলা হবে বলেও

হুমকিও দেয় বলে বাগান শ্রমিকরা জানায়। একদিকে কয়েক বছর ধরে বাগান বন্ধ। তার মধ্যে বাগানের জমি দখল করায় বাগান শ্রমিকরা একেবারেই নিরুপায় হয়ে পড়ে। অসহায় নিরুপায় বাগান শ্রমিকরা জমি মাফিয়া রুবেল আলী, মকুদ্দস আলী সহ অন্যান্য জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে গত জুলাই মাসে স্থানীয় ইরানি থানায় লিখিত অভিযোগ করে এবং কৈলাসহরের মহকুমা শাসক, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকদেরও লিখিত ভাবে জানায়। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের কার্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়ায় বাগান শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে কৈলাসহরের মহকুমা শাসকের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।প্রায় দুই ঘন্টা অফিস ঘেরাও করার পর মহকুমা শাসকের অফিস থেকে ডিসিএম সূর্য দেববর্মা, ডিসিএম জয়ন্ত জমাতিয়া, ডিসিএম মানস মুড়াসিং বিক্ষোভরত বাগান শ্রমিকদের সাথে কথা বলে আশ্বাস দেন যে, আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে এলাকা পরিদর্শন করে ঘটনার নিস্পত্তি করবেন।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই আশ্বাস পাবার পর বাগান শ্রমিকরা ঘেরাও মুক্ত করে মহকুমা শাসকের অফিস। তবে, বাগান শ্রমিকরা আরও জানায় যে, প্রশাসন যদি কথার খেলাপ করে তাহলে বাগান শ্রমিকদের পক্ষ থেকে গোটা ঊনকোটি জেলায় আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।

রাজ্যের সার্বিক অর্থনৈতিক বিকাশই হল সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। এবারের স্বাধীনতা দিবসের মাহাত্ম্য হচ্ছে এটা আমাদের দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছেন, 'এই স্বাধীনতা দিবসে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ভাবনা ও আত্ম ত্যাগের অনুভূতি ফুটে উঠবে। দেশের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা'পন ও এক স্বপের ভারতবর্ষ গঠনের প্রত্যয় থাকবে এবারের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের ভাবনায়। এই ভাবনায় থাকবে সনাতন ভারতের ঝলক ও আধুনিক ভারতের উজ্জল আভা।'

প্রধানমন্ত্রীর আধুনিক ভারতের স্বপকে বাস্তবায়ণ করার লক্ষ্যে এক আধুনিক ত্রিপুরা গড়তে সরকার কাজ করছে। আজ আসাম রাইফেলস ময়দানে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার প্রশাসনে নিয়ত, নীতি ও নিয়মকে প্রাধান্য দিয়ে বিরামহীনভাবে কাজ করে চলছে। রাজ্যের প্রতিটি পরিবারের আয়ের উৎস সৃষ্টির মাধ্যমে রাজ্যের

সার্বিক অর্থনৈতিক বিকাশই হল সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন।

আসাম রাইফেলস ময়দানে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির সাফল্যের কথা যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি সরকারের আগামী দিনের কাজের রূপরেখাও তুলে ধরেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে, উচ্চপদের কর্মচারিদের স্বল্পতা দূর করতে রাজ্য সরকার প্রমোশন পলিসি-২০২১ লাগু করেছে, যা এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। সুপ্রীম কোর্টে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৫ সাল থেকে রাজ্য সরকারের কর্মচারিদের প্রমোশন বন্ধ ছিল। রাজ্য সরকার কর্মচারিদের এডহক ভিত্তিতে প্রমোশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাছাড়াও রাজ্য সরকার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দপ্তরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদকে চিহ্নিত করেছেন যেগুলি দীর্ঘদিন ধরেই শূন্য রয়েছে। সেই সব পদগুলি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া খব শীঘই শুরু হবে। এতে শুধু মাত্র প্রশাসনিক কাঠামোই মজবুত হবে না, রাজ্যের চাকুরিযোগ্য যুবাদেরও কর্মসংস্থান হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৮-১৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত রেগুলার, ডাই-ইন-হারনেস, আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিযুক্ত সব মিলিয়ে মোট ২৩,০০১ জনের চাকুরির সুযোগ স'ষ্টি হয়েছে। এছাড়া এই সময়কালে কনট্র্যাকচুয়্যাল, এম এস এম ই, এস এইচ জি, প্রাইভেট, স্থায়ী ও অস্থায়ী নিযুক্তি মিলিয়ে স্বনির্ভর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।